কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

খণ্ড

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

সূচি

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

বাস-সংস্থান সমস্যা

১৮৮৭ সালের দ্বিতীয় সংস্করণে ভূমিকা

১৮৭২ সালে লাইপজিগের *Volksstaat* (১) পত্রিকার জন্য লেখা আমার তিনটি প্রবন্ধ এখানে একত্র পুনর্মুদ্রিত হল। ঠিক ঐ সময়ে জোয়ারের মতো ফ্রান্স থেকে জার্মানিতে অর্থের আমদানি (২) হয়: তখন সরকারী ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া হচ্ছিল, নির্মিত হচ্ছিল কেল্লা ও সেনানিবাস, অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক মালমশলার ভাণ্ডার নূতন করে ভরে নেওয়া হচ্ছিল। শুধু চালু মুদ্রার পরিমাণই নয়, লভ্য পুঁজির পরিমাণও হঠাৎ দারুণভাবে বৃদ্ধি পেল, আর এইসব কিছু ঘটতে থাকে এমন এক সময়ে, যখন জার্মানি শুধু 'সংযুক্ত সাম্রাজ্য' হিসেবেই নয়, বৃহৎ শিল্পায়িত দেশ হিসেবেও বিশ্বমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করছিল। এই অজস্র অর্থই দেশের নবীন বৃহদায়তন শিল্পকে জুগিয়েছিল প্রবল প্রেরণা। যুদ্ধোত্তর কালে রঙীন মোহজালপূর্ণ যে স্বল্পকালীন আর্থিক সমৃদ্ধি এসেছিল, তারও পেছনে প্রধানতম কারণ হল এই অর্থ। আবার এরই ফলে দেখা দিল ১৮৭৩-১৮৭৪ সালে দারুণ ব্যবসা বিপর্যয়, আর তাতে করে দুনিয়ার বাজারে নিজস্ব আসন বজায় রাখতে সক্ষম এমন একটি শিল্পায়িত দেশ হিসেবে জার্মানির পরিচয় পাওয়া গেল।

প্রাচীন সংস্কৃতিসম্পন্ন একটি দেশে হস্তশিল্প কারখানা ও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা থেকে বৃহদায়তন শিল্পে এরূপ উত্তরণের যুগটাই হল সেই দেশে প্রধানত 'বসতবাড়ির অভাবের' যুগ, বিশেষ করে যখন আবার সেই উত্তরণের গতিবেগ এমন অনুকূল পরিস্থিতির দরুন দ্রুততর হয়ে ওঠে। একদিকে গ্রামের মজুরেরা হঠাৎ বিপুল সংখ্যায় যেসব শহরের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে সেই শহরগুলি গড়ে ওঠে শিল্পকেন্দ্র হিসেবে; অন্যদিকে পুরনো শহরগুলির ভবনাদি নতুন বৃহদায়তন শিল্প এবং আনুষঙ্গিক যানবাহনের

পক্ষে অনুপযোগী হয়ে পড়ে; পুরনো রাস্তাঘাট চওড়া করা হয়, কেটে বার করা হয় নতুন নতুন রাস্তা, শহরের বুকের উপর দিয়ে চলতে থাকে রেলপথ। যে সময়ে শ্রমিকেরা স্রোতের মতো শহরে প্রবেশ করতে থাকে, ঠিক সেই সময়েই ব্যাপকভাবে শ্রমিকদের ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। এই কারণেই দেখা দেয় শ্রমিকদের এবং তাদের কেনাকাটার উপর নির্ভরশীল ক্ষুদে ব্যবসায়ী ও ছোটখাট কারবারীদের গৃহ-সংস্থানের হঠাৎ অভাব। একেবারে গোড়া থেকেই যেসব শহর শিল্পকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে, সেই সকল জায়গায় এই সমস্যা নেই বললেই চলে; যেমন ম্যাঞ্চেস্টার, লিড্‌স্‌, ব্র্যাডফোর্ড, বার্মেন-এল্‌বারফেল্ড। অন্যদিকে লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন ও ভিয়েনায় এক সময়ে গৃহাভাব তীব্রাকারে দেখা দিয়েছিল, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে সে সমস্যা এখনও থেকে গেছে।

জার্মানিতে যে শিল্প-বিপ্লব ঘটছিল, তারই লক্ষণস্বরূপ বাসস্থানের এই তীব্র অভাবের কথা তাই সেই সময়ে 'বাস-সংস্থান সমস্যা' সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধের রূপে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা জুড়ে থাকত এবং নানাবিধ সামাজিক হাতুড়ে চিকিৎসাবিধির উদ্ভব ঘটাত। ক্রমানুবর্তিত কয়েকটি এই ধরনের প্রবন্ধ *Volksstaat* পত্রিকাতেও স্থান করে নেয়। বেনামী লেখকটি — পরে ইনি ভ্যুর্টেমবের্গ থেকে ম্যুলবের্গার এম. ডি. রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন — এই সমস্যার মাধ্যমে প্রুধোঁর সর্বরোগহর চিকিৎসা-ব্যবস্থার অলৌকিক ফলাফল সম্বন্ধে জার্মান শ্রমিকদের জ্ঞানবৃদ্ধি করবার পক্ষে সুযোগটা অনুকূল বলে বিবেচনা করলেন (৩)। এই ধরনের অদ্ভুত প্রবন্ধ অনুমোদন করতে দেখে সম্পাদকমণ্ডলীর নিকট আমি বিস্ময় প্রকাশ করায়, তাঁরা এর জবাব দেবার জন্য আমাকে আহ্বান জানালেন এবং আমি তার জবাবও দিই (প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য: 'প্রুধোঁ কী ভাবে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান করেন')। এই প্রথম পর্যায়ের অল্পকাল পরেই আমি দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধটি লিখি — যাতে ডক্টর এমিল জাক্সের গ্রন্থের ভিত্তিতে এই সমস্যা সম্পর্কে জনহিতৈষী বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির বিচার করা হয় (দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য: 'বুর্জোয়ারা কী ভাবে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান করে')। বেশ কিছুদিন বিরতির পর ডক্টর ম্যুলবের্গার আমার প্রবন্ধাবলীর একটা জবাব দিয়ে আমাকে সম্মানিত করলেন এবং তার ফলে আমিও প্রত্যুত্তর দিতে বাধ্য হলাম (তৃতীয় ভাগ

দ্রষ্টব্য: 'প্রুধোঁ ও বাস-সংস্থান সমস্যা সম্পর্কে ক্রোড়পত্র')। এইখানেই বাদানুবাদ এবং এই প্রশ্ন সম্পর্কে আমার বিশেষ মনোযোগদান, উভয়েরই পরিসমাপ্তি ঘটল। স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসেবে পুনর্মুদ্রিত এই তিন পর্যায়ের প্রবন্ধের উদ্ভবের এই হচ্ছে ইতিহাস। পুস্তিকাটির যে এখন নতুন মুদ্রণের প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে, তার জন্য আমি নিঃসন্দেহে জার্মান সরকারের স্নেহপরবশ দৃষ্টিদানের নিকট ঋণী; তাঁরা রচনাটি নিষিদ্ধ করে দিয়ে চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী এর বিক্রয় দারুণভাবে বাড়িয়ে দেন। এই সুযোগে আমি তাঁদের আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বর্তমান নতুন সংস্করণের জন্য আমি এই লেখা সংশোধন করেছি, কয়েকটি সংযোজন ও টীকা ঢুকিয়েছি এবং প্রথম ভাগে যে সামান্য অর্থতত্ত্বগত ভুল ছিল, তা আমার বিরোধীপক্ষ ডক্টর মুলবের্গার দুর্ভাগ্যবশত ধরতে পারেন নি বলে আমি নিজেই সংশোধন করেছি।

গত চৌদ্দ বছরে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে কী বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে, এই পুস্তিকা সংশোধনের সময় তা আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তখনো এ কথা সত্য ছিল যে 'বিশ বছর যাবৎ রোমান্স-ভাষাভাষী শ্রমিকদের একমাত্র প্রুধোঁর লেখা ছাড়া' অথবা নিদেনপক্ষে 'নৈরাজ্যবাদের' জন্মদাতা যে বাকুনিন প্রুধোঁকে 'আমাদের সকলের গুরু' (notre maître à nous tous) বলে গণ্য করতেন তাঁর উপস্থাপিত প্রুধোঁবাদের আরও একপেশে ভাষ্য ছাড়া আর কোনো মানসিক খাদ্য ছিল না। ফ্রান্সে প্রুধোঁপন্থীরা শ্রমিকদের মধ্যে সংকীর্ণ একটি গোষ্ঠী হিসেবে ছিল বটে, কিন্তু একমাত্র তাদেরই ছিল সুনির্দিষ্ট সূত্রবদ্ধ কর্মসূচী এবং তারা কমিউনে থাকাকালে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়। বেলজিয়মে ভালোন শ্রমিকদের মধ্যে প্রুধোঁবাদের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য; আর স্পেন ও ইতালিতে তখন সামান্য দু-চারটি বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম ছাড়া শ্রমিক আন্দোলনের বাকি প্রায় সবাই নৈরাজ্যবাদী না হলে নিশ্চিতভাবেই হত প্রুধোঁপন্থী। আর আজ? ফ্রান্সে প্রুধোঁ আজ শ্রমিকমহল থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত। তাঁর সমর্থন বজায় আছে শুধু র‍্যাডিকাল বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে, যারা প্রুধোঁপন্থী হিসেবে নিজেদের 'সমাজতন্ত্রী' বললেও সমাজতন্ত্রী শ্রমিকেরা যাদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালাচ্ছে। বেলজিয়মে ফ্লেমিশরা আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে

ভালোনদের হঠিয়ে দিয়েছে, প্রুধোঁবাদকে স্থানচ্যুত করে আন্দোলনের মানকে অনেক ঊর্ধ্বে তুলেছে। স্পেন ও ইতালিতে অষ্টম দশকের নৈরাজ্যবাদী জোয়ারে ভাঁটা পড়েছে এবং সেই টানে প্রুধোঁবাদের অবশিষ্টাংশকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ইতালিতে নতুন পার্টি এখনও চেতনার স্বচ্ছতা অর্জন ও সংগঠিত হয়ে ওঠার স্তরে থাকলেও, স্পেনে 'মাদ্রিদীয় নতুন ফেডারেশন' (৪) নামে যে ক্ষুদ্র কেন্দ্রটি আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের অনুগত ছিল, আজ তা পরিণত হয়েছে এক শক্তিশালী দলে। তাদের পূর্বগামী হট্টগোলকারী নৈরাজ্যবাদীদের তুলনায় এই দল যে অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে শ্রমিকদের উপর বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের প্রভাব ধ্বংস করছে তা প্রজাতন্ত্রীদের কাগজপত্র থেকেই বুঝতে পারা যায়। রোমান্স-ভাষাভাষী শ্রমিকদের মধ্যে প্রুধোঁর বিস্মৃত রচনাবলীর স্থান অধিকার করেছে 'পুঁজি' আর 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তেহার' এবং মার্কসবাদী চিন্তাধারার অন্যান্য গ্রন্থ। একচ্ছত্র রাজনৈতিক ক্ষমতায় উন্নীত হয়ে প্রলেতারিয়েত গোটা সমাজের তরফে উৎপাদনের উপায়সমূহ দখল করবে—মার্কসের এই মূল দাবি বর্তমানে লাতিন দেশগুলিতেও সমগ্র বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর দাবিতে পরিণত হয়েছে।

আজ যখন শেষ পর্যন্ত লাতিন দেশগুলিতেও শ্রমিকদের মধ্য থেকে প্রুধোঁবাদ স্থানচ্যুত, সে মতবাদ যখন তার প্রকৃত ভবিতব্য অনুযায়ী বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ হিসেবে ফরাসী, স্পেনীয়, ইতালীয় ও বেলজিয়ান বুর্জোয়া র‍্যাডিকালদের শুধু কাজে লাগছে, তখন আবার নতুন করে এই প্রসঙ্গের অবতারণা কেন? এই প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রণ করে গতায়ু বিরোধীর সঙ্গে নতুন সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ কী?

এর প্রথম কারণ এই যে, আলোচ্য প্রবন্ধগুলি শুধুমাত্র প্রুধোঁ ও তাঁর জার্মান প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে বিতণ্ডাতেই সীমাবদ্ধ নয়। মার্কস ও আমার মধ্যে একটা শ্রমবিভাগ ছিল; মার্কস যাতে তাঁর মহান বনিয়াদী গ্রন্থ রচনার সময় পান, সেইজন্য আমার উপর দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন সাময়িকীতে, বিশেষ করে বিরোধী মতের সঙ্গে সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের মতামত পেশ করা। ফলে আমাকে অধিকাংশ সময়েই প্রধানত নানাধরনের মতের বিরোধিতা করে বিতর্কের মারফত আমাদের নিজস্ব মতবাদ পরিবেশন করতে হত। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় ভাগে শুধু যে সমস্যাটি সম্বন্ধে প্রুধোঁবাদী

চিন্তাধারার সমালোচনা করা হয়েছে তাই নয়, আমাদের নিজেদের চিন্তাধারাও উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে প্রুধোঁ এতটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন যে তিনি শুধু নিঃশব্দে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে পারেন না। তত্ত্বগতভাবে খণ্ডিত এবং ব্যবহারিকভাবে পরিত্যক্ত হলেও প্রুধোঁর ঐতিহাসিক আকর্ষণ আজও অক্ষুণ্ণ। আধুনিক সমাজতন্ত্রের পরিচয় যাঁরা কিছুটা খুঁটিয়ে পেতে চান, এই আন্দোলনে 'অতিক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির' সঙ্গে তাঁদের পরিচয় থাকাটাও প্রয়োজন। প্রুধোঁ তাঁর সমাজ সংস্কারের কার্যকর প্রস্তাবাবলী পেশ করার কয়েক বছর আগেই মার্কসের 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রকাশিত হয়েছিল। প্রুধোঁর বিনিময়-ব্যাংককে ভ্রূণাবস্থায় আবিষ্কার করে তার সমালোচনা ছাড়া মার্কস এই বইটিতে আর বেশি কিছু করতে পারেন নি। এইদিক থেকে তাই আমার বইটি দুর্ভাগ্যবশত যথেষ্ট অসম্পূর্ণভাবে মার্কসের রচনারই পরিপূরক স্বরূপ। মার্কস স্বয়ং এ কাজ করতে পারতেন অনেক ভালো এবং অনেক যুক্তিগ্রাহ্য রূপে।

তাছাড়া শেষত, আজ এই মুহূর্ত অবধিও জার্মানিতে বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের দৃঢ় প্রতিনিধিত্ব বর্তমান। একদিকে, রয়েছে ক্যাথিডার সমাজতন্ত্রী (৫) ও নানা ধরনের মানবহিতৈষী যাদের কাছে শ্রমিকদের বাসগৃহের মালিকে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষাটা এখনো প্রভাবশালী, তাই এদের বিরুদ্ধে আমার রচনা এখনও সময়োপযোগী। অন্যদিকে, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যেই, এমনকি রাইখ্স্টাগ গোষ্ঠীর মধ্যেও একধরনের পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব আছে। ব্যাপারটা এই রকম: আধুনিক সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদী মতামত এবং উৎপাদনের সমগ্র উপায়গুলি সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করার দাবিকে ন্যায্য বলে স্বীকার করলেও, এই লক্ষ্য কেবল সুদূর ভবিষ্যতেই বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব বলে ঘোষণা করা হয়—যে ভবিষ্যৎ কার্যত দৃষ্টির অগোচরে। সুতরাং বর্তমানে লক্ষ্যটা নিতান্ত সামাজিক জোড়াতালির শরণাপন্নই হতে হবে, এমনকি অবস্থা বিশেষে 'মেহনতী শ্রেণীর উন্নয়নের' জন্য অতীব প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টার প্রতিও সহানুভূতি দেখানো সম্ভব। Par excellence*

* বিশিষ্ট। — সম্পাঃ

পেটি-বুর্জোয়া দেশ জার্মানিতে এই প্রবণতার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অবশ্যম্ভাবী, বিশেষ করে যখন শিল্পের বিকাশের ফলে সবলে ও ব্যাপকভাবে এই পুরাতন ও বদ্ধমূল পেটি-বুর্জোয়ার মূলোচ্ছেদ ঘটছে। বিশেষ করে গত আট বছর যাবৎ সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন (৬), পুলিশ ও আদালতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের শ্রমিকেরা যে আশ্চর্য সহজবুদ্ধির চমৎকার পরিচয় দিয়েছে, তার ফলে এই প্রবণতা অবশ্য আন্দোলনের ক্ষতি করতে পারবে না। তবুও এই ঝোঁক যে বিদ্যমান তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। ঝোঁকটা পরবর্তীকালে যদি আরও দৃঢ় রূপ ও সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে—এবং তা অনিবার্য, এমনকি কাম্যও বটে—তাহলে তাকে কর্মসূচী সূত্রবদ্ধ করার জন্য পূর্বগামীদের শরণাপন্ন হতে হবে এবং তা করতে গেলে প্রুধোঁকে এড়ানো হবে প্রায় অসম্ভব।

'বাস-সংস্থান সমস্যার' বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া উভয় সমাধানেরই মূলকথা এই যে, শ্রমিক হবে তার নিজ বাসগৃহের মালিক। গত বিশ বছর ধরে জার্মানিতে যে শিল্প বিকাশ হয়েছে, তাতে কিন্তু ব্যাপারটা এক অতি অদ্ভুত আলোকে প্রতিভাত হয়েছে। জার্মানি ছাড়া অন্য কোনো দেশে এত অধিকসংখ্যক মজুরি-শ্রমিককে শুধু বাসগৃহ নয়, এমনকি বাগান বা খামারের মালিক হতে দেখা যায় না। এই শ্রমিকেরা ছাড়াও আরও বহুলোক রয়েছে যারা বাস্তবপক্ষে মোটামুটি সুনিশ্চিত দখলের শর্তে প্রজা হিসেবে বাড়ি, বাগান বা খামারের অধিকারী। জার্মানির নতুন বৃহদায়তন শিল্পের ব্যাপক ভিত্তিই হল শাকসব্জির চাষ বা ক্ষুদে কৃষি-খামারের সঙ্গে সম্মিলিত গ্রামীণ কুটিরশিল্প। পশ্চিমাংশে শ্রমিকেরা সাধারণত নিজ বাসগৃহের মালিক, পূর্বাংশে তারা প্রধানত প্রজা। রাইন অঞ্চলের উত্তরাংশে, ভেস্টফালিয়ায়, সাক্‌সন এর্ৎসগেবির্গে এবং সাইলেসিয়ায়, যেখানে কলের তাঁতের বিরুদ্ধে হাতের তাঁত এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, শুধু সেখানেই নয়, যেখানেই কোনো-না-কোনো ধরনের কুটিরশিল্প গ্রামীণ উপজীবিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, দৃষ্টান্তস্বরূপ থুরিঙ্গিয়ান অরণ্যাঞ্চলে ও রোন এলাকাতে, সেখানেও কুটিরশিল্পের সঙ্গে শাকসব্জির চাষ ও কৃষির সেই সম্মিলন এবং সেইহেতু একটা সুনিশ্চিত বাস-সংস্থান দেখতে পাওয়া যায়। চুরুট তৈরির কাজ যে কত ব্যাপকভাবে গ্রামীণ কুটিরশিল্প হিসেবে চলছিল, সে কথা তামাকের

একচেটিয়া ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনার সময়ই দেখা গিয়েছিল। যখনই ক্ষুদে কৃষকদের মধ্যে দুর্দশা ছড়িয়ে পড়ে, যেমন হয়েছিল কয়েক বছর আগে আইফেল এলাকায় (৭), তখনই বুর্জোয়া সংবাদপত্র এই বলে চেঁচাতে থাকে যে, উপযুক্ত কুটিরশিল্পের প্রবর্তনই হল এর একমাত্র প্রতিষেধক। বস্তুত জার্মানিতে ক্ষুদে জমির কৃষকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অভাব-অনটন এবং জার্মান শিল্পের সাধারণ পরিস্থিতি উভয়েই গ্রামীণ কুটিরশিল্পের নিরবচ্ছিন্ন বিস্তারের প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে। এটা একান্তভাবেই জার্মানির বৈশিষ্ট্য। ফ্রান্সে এ ধরনের পরিস্থিতি ক্বচিৎ-কদাচিৎ দেখা যায়, যেমন রেশম চাষের এলাকায়। ইংলন্ডে যেখানে ক্ষুদে কৃষকই নেই, সেখানে গ্রামীণ কুটিরশিল্প কৃষি-মজুরদের স্ত্রীপুত্রের শ্রমের উপর নির্ভরশীল। একমাত্র আয়ার্ল্যান্ডেই দেখা যায় যে, জার্মানির মতো খাঁটি কৃষক-পরিবারবর্গ পোশাক তৈরির গ্রামীণ কুটিরশিল্পকে চালু রেখেছে। রাশিয়া ও অন্যান্য যেসব দেশ বিশ্বের শিল্পবাজারের শরিক নয়, স্বভাবতই তাদের কথা আমরা এই প্রসঙ্গে তুলছি না।

সুতরাং শিল্পের ক্ষেত্রে জার্মানির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে পরিস্থিতি আজ বিদ্যমান, তাকে, প্রথম নজরে, যন্ত্রপ্রবর্তনের পূর্বে সাধারণভাবে যে অবস্থা ছিল তার অনুরূপ বলে মনে হবে। কিন্তু শুধু প্রথম নজরেই এ কথা মনে হয়। শাকসব্জির বাগান ও কৃষির সঙ্গে অতীতকালের গ্রামীণ কুটিরশিল্পের এই সম্মিলন, যে-সকল দেশে শিল্পের প্রসার ঘটছিল অন্তত পক্ষে সেইসব দেশে, শ্রমিক শ্রেণীর মোটামুটি সহনযোগ্য, এমনকি কোথাও কোথাও খানিকটা সচ্ছল বৈষয়িক পরিস্থিতির ভিত্তিস্বরূপ ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে তা ছিল তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক অকিঞ্চিৎকরতারও ভিত্তি। হাতে তৈরি সামগ্রী এবং তার উৎপাদন-খরচই বাজারদর নির্ধারণ করত। আর আজকের তুলনায় শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা যৎসামান্য থাকায় জোগানের চেয়ে বাজার সাধারণত বেড়ে চলত দ্রুততর তালে। ইংলন্ডের এবং অংশত ফ্রান্সের ক্ষেত্রে, এ কথা বিগত শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি নাগাদ সত্য ছিল, বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পে। জার্মানি কিন্তু তখন সবেমাত্র ত্রিশ বছরের যুদ্ধের (৮) ধ্বংসাত্মক ফলাফল কাটিয়ে উঠে চরম প্রতিকূল অবস্থায় একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছিল, তাই সেখানে অবস্থা ছিল অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। জার্মানিতে সে সময়ে

একটি মাত্র কুটিরশিল্প ছিল, যা দুনিয়ার বাজারের জন্য উৎপন্ন করত— লিনেন বয়ন। সে শিল্প আবার কর এবং সামন্ততান্ত্রিক আদায়ের ভারে এতই ভারাক্রান্ত থাকত যে, কৃষক-তাঁতীদের অবস্থা অন্যান্য কৃষকদের অতি নিচু মানের চেয়ে বিশেষ উন্নত ছিল না। কিন্তু তাসত্ত্বেও সে সময় গ্রামের কুটিরশিল্প-শ্রমিকেরা জীবনে খানিকটা নিরাপত্তা ভোগ করত।

যন্ত্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর সবকিছুই বদলে গেল। এখন বাজারদর নির্ধারিত হতে লাগল যন্ত্রজাত পণ্যের দ্বারা এবং এই দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে কুটিরশিল্পের শ্রমিকদের মজুরিও পড়তে থাকল। যাই হোক, শ্রমিককে হয় এই পরিস্থিতি মেনে নিতে হত, নয় তো বের হতে হত অন্য ধরনের কাজকর্মের খোঁজে। কিন্তু প্রলেতারিয়েতে পরিণত না হলে, অর্থাৎ, নিজস্বই হোক বা পত্তনী নেওয়াই হোক, কুটিরখানি এবং বাগান ও ক্ষেতটি না ছাড়লে তা করা যায় না। বিরলতম ক্ষেত্রেই শুধু সে এই পথ গ্রহণ করতে সম্মত হত। জার্মানিতে কলের তাঁতের বিরুদ্ধে হাতের তাঁতের লড়াই যে সর্বত্র এত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে এবং আজও যে তার নিষ্পত্তি হয় নি, তার কারণই পুরনো গ্রামীণ তাঁতীদের শাকসব্জির বাগান ও কৃষি। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই এই সত্য প্রথম আত্মপ্রকাশ করে—এবং তা বিশেষ করে ইংলন্ডে—যে, উৎপাদনের উপায়ের উপর নিজের মালিকানা, অতীতে এক সময়ে যে পরিস্থিতি শ্রমিকদের আপেক্ষিক স্বাচ্ছন্দ্যের ভিত্তি হয়েছিল, ঠিক তাই বর্তমানে তাদের বিঘ্ন ও দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে কলের তাঁতের কাছে তাদের হাতের তাঁত পরাজিত হল, কৃষিক্ষেত্রে বৃহদায়তন খামার দ্বারা এদের ক্ষুদে চাষ হল বিতাড়িত। কিন্তু উৎপাদনের এই উভয় ক্ষেত্রেই বহু ব্যক্তির যৌথ শ্রম এবং যন্ত্র ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ সামাজিক প্রথায় পরিণত হলেও তখনও শ্রমিক তাদের কুটিরটি, বাগানটি, খামারটি ও হাতের তাঁতটি মারফৎ মান্ধাতার আমলের ব্যক্তিগত উৎপাদন-পদ্ধতি ও কায়িক শ্রমের সঙ্গে শৃঙ্খলিত থাকছিল। চলাচলের পূর্ণ স্বাধীনতার তুলনায় বাড়ি-বাগানের মালিকানা তখন অনেক কম সুবিধাজনক হয়ে পড়েছে। ধীরগতিতে, কিন্তু সুনিশ্চিতভাবেই অনাহারের সম্মুখীন এই ধরনের গ্রামীণ তাঁতীদের সঙ্গে কোনো কারখানা-মজুরই স্থান পরিবর্তনে রাজী হত না।

বিশ্ববাজারে জার্মানি অনেক বিলম্বে প্রবেশ করেছে। আমাদের বৃহদায়তন শিল্পের শুরু মাত্র পঞ্চম দশকে, তার প্রথম প্রেরণা আসে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব থেকে; ১৮৬৬ ও ১৮৭০ সালের বিপ্লবদুটি (৯) এর পথের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর রাজনৈতিক বাধাগুলি অপসারণ করে দেওয়ার পরই এর পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয়। কিন্তু দেখা গেল যে, বিশ্ববাজারের অধিকাংশই ইতিমধ্যে দখল হয়ে আছে। ব্যাপক জনসাধারণের ভোগ্যবস্তুর জোগান দিচ্ছে ইংলন্ড, এবং রুচিরম্য বিলাসসামগ্রী আসছে ফ্রান্স থেকে। জার্মানি দরের দিক থেকে ইংলন্ডের সঙ্গে আর উৎকর্ষের ব্যাপারে ফ্রান্সের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে নি। অতি নগণ্য বলে ইংলন্ড এবং খুব বাজে বলে ফ্রান্স যা ধরবে না, সেই ধরনের জিনিসপত্র উৎপাদন করবার যে চিরাচরিত দস্তুর জার্মানিতে এতদিন চলে এসেছে, তাই নিয়ে বিশ্ববাজারে কোনোক্রমে অনুপ্রবেশ করা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। প্রথমে ভালো নমুনা এবং পরে খারাপ মাল পাঠিয়ে প্রতারণার যে প্রথাটা জার্মানির প্রিয় সেটা অবশ্য অবিলম্বে বিশ্ববাজারে যথেষ্ট কঠোর সাজা পাওয়াতে মোটামুটিভাবে পরিত্যক্ত হল। পক্ষান্তরে অত্যুৎপাদনজনিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সম্ভ্রান্ত ইংরেজরাও জিনিসপত্রের উৎকর্ষহ্রাসের রাস্তা ধরে নামতে বাধ্য হয়; আর এর ফলে সুবিধা হয় জার্মানদেরই, এ ব্যাপারে যাদের জুড়ি নেই। এইভাবে অবশেষে আমরা বৃহদায়তন শিল্পের অধিকারী হলাম এবং বিশ্ববাজারে ভূমিকা গ্রহণ করাটাও সম্ভব হল। কিন্তু আমাদের বৃহদায়তন শিল্প প্রায় সম্পূর্ণভাবে অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য উৎপাদনে নিযুক্ত (লৌহশিল্প এর ব্যতিক্রম, তার উৎপাদন অভ্যন্তরীণ চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি), আর আমরা ব্যাপকভাবে রপ্তানি করি শুধু অসংখ্য ছোটখাট জিনিস, যা আসে প্রধানত গ্রামীণ কুটিরশিল্প থেকে—বৃহদায়তন শিল্প তাকে জোগান দেয় বড়জোর প্রয়োজনীয় অর্ধ-সমাপ্ত মাল মাত্র।

আধুনিক শ্রমিকের পক্ষে বাড়ি এবং জমির মালিকানা যে কী 'আশীর্বাদ', তার গৌরবোজ্জ্বল চিত্র এখানেই দেখা যাবে। জার্মান কুটিরশিল্পে যে কুখ্যাত নিচু হারে মজুরি দেওয়া হয়, আর কোথায়ও, এমনকি সম্ভবত আইরিশ কুটিরশিল্পেও, তা দেখা যায় না। শ্রমিকদের পরিবার নিজস্ব ক্ষুদ্র বাগান বা ক্ষেত থেকে যেটুকু আয় করে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে

পুঁজিপতিরা শ্রমশক্তির দাম থেকে সেটুকু কেটে নিতে সক্ষম হয়। মুনাফা যে মজুরি দিতে চাওয়া হয়, শ্রমিকেরা তাই গ্রহণ করতে বাধ্য, কেননা অন্যথায় তারা কিছুই পাবে না আর শুধু কৃষির উৎপাদন দিয়ে তারা বাঁচতে পারে না; আবার অন্যদিকে এই কৃষি ও জমির মালিকানাই তাদের এক-জায়গায় শৃঙ্খলিত করে রাখে, অন্য কোনো কাজের সন্ধানে তাদের ইতস্তত ঘোরাফেরার পথ রাখে বন্ধ করে। একগাদা ছোটখাট জিনিসে বিশ্ববাজারে জার্মানির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সামর্থ্যের ভিত্তি এখানেই। **মুনাফার সবটাই হল স্বাভাবিক মজুরি থেকে কেটে নেওয়া একটি অংশ এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের সবটাই ক্রেতাকে উপঢৌকন দেওয়া যায়।** জার্মানির অধিকাংশ রপ্তানিদ্রব্যের অসাধারণ সুলভ মূল্যের এই হল গূঢ় কারণ।

অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত জার্মান শ্রমিকদেরও মজুরি এবং জীবিকার মান যে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় নিম্নতর, তার জন্য অন্য যে কোনো কারণের চেয়ে এই পরিস্থিতিই অধিকতর পরিমাণে দায়ী। শ্রমশক্তির মূল্যের অনেক নিচে চিরাচরিতভাবে দাবিয়ে রাখা শ্রমের এই বাজারদরের জগদ্দল বোঝা শহুরে শ্রমিকদের, এমনকি, মহানগরীর শ্রমিকদেরও মজুরিকে শ্রমশক্তির মূল্যের নিচে নামিয়ে দেয়; এইরকম ঘটবার আরও একটা বড় কারণ হল এই যে, নিম্ন মজুরির কুটিরশিল্প শহরাঞ্চলেও প্রাচীন হস্তশিল্পের স্থান দখল করেছে এবং এক্ষেত্রেও মজুরির সাধারণ হারকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছে।

এইখানেই আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, কৃষি ও শিল্পের সম্মিলন, বাড়ি, বাগান ও ক্ষেতের মালিকানা এবং বাসস্থানের নিশ্চয়তা, ইতিহাসের পূর্বতন স্তরে যা শ্রমিকদের আপেক্ষিক সচ্ছলতার ভিত্তি ছিল, তাই আজ বৃহদায়তন শিল্পের আধিপত্যের যুগে শ্রমিকদের পক্ষে শুধু জঘন্যতম বাধা মাত্র নয়, গোটা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষেই এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিদারুণ অভিশাপ, মজুরিকে তার স্বাভাবিক মানের অনেক নিচে নামিয়ে রাখার ভিত্তি এবং তা শুধু কোনো বিচ্ছিন্ন জেলায় বা শিল্পে নয়, সমগ্র দেশেই। এই রকম অস্বাভাবিকভাবে মজুরি কেটে যারা বেঁচে থাকে এবং তা থেকে ধনী হয়, সেই বড় বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়ারা যে গ্রামীণ শিল্প ও শ্রমিকদের নিজস্ব বাড়ির মালিকানা সম্বন্ধে উৎসাহী হবে, তারা নতুন কুটিরশিল্প প্রবর্তনকেই

পল্লীজীবনের সকল দুর্দশার একমাত্র প্রতিষেধ হিসেবে গণ্য করবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

এ হল সমস্যার একটা দিক; এর বিপরীত দিকও আছে। কুটিরশিল্প জার্মান রপ্তানি-বাণিজ্যের এবং তার ফলে সমগ্র বৃহদায়তন শিল্পেরই ব্যাপক ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে সেই কুটিরশিল্প জার্মানির ব্যাপক এলাকায় বিস্তৃত হয়েছে এবং প্রতিদিন আরও প্রসারিত হয়ে চলেছে। যখন থেকে সস্তা কাপড়-চোপড় ও মেশিনজাত জিনিসপত্র ক্ষুদে কৃষকের নিজের ভোগ্য সামগ্রীর গার্হস্থ্য উৎপাদন ধ্বংস করেছে; যখন মার্ক প্রথার (১০) ভাঙন আর সাধারণ মার্ক ও বাধ্যতামূলক ফসল আবর্তনের অবসানের ফলে তার গো-পালন ও তজ্জনিত সার উৎপাদন ধ্বংস হয়েছে, তখন থেকেই ক্ষুদে কৃষকের সর্বনাশ হয়ে পড়েছে অনিবার্য। সুদখোরের শিকারে পরিণত ক্ষুদে কৃষককে আধুনিক কুটিরশিল্পের কোলে টেনে আনে এই সর্বনাশই। আয়ার্ল্যান্ডের জমিদারের ভূমিখাজনার মতোই জার্মানির বন্ধকী সুদখোরদের প্রাপ্য সুদটাও জমির ফলন থেকে পরিশোধ করা যায় না, শোধ করতে হয় কুটিরশিল্পরত কৃষকের মজুরি থেকেই। এদিকে কুটিরশিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটির পর একটি কৃষক-এলাকা আধুনিক শিল্প-আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে। ইংলন্ডে ও ফ্রান্সে যা ঘটেছিল তার চেয়ে অনেক বিস্তীর্ণতর অঞ্চলে জার্মানির শিল্পবিপ্লব ছড়িয়ে পড়ছে কুটিরশিল্প মারফত গ্রাম এলাকার এই বিপ্লবীকরণের জন্যই; আমাদের শিল্পের স্তর অপেক্ষাকৃত নিচু বলেই এর এলাকাগত প্রসারলাভটা আরও বেশি প্রয়োজন। বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন ইংলন্ড ও ফ্রান্সের বিপরীতে শুধুমাত্র শহর অঞ্চলে সীমিত না থেকে জার্মানির ব্যাপকতম অংশে অমন প্রচণ্ডভাবে যে ছড়িয়ে পড়েছে, তার ব্যাখ্যাও রয়েছে এর মধ্যে। তা থেকেও আবার আন্দোলনের প্রশান্ত, নিশ্চিত এবং অদম্য অগ্রগতিরও ব্যাখ্যা মিলছে। এ কথা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট যে জার্মানিতে অধিকাংশ ক্ষুদ্রতর শহর এবং গ্রামীণ জেলাগুলির বৃহদংশ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য সুপ্রস্তুত হয়ে উঠলে একমাত্র তখনই রাজধানী ও অন্যান্য বড় শহরগুলিতে বিজয়ী অভ্যুত্থান সম্ভবপর। স্বাভাবিক ধরনের বিকাশ ধরে নিলে, ১৮৪৮ ও ১৮৭১ সালের প্যারিসীয়দের অনুরূপ শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়লাভের মতো অবস্থায় আমরা কখনই পৌঁছব না (১১); ঠিক

ঐ কারণেই আবার দুই দুই বার প্যারিসে যা ঘটেছে, প্রতিক্রিয়াশীল মফস্বল এলাকার কাছে বিপ্লবী রাজধানীর সেই রকম পরাজয়ও আমাদের ভোগ করতে হবে না। ফ্রান্সে আন্দোলন সর্বদাই রাজধানীতে শুরু হয়েছে; জার্মানিতে শুরু হয়েছে বৃহদায়তন শিল্পের, হস্তশিল্প কারখানার ও কুটিরশিল্পের এলাকাগুলিতে, রাজধানী জয় করা হয়েছে পরে। সুতরাং ভবিষ্যতেও সম্ভবত উদ্যোগ থেকে যাবে ফরাসীদের হাতেই, কিন্তু ফয়সালার লড়াই জেতা সম্ভব কেবল জার্মানিতেই।

প্রসারের ফলে এই যে গ্রামীণ কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্প কারখানা আজ জার্মান উৎপাদনের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শাখায় পরিণত হয়েছে, এবং ক্রমশ বেশি বেশি করে এইভাবে সম্পন্ন করছে জার্মান কৃষকের বৈপ্লবিক পরিবর্তন, তা কিন্তু অধিকতর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। মার্কস ('পুঁজি', প্রথম খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৪৮৪-৪৯৫) ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছেন যে, ক্রমবিকাশের কোনো এক বিশেষ স্তরে মেশিন ও ফ্যাক্টরি উৎপাদনের দরুন এ অবস্থার পতনের ক্ষণ ঘনিয়ে আসবে। সেই সময় মনে হয় আগতপ্রায়। কিন্তু জার্মানিতে মেশিন ও ফ্যাক্টরি উৎপাদনের দ্বারা গ্রামীণ কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্প কারখানার ধ্বংসের অর্থ দাঁড়াবে লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ উৎপাদকের জীবিকার বিনাশ, জার্মান ক্ষুদ্র কৃষককুলের প্রায় অর্ধাংশের উচ্ছেদ; শুধু কুটিরশিল্পের ফ্যাক্টরি শিল্পে রূপান্তর নয়, কৃষকের খোদ খামারের রূপান্তর বৃহদায়তন ধনতান্ত্রিক কৃষিতে, ছোট ছোট জোতজমির রূপান্তর বৃহদায়তন মহালে,—অর্থাৎ কৃষকের স্বার্থের মূল্যে পুঁজি ও বৃহৎ ভূমিমালিকানার স্বার্থে শিল্প ও কৃষির বিপ্লব। যদি পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার আওতাতেই এই রূপান্তর জার্মানির ভাগ্যে থেকে থাকে, তবে তা নিঃসন্দেহেই হবে এক মোড় পরিবর্তন। ততদিনে যদি অন্য কোনো দেশের শ্রমিক শ্রেণী উদ্যোগ গ্রহণ না করে, তবে জার্মানিই প্রথম আঘাত হানবে আর 'গৌরবোজ্জ্বল সৈন্যবাহিনীর' কৃষকসন্তানগণ সে কাজে সহায়তা করবে বীরত্বের সঙ্গেই।

আর সেই সঙ্গে, প্রত্যেক শ্রমিককে তার নিজস্ব কুটিরটির মালিকানা দান করে আধা-সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় তাকে তার নির্দিষ্ট পুঁজিপতিটির সঙ্গে শৃঙ্খলিত করে রাখার বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া এই ইউটোপিয়ার এক

ভিন্নতর তাৎপর্য প্রকাশ পাচ্ছে। এর বাস্তব রূপায়ণের বদলে ঘটবে ছোট ছোট গ্রামীণ বাসগৃহ মালিকদের কুটিরশিল্পের শ্রমিকে রূপান্তর; পুরনো বিচ্ছিন্নতার অবসান এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদে কৃষকের রাজনৈতিক অকিঞ্চিৎকরতার ধ্বংসসাধন, তাদের 'সামাজিক ঘূর্ণাবর্তের' মধ্যে আকর্ষণ; গ্রামাঞ্চলে শিল্প-বিপ্লবের প্রসারলাভ এবং তার ফলে জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা স্থিতিশীল ও সনাতনপন্থী অংশটার পরিণতি বিপ্লবের লালনাগারে; এবং এই সবকিছুর চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে কুটিরশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মেশিন দ্বারা উচ্ছেদ, যে উচ্ছেদ তাদের জোর করে ঠেলে দেবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে।

বুর্জোয়া সমাজবাদী মানবহিতৈষীগণ যতদিন পুঁজিপতি হিসেবে তাদের সামাজিক কার্যক্রম মারফৎ, সমাজ-বিপ্লবের উপকার ও অগ্রগতির জন্য তাদের আদর্শটাকে উপরোক্ত উল্টো কায়দায় রূপায়িত করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে, ততদিন ব্যক্তিগতভাবে তাদের সে আদর্শ কার্যকর করতে দিতে আমরা স্বতঃই রাজি থাকব।

লণ্ডন, ১০ জানুয়ারি, ১৮৮৭

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

জুরিখ থেকে ১৮৮৭ সালে
প্রকাশিত 'বাস-সংস্থান
সমস্যার' দ্বিতীয় সংস্করণের
জন্য এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

পুস্তকের পাঠ অনুযায়ী
মুদ্রিত জার্মান থেকে
অনুবাদের ভাষান্তর

বাস-সংস্থান সমস্যা

প্রথম ভাগ

প্রুধোঁ কী ভাবে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান করেন

Volksstaat পত্রিকার ১০ম ও তার পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে বাস-সংস্থান সমস্যা সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত ছয়টি প্রবন্ধ দেখতে পাওয়া যাবে। প্রবন্ধগুলি শুধু এই কারণেই প্রণিধানযোগ্য যে, দীর্ঘকালবিস্মৃত পঞ্চম দশকের কিছু সাহিত্যযশঃপ্রার্থী রচনাবলীর কথা বাদ দিলে, এইগুলিই জার্মানিতে প্রুধোঁবাদী চিন্তাধারা আমদানির প্রথম প্রচেষ্টা। এমনকি পঁচিশ বছর আগেই ঠিক এই প্রুধোঁবাদের ধারণাকে চরম আঘাত হেনেছিল* যে জার্মান সমাজতন্ত্র, তার সমগ্র বিকাশের ধারার তুলনায় বর্তমান প্রচেষ্টা এতই বিরাট পশ্চাৎগতিস্বরূপ যে অবিলম্বে এর জবাব দেওয়া প্রয়োজন।

তথাকথিত যে বাসস্থানাভাবের কথা আজকাল সংবাদপত্রে এত বড় ভূমিকা গ্রহণ করছে, তার স্বরূপ কিন্তু এই নয় যে শ্রমিক শ্রেণী সাধারণত খারাপ, ঘিঞ্জি এবং অস্বাস্থ্যকর ঘরে বাস করে। এই অভাব বর্তমান সময়ের কোনো একান্ত বৈশিষ্ট্য নয়; এমনকি, পূর্বেকার সকল শোষিত শ্রেণীর তুলনায় আধুনিক প্রলেতারিয়েতকে যে সকল বিশিষ্ট দুঃখভোগ করতে হয়, এটা তারও অন্যতম নয়। বরং উল্টো, সব যুগে সকল উৎপীড়িত শ্রেণীই অনেকটা সমভাবেই এই দুর্দশা ভোগ করেছে। এই বাসস্থান-সঙ্কট অবসানের একটিই উপায় আছে: শাসক শ্রেণীর দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ ও উৎপীড়নের সম্পূর্ণ অবসান। আজকের দিনে বাসস্থানের অভাব বলতে বোঝায় বড় বড় শহরের দিকে জনসংখ্যা হঠাৎ ধাওয়া করার ফলে মজুরদের বাসস্থানের শোচনীয় পরিস্থিতির বিশেষ ধরনের অবনতি; দারুণ ভাড়াবৃদ্ধি,

---

* মার্কসের লেখা 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থে, ব্রাসেল্‌স্‌ ও প্যারিস, ১৮৪৭। (এঙ্গেলসের টীকা।)

প্রতিটি গৃহে আরও ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থা, কারও কারও পক্ষে আদৌ মাথা গোঁজবার ঠাঁই পাবার অসম্ভাব্যতা। এবং এই বাসস্থানাভাব নিয়ে যে এত কথা বলা হচ্ছে, তার কারণ এটা আজ আর শুধু শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পেটি-বুর্জোয়াকেও এটা স্পর্শ করেছে।

আমাদের আধুনিক মহানগরীগুলিতে শ্রমিক শ্রেণী ও পেটি-বুর্জোয়ার একাংশ যে বাসস্থানের অভাবে ভুগছে, তা হল আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত অগণ্য, ছোটখাট গৌণ কুফলের অন্যতম। এটা মোটেই পুঁজিপতির দ্বারা শ্রমিক হিসেবে শ্রমিক শোষণের প্রত্যক্ষ ফল নয়। এই শোষণই হচ্ছে সেই মূল অভিশাপ, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে সমাজ-বিপ্লব যার অবসান আনতে চায়। আর পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিমূল হচ্ছে এই যে, আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ফলে পুঁজিপতির পক্ষে যথার্থ মূল্যে শ্রমিকের শ্রমশক্তি কিনে নিয়ে তা থেকে অনেক বেশি মূল্য আদায় করে নেওয়া সম্ভব হয়—শ্রমশক্তির ক্রয় বাবদ যে দাম দেওয়া হয়েছে তা পুনরুৎপাদন করতে যে সময় কাজ করতে হয়, তদপেক্ষা দীর্ঘতর কালের জন্য তাকে খাটিয়ে। এইভাবে যে উদ্বৃত মূল্য উৎপন্ন হচ্ছে, তা পোপ ও কাইজার থেকে শুরু করে নৈশ চৌকিদার ও অধস্তন কর্মচারী পর্যন্ত বেতনভুক্ ভৃত্যসহ সমগ্র পুঁজিপতি ও ভূস্বামী শ্রেণীর মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা হয়। কীভাবে এই ভাগবাঁটোয়ারা সম্পন্ন হয়, সেটা এই প্রসঙ্গে আমাদের বিবেচ্য নয়, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত: যারা কাজ করে না, তারা সকলেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে কেবল এই উদ্বৃত্ত মূল্যের উচ্ছিষ্টে, কোনো-না-কোনো ভাবে এ উচ্ছিষ্ট তাদের কাছে এসে পৌঁছয়। (সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব যেখানে বিবৃত করা হয়েছিল, মার্কসের সেই 'পুঁজি' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক উৎপাদিত এবং কোনোরূপ পারিশ্রমিক না দিয়ে তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত এই উদ্বৃত্ত মূল্যের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে অ-শ্রমিক শ্রেণীগুলির মধ্যে যে ঝগড়াঝাঁটি ও পারস্পরিক প্রতারণা চলে, তা খুবই শিক্ষাপ্রদ। কেনাবেচার মাধ্যমে এই বাঁটোয়ারা যতখানি চলে, তার ভিতর বিক্রেতার দ্বারা ক্রেতাকে ঠকানো হল এর অন্যতম প্রধান পন্থা; খুচরো কেনাবেচার, বিশেষ করে বড় বড় শহরগুলিতে এই ধরনের প্রবঞ্চনা বিক্রেতার

অস্তিত্ব বজায় রাখবার অপরিহার্য শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন শ্রমিক যখন কেনা জিনিসের দর বা উৎকর্ষের ব্যাপারে মুদি বা রুটিওয়ালার দ্বারা প্রতারিত হয়, তখন কিন্তু সে ঠিক শ্রমিক হিসেবে প্রতারিত হচ্ছে না। পরন্তু, যখন কোথাও ঠকানোর গড়পড়তা পরিমাণ সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়, সেখানে শেষ পর্যন্ত একটা পাল্টা মজুরিবৃদ্ধি দিয়ে তার মীমাংসা হতে বাধ্য। দোকানদারের কাছে শ্রমিক ক্রেতা হিসেবে, অর্থাৎ অর্থের বা ক্রেডিটের মালিক হিসেবেই হাজির হয়, সুতরাং সে সেখানে মোটেই শ্রমিক হিসেবে অর্থাৎ শ্রমশক্তির বিক্রেতারূপে উপস্থিত হচ্ছে না। এই ধরনের ঠকানি তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, অধিকতর ধনশালী সামাজিক শ্রেণীগুলির তুলনায় গোটা দরিদ্র সম্প্রদায় হিসেবে তাকে বেশি করে আঘাত করতে পারে; কিন্তু এটা এমন একটা অভিশাপ নয় যা কেবল তাকেই আঘাত করছে, যা তার শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য।

বাস-সংস্থানের অভাব সম্বন্ধেও এই একই কথা। আধুনিক বড় বড় শহরগুলির প্রসারের ফলে, শহরের কোনো কোনো অঞ্চলে, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থিত জমির দর কৃত্রিমভাবে এবং প্রায়ই প্রচণ্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সকল অঞ্চলে অবস্থিত দালানকোঠা কিন্তু বাড়ানোর পরিবর্তে এই মূল্যকে কমিয়ে দেয়, কেননা সেগুলি আর পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় না। এদের তখন ভেঙে ফেলে সে জায়গায় বানানো হয় নতুন ঘরবাড়ি। এমন ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থিত শ্রমিকদের বসতিস্থল নিয়ে, কেননা যতই ঘিঞ্জি হোক না কেন, এদের ভাড়া বিশেষ একটা নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ পরিমাণের বেশি আর বাড়তে পারে না. বাড়লেও অতি ধীর গতিতে বাড়ে। এইসব ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলে সে জায়গায় নির্মিত হয় দোকান, গুদাম ও সামাজিক ভবন। প্যারিসে তার অসমাঁ-র মারফৎ বোনাপার্টপন্থা এর সুযোগ নিয়ে প্রচণ্ড প্রতারণা ও ব্যক্তিগত ধনবৃদ্ধি করে নিয়েছিল। কিন্তু অসমাঁ-র আত্মা বিচরণ করেছে বিদেশেও, লণ্ডন, ম্যাঞ্চেস্টার ও লিভারপুলে; বার্লিন বা ভিয়েনাতেও সে সমান স্বচ্ছন্দ বোধ করে। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, শ্রমিকেরা শহরের কেন্দ্র থেকে উপান্ত অভিমুখে বিতাড়িত হয়েছে; শ্রমিকদের বাসস্থান এবং সাধারণভাবে ছোট বাসাসমূহই দুষ্প্রাপ্য এবং ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠেছে, অনেক

ক্ষেত্রে তা পাওয়াই হয়ে উঠেছে একেবারে অসম্ভব; কেননা এই পরিস্থিতিতে ব্যয়বহুল বাসভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে দাঁও মারার বেশি সুযোগ পাওয়ার ফলে গৃহনির্মাণ-শিল্প শ্রমিকদের জন্য বাড়ি বানায় শুধু ব্যতিক্রম হিসেবেই।

অতএব, বাসস্থানের এই অভাবটা অধিকতর সমৃদ্ধিশালী শ্রেণীর তুলনায় শ্রমিক শ্রেণীকে তীব্রতরভাবে আঘাত করলেও, দোকানদার কর্তৃক প্রতারণার মতোই এতে কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই ভারাক্রান্ত হয় না; আবার শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে এই অভিশাপ এক বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছলে এবং খানিকটা স্থায়ী চরিত্র ধারণ করলে তার একটা অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যবিধান হতে বাধ্য।

এই ধরনের যে দুর্দশাভোগে শ্রমিক শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর, বিশেষ করে পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গী, পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র সেই ধরনের সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামানো পছন্দ করে, আর প্রুধোঁ এই পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের অন্তর্গত। বাস-সংস্থান সমস্যা যে শ্রমিক শ্রেণীর একান্ত নিজস্ব কোনো সমস্যা নয়, তা আমরা দেখেছি; কিন্তু আমাদের জার্মান প্রুধোঁপন্থী* যে ঠিক এই সমস্যাটিই আঁকড়ে ধরছেন এবং একে সত্যই একান্তভাবে শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা বলে ঘোষণা করছেন, তা মোটেই আকস্মিক নয়।

'পুঁজিপতির সঙ্গে মজুরি শ্রমিকের যে সম্পর্ক, বাড়ির মালিকের সঙ্গে ভাড়াটের সম্পর্কটাও ঠিক তাই।'

কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য।

বাস-সংস্থান সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা দুই পক্ষকে মুখোমুখি দেখতে পাই: ভাড়াটে ও জমিদার বা বাড়ির মালিক। প্রথমোক্ত জন শেষোক্তের কাছ থেকে বাসগৃহটি সাময়িকভাবে ব্যবহারের অধিকার কিনতে চায়; ভাড়াটে অর্থ বা ক্রেডিটের মালিক, যদিও হয়তো বা বর্ধিত ভাড়ারূপে চড়া সুদ দিয়ে বাড়ির মালিকের কাছ থেকেই সে ক্রেডিট তাকে কিনে নিতে হয়। এ হল সরল পণ্যবিক্রয়; প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে, শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে লেনদেন এটা নয়। ভাড়াটে যদি শ্রমিকও হয়, তবু এক্ষেত্রে সে **পয়সাওয়ালা লোক** হিসেবেই আবির্ভূত হচ্ছে; বাসস্থান ব্যবহারের খরিদ্দার হিসেবে

* আ. ম্যুলবের্গার। — সম্পাঃ

আত্মপ্রকাশ করতে হলে, তাকে ইতিমধ্যেই তার পণ্য, তার একান্ত নিজস্ব পণ্য, অর্থাৎ তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করে টাকা আনতে হয়েছে, অথবা এই নিশ্চয়তাটুকু দিতে পারার মতো তার সামর্থ্য আছে যে অদূর ভবিষ্যতে সে তার শ্রমশক্তি বেচবে। পুঁজিপতির কাছে শ্রমশক্তি বেচার মধ্যে যে বিশিষ্ট ফলাফল দেখা দেয়, তা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। পুঁজিপতি প্রথমত ক্রীত শ্রমশক্তির নিজ মূল্য এবং অতঃপর উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করায়, সেই উদ্বৃত্ত মূল্য আবার পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা সাপেক্ষে আপাতত তার হাতেই থাকে। সুতরাং এখানে একটা অতিরিক্ত মূল্য উৎপন্ন হচ্ছে, উপস্থিত মূল্যের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাড়া লেনদেনের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। বাড়ির মালিক ভাড়াটের কাছ থেকে ঠকিয়ে যতই আদায় করুক না কেন, সবকিছু সত্ত্বেও এখানে ইতিমধ্যে **বিদ্যমান** ও ইতিপূর্বে **উৎপন্ন** মূল্যেরই হস্তান্তর হচ্ছে, বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটের **মিলিত আয়ত্তে** যে মূল্য ছিল, তার যোগফল অপরিবর্তিতই আছে। তার শ্রমের জন্য পুঁজিপতি কম, বেশি বা সমান যে মূল্যই দিক শ্রমিক সর্বদাই তার শ্রমজাত সামগ্রীর একাংশ থেকে প্রবঞ্চিত হয়। ভাড়াটে প্রবঞ্চিত হয় শুধু তখনই যখন সে বাসস্থানের প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা বেশি দিতে বাধ্য হয়। সুতরাং বাড়ির মালিক ও ভাড়াটের সম্পর্ককে শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে সম্পর্কের সমতুল্য করে দেখাবার চেষ্টা করলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিকৃত করে দেখানো হয়। পক্ষান্তরে এখানে আমরা দুইটি নাগরিকের মধ্যে অতি সাধারণ পণ্য লেনদেনের দৃষ্টান্ত পাই; সাধারণভাবে কেনাবেচা, এবং বিশেষ করে 'ভূসম্পত্তির' ক্রয়বিক্রয় যা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, এই লেনদেন সেইসব অর্থনৈতিক নিয়ম অনুযায়ীই চলে। এই লেনদেনের হিসেবে প্রথমত গোটা বাড়িটার বা তার অংশবিশেষের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ধরা হয়; তারপর আসে জমির মূল্য, যা নির্ধারিত হয় বাড়িটির ভালো-মন্দ অবস্থানের ওপর, সর্বশেষে ফয়সালা হয় সেই মুহূর্তে সরবরাহ ও চাহিদার পারস্পরিক সম্পর্ক দিয়ে। সরল এই অর্থনৈতিক সম্পর্কটি আমাদের প্রুধোঁপন্থীর মনে প্রতিভাত হয় নিম্নরূপে:

'ভাড়া হিসেবে বাড়িটির প্রকৃত মূল্য পর্যাপ্ত পরিমাণেরও বেশি করে মালিককে অনেক আগেই পরিশোধ করে দেওয়া সত্ত্বেও, একবার তৈরি হয়ে যাবার পর থেকে সে বাড়ি সামাজিক শ্রমের একটা নির্দিষ্ট ভগ্নাংশের উপর **চিরস্থায়ী আইনগত স্বত্ব** হিসেবে

কাজ করে। এইভাবে, যে বাড়ি, ধরা যাক, নির্মিত হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আগে, তা এই সময়ের মধ্যে ভাড়ার আয়ের মারফত তার আদি নির্মাণ ব্যয়ের দ্বিগুণ, তিনগুণ, পাঁচগুণ, দশ গুণ, এমনকি তারও বেশি উশুল করে নেয়।'

এখানে আমরা একেবারেই গোটাগুটি প্রুধোঁকে পেয়ে যাচ্ছি। প্রথমত, ভুলে যাওয়া হল যে বাড়িভাড়া থেকে শুধু নির্মাণের ব্যয়ের উপর যে সুদ তোলা হয় তা নয়; তার সঙ্গে সঙ্গে মেরামতী খরচ, গড়পড়তা হারে অনাদায়ী ঋণ, বাকি-পড়া ভাড়া, এবং মাঝে মাঝে ভাড়াটেহীন অবস্থায় পড়ে থাকার খেসারৎও তুলতে হয় এবং শেষত, যে বাড়ি ভঙ্গুর এবং কালক্রমে বাসের অযোগ্য ও মূল্যহীন হয়ে উঠতে বাধ্য তার নির্মাণে লগ্নীকৃত পুঁজিটাও বার্ষিক কিস্তিতে তুলে ফেলা চাই। দ্বিতীয়ত, এ কথাও ভুলে যাওয়া হল যে, যে-জমির উপর বাড়িটি নির্মিত, তার বর্ধিত মূল্যের উপর সুদ দিতে হবে, তাই বাড়িভাড়ার মধ্যে ভূমি-খাজনার একাংশও নিহিত আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রুধোঁপন্থী অবশ্য ঘোষণা করেন যে, যেহেতু জমির এই মূল্যবৃদ্ধির পিছনে জমির মালিকের কোনো অবদান নেই, সেই কারণে সে বৃদ্ধি ন্যায়ত তার নয়, সমগ্র সমাজের প্রাপ্য। এতে করে যে তিনি আসলে ভূসম্পত্তি লোপ করার দাবি করছেন, সেটা কিন্তু তাঁর নজর এড়িয়ে যাচ্ছে; এই বিষয়ে আলোচনা এখানে শুরু করলে আমরা অনেকদূরে চলে যাব। এবং সর্বোপরি, তিনি এটাও লক্ষ্য করছেন না যে, এই লেনদেনের বিষয়বস্তু মালিকের কাছ থেকে বাড়ি কেনা একেবারেই নয়, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কেবল ব্যবহারের অধিকারটুকু কেনা। যে বাস্তব প্রকৃত পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক ঘটনা উদ্ভূত হয়, প্রুধোঁ তা নিয়ে কখনই মাথা ঘামান নি; সুতরাং স্বভাবতই তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেন না — পঞ্চাশ বছরে একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে গৃহনির্মাণের আদি ব্যয়ের দশগুণ কী করে ভাড়া হিসেবে আদায় হয়ে থাকে। এই একান্তই অজটিল প্রশ্নটির অর্থতাত্ত্বিক বিচারের পরিবর্তে এবং অর্থতাত্ত্বিক নিয়মের সঙ্গে বাস্তবিক এর বিরোধ আছে কিনা, থাকলে কী ভাবে আছে, সে কথা নির্ধারণের বদলে প্রুধোঁ অর্থতত্ত্ব থেকে আইনশাস্ত্রে এক সাহসী ঝাঁপ দিলেন: 'একবার তৈরি হয়ে যাবার পর থেকেই বাড়ীটি' একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক পাওনার উপর **'চিরস্থায়ী আইনগত স্বত্ব** হিসেবে কাজ করে।' কী করে এই ঘটনা ঘটে, কী করে বাড়িটি আইনগত স্বত্বে পরিণত হয়, সে

সম্বন্ধে প্রুধোঁ নীরব। অথচ ঠিক এই সমস্যাটিকেই তাঁর ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল। এই প্রশ্নটিকে যদি তিনি বিচার করতেন, তাহলে দেখতে পেতেন যে, দুনিয়ায় কোনো আইনী স্বত্ব, তা যতই চিরস্থায়ী হোক না কেন, তা দিয়ে পঞ্চাশ বছরে ভাড়া হিসেবে বাড়ি বানাবার ব্যয়ের দশগুণ উশুল করবার ক্ষমতা পাওয়া যায় না; তা ঘটায় শুধু অর্থনৈতিক অবস্থা (যা আইনগত স্বত্ব হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে থাকতে পারে)। আর সেক্ষেত্রে প্রুধোঁ যেখান থেকে শুরু করেছিলেন আবার সেখানেই তাঁকে ফিরে যেতে হবে।

অর্থনৈতিক বাস্তবতা থেকে আইনী বুলিতে লাফ দিয়ে ত্রাণলাভ—এরই উপর প্রুধোঁর সমগ্র শিক্ষা দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধুবর প্রুধোঁ যখনই কোনো বিষয়ের অর্থনৈতিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ হন,—এবং প্রতিটি গুরুতর সমস্যার ক্ষেত্রেই তাই ঘটে—তখনই তিনি আইনের জগতে আশ্রয় নেন এবং **চিরন্তন ন্যায়বিচারের** দোহাই পাড়েন।

'পণ্য উৎপাদনের সহগামী আইনগত সম্পর্ক থেকে তাঁর ন্যায়বিচারের আদর্শ, 'চিরন্তন ন্যায়বিচারের' আদর্শ নিয়ে প্রুধোঁ শুরু করেন; লক্ষণীয় এই যে, তাতে করে তিনি সকল সৎ নাগরিকদের প্রবোধ দিয়ে প্রমাণ করে দেন যে উৎপাদনের রূপ হিসেবে পণ্য উৎপাদন ন্যায়বিচারের মতোই চিরস্থায়ী। অতঃপর তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বাস্তব পণ্য উৎপাদন এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বাস্তব আইন ব্যবস্থার সংস্কারসাধনের চেষ্টা করেন তাঁর এই আদর্শ অনুযায়ী। কোনো রসায়নবিদ যদি পদার্থের গঠন ও ভাঙনের মধ্যে যে সকল আণবিক পরিবর্তন ঘটে থাকে, তার বাস্তব নিয়ম অধ্যয়ন না করে এবং সেই নিয়মের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান না করে, 'স্বভাবধর্ম এবং সংসক্তির', 'চিরন্তন ধারণা' দিয়ে পদার্থের গঠন ও ভাঙনকে নিয়ন্ত্রণ করবেন বলে দাবি তোলেন, তাহলে সেই রসায়নবিদ সম্পর্কে আমরা কী মনোভাব পোষণ করব? আমরা যদি বলি যে তেজারতি 'চিরন্তন ন্যায়', 'চিরন্তন সুবিচার', 'চিরন্তন পারস্পরিক সম্পর্ক' এবং অন্যান্য 'চিরন্তন সত্যের' বিরোধী, তাহলে তেজারতি যে 'চিরন্তন কৃপা', 'চিরন্তন ধর্মবিশ্বাস' অথবা 'ভগবানের চিরন্তন ইচ্ছার' সঙ্গে সঙ্গতিহীন, ধর্মগুরুদের এই সিদ্ধান্তের চেয়ে আমরা সত্যই বেশি আর কী জানতে পারলাম?' (মার্কস, 'পুঁজি' প্রথম খণ্ড পৃঃ ৪৫)।

আমাদের এই প্রুধোঁপন্থীটি* তাঁর প্রভু ও গুরু অপেক্ষা বেশি সুবিধা করে উঠতে পারেন নি:

'জীবদেহে রক্ত-চলাচলের মতোই সমাজ-জীবনে যে হাজারো রকমের বিনিময় প্রয়োজন হয়, বাড়িভাড়ার চুক্তি তাদেরই অন্যতম। স্বভাবতই, এই বিনিময় সর্বক্ষেত্রে যদি **ন্যায়াধিকারের ধারণা** দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকত, অর্থাৎ সর্বত্র যদি তা কঠোরভাবে ন্যায়ের দাবি অনুসারেই পরিচালিত হত, তাহলে এই সমাজের পক্ষে তা শুভ হত। এক কথায়, সমাজের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রাকে প্রুধোঁর ভাষায় বলতে গেলে, **অর্থনৈতিক ন্যায়াধিকারের** স্তরে উন্নীত হতে হবে। বাস্তবে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, ঠিক তার বিপরীত ঘটনা ঘটছে।'

এ কথা কি বিশ্বাস্য যে, মার্কস ঠিক এই নির্ধারক দৃষ্টিকোণটার ক্ষেত্রেই ঐরূপ সংক্ষিপ্ত ও সন্দেহাতীতভাবে প্রুধোঁবাদের চরিত্রনিরূপণ করার পাঁচ বছর পরেও জার্মানিতে এমন প্রলাপ ছাপা হচ্ছে? এই হ-য-ব-র-ল'র মানে কী? এর মানে আর কিছুই নয়, শুধু এই যে, বর্তমান সমাজের নিয়ামক অর্থনৈতিক নিয়মগুলির ব্যবহারিক ফলাফল লেখকের ন্যায়বোধের পরিপন্থী এবং তিনি মনে মনে এই সদাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন যে, এমন কোনো বন্দোবস্ত হোক যাতে এই অবস্থার প্রতিকার হয়। কোলা ব্যাঙের যদি লেজ থাকত, তাহলে সেটা আর কোলা ব্যাং থাকত না! আর পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিও কি একটা 'ন্যায়াধিকারের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত' নয়, অর্থাৎ শ্রমিকদের শোষণ করার নিজস্ব অধিকারের ধারণা দ্বারা? লেখক যদি আমাদের বলেন যে সেটা **তাঁর** ন্যায়াধিকারবোধ নয়, তাহলে কি আমরা এক ধাপও এগোতে পারছি?

যা হোক, এখন বাস-সংস্থান সমস্যায় ফেরা যাক। আমাদের প্রুধোঁপন্থী এবার তাঁর 'ন্যায়াধিকার ধারণার' বল্‌গা ছেড়ে দিয়ে আমাদের সামনে এই আলোড়নকারী ঘোষণা পরিবেশন করছেন:

'এ কথা বলতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই যে, বড় শহরে শতকরা ৯০ জন বা ততোধিক জনের নিজের বলতে কোনো যে আস্তানা নেই, আমাদের প্রশংসিত এই শতাব্দীর সমগ্র সংস্কৃতির পক্ষে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর বিদ্রূপও আর কিছু নেই। নৈতিক ও পারিবারিক অস্তিত্বের আসল গ্রন্থিবিন্দু, সেই ঘরবাড়ি সামাজিক ঘূর্ণাবর্তে ভেসে

---

* আ. মুলবের্গার। — সম্পাঃ

যাচ্ছে... এই দিক থেকে আমরা অসভ্যদের অপেক্ষাও অনেক নিম্নস্তরে আছি। গুহাবাসীদের গুহা আছে, অস্ট্রেলীয়দের আছে তাদের মাটির কুঁড়েঘর, রেড ইণ্ডিয়ানদেরও নিজের গৃহকোণ রয়েছে, অথচ আধুনিক প্রলেতারিয়েত কার্যত বায়ুভূত', ইত্যাদি।

এই আর্তনাদের মধ্যে আমরা প্রুধোঁবাদের প্রতিক্রিয়াশীল চেহারাটা গোটা দেখতে পাই। প্রলেতারিয়েতের, আধুনিক বিপ্লবী শ্রেণীর, জন্মের জন্য অতীতের শ্রমিককে যা জমির সঙ্গে বেঁধে রাখত, সেই গর্ভনাড়ি ছেদ করাটাই ছিল একান্ত অপরিহার্য। যে তাঁতীর তাঁতের সঙ্গে সঙ্গে থাকত ছোট্ট ঘরবাড়ি, বাগান ও ক্ষেত, সে ছিল সর্বপ্রকার দুর্দশা ও সর্ববিধ রাজনৈতিক চাপ সত্ত্বেও শান্ত, তুষ্ট, 'ধর্মভীরু এবং সম্মানাস্পদ'; সে ধনী, ধর্মযাজক, রাজপুরুষ দেখলেই টুপি তুলে সেলাম করত, মনের দিক থেকে সে ছিল সম্পূর্ণত দাসতুল্য। যে শ্রমিক আগে ছিল জমির সঙ্গে শৃঙ্খলিত, আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পই তাকে পুরোপুরি সম্পত্তিহীন প্রলেতারিয়েতে পরিণত করেছে, চিরাচরিত সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে তাকে করেছে **স্বাধীন আইনবহির্ভূত;** এই অর্থনৈতিক বিপ্লবই সেই অবস্থা সৃষ্টি করেছে, একমাত্র যে অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের চূড়ান্ত রূপ, পুঁজিবাদী উৎপাদনের রূপ উচ্ছেদ করা সম্ভব। অথচ প্রুধোঁপন্থীটি সজল চক্ষে এগিয়ে এসে শ্রমিকদের ঘরবাড়ি ছাড়া করা নিয়ে বিলাপ করছেন এমনভাবে, যেন এটা তাদের মানসিক মুক্তিলাভের সর্বপ্রথম শর্ত নয় বরং এক বিরাট পশ্চাদ্‌গতি।

আঠারো শতকের ইংলণ্ডে শ্রমিকদের ঘরবাড়ি ছাড়া করার ঠিক এই প্রক্রিয়া যেভাবে ঘটেছিল তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য আমি সাতাশ বছর আগে 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইটিতে বর্ণনা করেছিলাম। সে কাজে জমি ও কারখানার মালিকরা যে কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েছিল, এবং এই বিতাড়নে সর্বাগ্রে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের উপর অনিবার্যভাবে যে সকল বৈষয়িক ও নৈতিক কুফল বর্তেছিল, তা উচিতমতো আমি সেখানে বর্ণনা করেছি। কিন্তু সেদিনের পরিস্থিতিতে একান্ত আবশ্যিক এই ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়াটাকে 'অসভ্যদের অপেক্ষাও অনেক নিম্নস্তরে' পশ্চাদ্‌গতি বলে বিচার করার কথা কি আমার মাথায় ঢুকতে পারত? অসম্ভব! ১৭৭২ সালের 'ঘরবাড়ির' মালিক গ্রামীণ তাঁতীর তুলনায় ১৮৭২ সালের ইংরেজ প্রলেতারীয় ঢের বেশি উঁচু স্তরের। গুহার মালিক গুহাবাসী, মাটির কুঁড়েঘরের মালিক অস্ট্রেলীয় বা

গৃহকোণের সেই মালিক রেড ইণ্ডিয়ানরা কি কখনও জুনের সশস্ত্র অভ্যুত্থান (১২) অথবা প্যারিস কমিউন সংঘটিত করতে পারবে?

ব্যাপকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রবর্তনের পর থেকে শ্রমিকদের বৈষয়িক অবস্থা যে মোটের উপর খারাপ হয়েছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ শুধু বুর্জোয়ারাই করতে পারে। কিন্তু তার জন্য কি আমরা পেছন ফিরে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাব মিশরের (পরিমাণেও যৎসামান্য) মাংসের হাঁড়ির দিকে (১৩), দাসত্বপ্রবণ আত্মার জন্মদাতা গ্রামীণ ছোট শিল্পের দিকে, বা 'অসভ্যদের' দিকে? ঠিক তার বিপরীত। আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের দ্বারা সৃষ্ট, জমির বন্ধনসমেত সর্বপ্রকার উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত শৃঙ্খল থেকে মুক্ত, বড় বড় শহরে যূথবদ্ধ প্রলেতারিয়েতই একমাত্র সেই মহান সামাজিক রূপান্তর সাধন করতে পারে, যার ফলে সর্বপ্রকার শ্রেণী-শোষণ ও সকল শ্রেণী-শাসনের অবসান ঘটবে। ঘরবাড়ির মালিক পুরনো সেই গ্রামীণ তাঁতী এই কাজ কখনও সমাধা করতে পারত না, এই কাজ সমাধা করার আকাঙ্ক্ষা দূরে থাক, এমন ধারণা মনে আনাও তাদের কাছে ছিল অসম্ভব।

অপরপক্ষে, গত একশত বৎসরের গোটা শিল্প-বিপ্লব, বাষ্পীয় শক্তি ও বৃহদায়তন ফ্যাক্টরি-উৎপাদনের প্রবর্তন, কায়িক শ্রমের বদলে যা যন্ত্রপাতি নিয়োজিত করে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিকে হাজারগুণ বৃদ্ধি করেছে, প্রুধোঁর কাছে সে সবকিছুই অতীব বিতৃষ্ণার ব্যাপার—যা সত্যি ঘটাই উচিত ছিল না। পেটি-বুর্জোয়া প্রুধোঁর কাম্য হল এমন এক জগৎ, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি আশুভোগ্য এবং তৎক্ষণাৎ বাজারে বিনিময়যোগ্য ভিন্ন ভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ সামগ্রী উৎপাদন করে। তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য কোনো সামগ্রীর মারফত তার শ্রমের পূর্ণ মূল্য ফেরৎ পাচ্ছে, ততক্ষণ 'চিরন্তন ন্যায়বিচারের' মর্যাদা বজায় থাকছে এবং গড়ে উঠছে যথাসম্ভব সেরা এক দুনিয়া। কিন্তু শিল্পের অগ্রগতি প্রুধোঁর এই যথাসম্ভব সেরা দুনিয়াটাকে অংকুরে বিনষ্ট ও পদদলিত করেছে, শিল্পের বড় বড় শাখায় ব্যক্তিগত শ্রমব্যবস্থা বহুদিন আগেই ধ্বংস করেছে, এবং দিন দিন ক্ষুদ্রতর এমনকি ক্ষুদ্রতম শিল্প-শাখাতেও তার ধ্বংসসাধন করে চলেছে; তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করছে যন্ত্রপাতি এবং নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল যৌথশ্রম; এই নতুন শিল্প-ব্যবস্থায় উৎপন্ন অবিলম্বেই বিনিময়যোগ্য

আশুভোগ্য সামগ্রী হল বহুলোকের হাতে তৈরি হয়ে ওঠা তাদের সকলের যৌথ উৎপাদন। এবং বিশেষ করে এই শিল্প-বিপ্লবই মানুষের শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিকে এমন উচ্চস্তরে তুলেছে যে,—মানব ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম—এমন সম্ভাবনা সৃষ্টি হল যাতে সকলের মধ্যে যুক্তিগ্রাহ্য শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হলে সমাজের সকলের প্রচুর ভোগ ও পর্যাপ্ত, সংরক্ষিত ভাণ্ডারের মতো যথেষ্ট উৎপাদন শুধু যে সম্পন্ন হবে তা নয়, প্রত্যেকের জন্যই যথেষ্ট অবকাশেরও ব্যবস্থা হবে, যাতে করে অতীত থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সংস্কৃতি, অর্থাৎ বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ভাববিনিময়ের বিভিন্ন পদ্ধতিরূপের মধ্যে যতটা রক্ষণযোগ্য তা শুধু যে বজায় থাকবে তা-ই নয়, শাসক শ্রেণীর একচেটিয়া সম্পত্তি থেকে তাকে সমগ্র সমাজের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করা যাবে এবং তার আরও বিকাশসাধন সম্ভব হবে। আর গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল এই যে: মানুষের শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি এই স্তরে ওঠামাত্র শাসক শ্রেণীর অস্তিত্বের সব অজুহাতই লোপ পাচ্ছে। শ্রেণী-পার্থক্যের সমর্থনে সব সময় শেষ পর্যন্ত যে যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে, তার মূল হল এই: এমন এক শ্রেণী থাকা প্রয়োজন যাকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনের ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না, যাতে সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কাজকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করার অবকাশ তারা পায়। এতদিন পর্যন্ত এই ধরনের বক্তব্যের একটা বড় ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা ছিল, কিন্তু গত একশ' বছরের শিল্প-বিপ্লব তাকে এক দফায় চিরতরে নির্মূল করেছে। শাসক শ্রেণীর অস্তিত্ব দিনের-পর-দিন শিল্পের উৎপাদিকা শক্তির পক্ষে ক্রমশ আরও বেশি বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমভাবেই বিজ্ঞান, কলা, এবং বিশেষ করে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের বিভিন্ন প্রকাশের পথেও। আমাদের আধুনিক বুর্জোয়াদের চেয়ে বেশি রসজ্ঞানহীন লোক আর কোনো দিন দেখা যায় নি।

বন্ধুবর প্রুধোঁর কাছে এসব কিছু নয়। তিনি চান শুধু 'চিরন্তন ন্যায়বিচার', আর কিছুই নয়। প্রত্যেকের উৎপন্নের বিনিময়ে প্রত্যেকে তার শ্রমের পুরো ফল পাবে, পাবে তার শ্রমের পূর্ণ মূল্য। কিন্তু আধুনিক শিল্পের যে কোনো উৎপাদের ক্ষেত্রে এই হিসাব খুবই জটিল ব্যাপার। কারণ আধুনিক শিল্প মোট উৎপাদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব অংশটাকে

অস্পষ্ট করে রাখে, পুরনো হস্তশিল্পে যেটা স্পষ্টতই হল সুসম্পূর্ণ উৎপন্ন দ্রব্যটি। তাছাড়া, প্রুধোঁর বর্ণিত সমগ্র ব্যবস্থাটিই দুইজন উৎপাদকের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিনিময়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে একজন অপরের উৎপন্ন জিনিস ভোগের জন্য গ্রহণ করছে। বর্তমান শিল্প এই ধরনের ব্যক্তিগত বিনিময়কে ক্রমশ বিলুপ্ত করে দিচ্ছে। ফলত সমগ্র প্রুধোঁবাদের মধ্য দিয়ে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধারা বয়ে চলেছে: শিল্প-বিপ্লবের প্রতি বিতৃষ্ণা, এবং স্টীম এঞ্জিন, কলের তাঁত, ইত্যাদি সহ সমগ্র আধুনিক শিল্পকে বেদীচ্যুত করে পুরনো সম্ভ্রান্ত কায়িক শ্রমে ফিরে যাবার কখনও প্রকাশ্য কখনও বা প্রচ্ছন্ন কামনা। এর ফলে আমরা যে হাজারের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই ভাগ উৎপাদন-শক্তি হারাব, সমগ্র মানবসমাজ যে কদর্যতম সম্ভব শ্রমদাসত্বের দণ্ডভোগ করবে, অনাহারই যে হয়ে উঠবে সাধারণ নিয়ম — তাতে কী-ই বা এসে যাবে যদি এমনভাবে বিনিময়-ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে পারি যে, প্রত্যেকে তার 'শ্রমের পুরো ফল' পাচ্ছে এবং 'চিরন্তন ন্যায়বিচার' কায়েম হচ্ছে? Fiat justitia, pereat mundus!

ন্যায়বিচার করা হোক, তাতে তামাম দুনিয়া রসাতলে যায় যাক!

আর প্রুধোঁবাদী প্রতিবিপ্লব যদি অনুষ্ঠিত করা আদৌ সম্ভব হত, তাহলে অবশ্য দুনিয়া যেত রসাতলেই।

কিন্তু এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের শর্তাধীন সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রেও 'শ্রমের পুরো ফল' কথাটির আদৌ যে অর্থ করা সম্ভব সে অর্থে প্রত্যেককে তা দেবার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করাও সম্ভব। প্রত্যেক শ্রমিক ব্যক্তিগতভাবে 'তার শ্রমের পুরো ফলের' অধিকারী হবে — এ রকম অর্থে নয়, কথাটার তাৎপর্য একমাত্র এই হতে পারে যে শ্রমিক নিয়ে গঠিত সমাজই সমগ্রভাবে মালিক হবে তাদের সকলের শ্রমের সামগ্রিক উৎপাদের। এই মোট উৎপাদের একাংশ সমাজ বণ্টন করবে সদস্যদের ভোগের জন্য ও আরেক অংশ ব্যবহার করবে উৎপাদনের উপায়ের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ ও সম্প্রসারণের কাজে; অবশিষ্ট অংশটা থাকবে উৎপাদন ও ভোগের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত ভাণ্ডার হিসেবে।

* * *

উপরে যা বলা হল তা থেকে আমরা আগেই বুঝতে পারছি যে আমাদের প্রুধোঁপন্থী বাস-সংস্থানের মহা সমস্যার কী করে সমাধান করবেন। একদিকে এই দাবি দেখা গেল যে, আমরা যাতে **অসভ্যদের তুলনায়ও নিচের স্তরে** নেমে না যাই, তার জন্য প্রত্যেক শ্রমিকের বাড়ি ও বাড়ির মালিকানা চাই। অন্যদিকে আশ্বাস পাওয়া গেল যে, ভাড়া হিসেবে বাড়ি তৈরির আদি ব্যয়ের দুই, তিন, পাঁচ বা দশগুণ অর্থ আদায় যা বাস্তবিকই ঘটে, তা **আইনগত স্বত্বের** উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই আইনগত স্বত্ব **'চিরন্তন ন্যায়বিচারের'** পরিপন্থী। সমাধান খুব সহজ: আইনগত স্বত্বটা উচ্ছেদ করা হোক এবং চিরন্তন ন্যায়ের নামে ঘোষণা করে দেওয়া যাক যে, ভাড়ার টাকাটা বাসস্থান নির্মাণের ব্যয় শোধ হিসেবে গণ্য হবে। পূর্বস্থিতিগুলিকে যদি এমনভাবে সাজিয়ে নেওয়া হয় যে তাদের মধ্যেই আগে থাকতে সিদ্ধান্তটি নিহিত থাকে, তাহলে অবশ্যই থলে থেকে পূর্বনির্ধারিত ফলটি বার করতে, এবং যে অখন্ডনীয় যুক্তি দিয়ে সে ফল পাওয়া গেল তার প্রতি সগর্ব অঙ্গুলি নির্দেশ করতে একজন হাতুড়ের চেয়ে বেশি দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।

এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। বাড়িভাড়ার উচ্ছেদ অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে এই দাবির মাধ্যমে যে প্রত্যেক ভাড়াটেকে তার বাসস্থানের মালিকে পরিণত করতে হবে। কী করে তা করা যাবে? খুব সহজেই:

'ভাড়াটে বাড়িগুলির দায়মোচন করা হবে... পূর্বতন মালিককে তার বাড়ির মূল্য কড়াক্রান্তি হিসেবে শোধ করে দেওয়া হবে। যেহেতু ভাড়া হল, আগেকার মতোই, পুঁজির কায়েমী স্বত্বের প্রতি ভাড়াটের দেয় সেলামি সেই কারণেই ভাড়াটে বাড়ির দায়মোচন **ঘোষণার দিন থেকে ভাড়াটে যে সুনির্দিষ্ট টাকাটা দিয়ে থাকে, তাকে গণ্য করা হবে তার** মালিকানায় এসে যাওয়া বাসস্থানের বাবদ প্রদেয় বার্ষিক কিস্তি হিসেবে... সমাজ... এইভাবে মুক্ত ও স্বাধীন বাসস্থান-মালিকের সমষ্টিতে পরিণত হবে।'

বাড়ির মালিকেরা যে না খেটেই ভূমি-খাজনা এবং বাড়ির জন্য নিয়োজিত পুঁজির সুদ আদায় করে যায়, তা প্রুধোঁপন্থীর* মতে চিরন্তন ন্যায়ের বিরুদ্ধে অপরাধ। তিনি ফর্মান দিচ্ছেন, এটা বন্ধ করতে হবে; বাড়ি

* আ. ম্যুলবের্গার। — সম্পাঃ

বাবদ নিয়োজিত পুঁজির জন্য আর সুদ অর্জন করা যাবে না, ক্রীত ভূসম্পত্তি বাবদ মালিক ভূমি-খাজনাটাও পাবে না। এদিকে আমরা দেখেছি যে এর ফলে বর্তমান সমাজের যা ভিত্তি, সেই পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি মোটেই ব্যাহত হচ্ছে না। শ্রমিক শোষণের মেরুদণ্ড হল শ্রমিক কর্তৃক পুঁজিপতির নিকট তার শ্রমশক্তি বিক্রয় এবং পুঁজিপতি কর্তৃক এ লেনদেনের ব্যবহার—শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য পুঁজিপতি যে দাম দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে উৎপাদন করতে শ্রমিককে বাধ্য করা। শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যেকার এই লেনদেন থেকেই সমগ্র উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয়, যা পরে ভূমি-খাজনা, বাণিজ্যিক মুনাফা, পুঁজির সুদ, কর ইত্যাদি রূপে বিভিন্ন গোত্রের পুঁজিপতি ও তাদের সেবকদের মধ্যে বণ্টিত হয়। এই যখন পরিস্থিতি, তখন আমাদের প্রুধোঁপন্থী এসে ভাবছেন যে **শুধু এক ধরনের** পুঁজিপতিদের,—তাও এমন এক ধরনের যারা সরাসরি শ্রমশক্তি ক্রয় করে না আর তাই উদ্বৃত্ত মূল্যও উৎপাদন করায় না—যদি মুনাফা অর্জন করতে বা সুদ আদায় করতে নিষেধ করা হয়, তাহলেই এক ধাপ অগ্রসর হওয়া যাবে! অথচ বাড়ির মালিকদের যদি আগামীকালই ভূমি-খাজনা ও সুদ আদায়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলেও শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে অবৈতনিক আদায়ীকৃত শ্রমের মোট পরিমাণ পুরোপুরিই অক্ষুণ্ণ থাকবে। তাসত্ত্বেও অবশ্য আমাদের প্রুধোঁপন্থী এই ঘোষণা করতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না:

> 'বিপ্লবী ভাবধারার গর্ভজাত আজ পর্যন্ত যে সকল **সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ এবং সুমহান আদর্শ** দেখা গেছে, ভাড়াটে বাসা-প্রথার অবসান তাদের অন্যতম এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির **প্রাথমিক দাবিগুলির মধ্যে এ দাবির স্থান পাওয়া উচিত।'**

এ একেবারে স্বয়ং গুরুদেব প্রুধোঁর বাজারী হাঁকেরই অনুরূপ। চিরকালই তিনি যত বেশি প্যাঁকপ্যাঁক করেন, ডিম পাড়েন তত ছোট।

প্রত্যেক শ্রমিক, পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াকে যদি বার্ষিক কিস্তি শোধ মারফৎ তার বাসস্থানের প্রথমত আংশিক এবং পরে পূর্ণ মালিকে পরিণত করতে হয়, তাহলে অবস্থাটা কেমন চমৎকার দাঁড়াবে, একবার কল্পনা করুন! ইংলণ্ডের শিল্পাঞ্চলে যেসব জায়গায় বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের ছোট ছোট বাড়ি আছে এবং যেখানে প্রত্যেক বিবাহিত শ্রমিক

একটা ছোট্ট বাসা নিয়ে থাকে, সেখানে হয়ত এ প্রস্তাবের কিছু একটা অর্থ হয়। কিন্তু প্যারিস ও ইউরোপীয় মহাদেশের অধিকাংশ বড় বড় শহরগুলিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে বড় বড় বাড়ি, যার প্রত্যেকটিতে দশ, বিশ, ত্রিশটি করে পরিবার বাস করে। ধরুন যেদিন ভাড়াটে বাড়িকে দায়মুক্ত ঘোষণা করা হল, সেই বিশ্বমুক্তির ফর্মানের দিনে পিটার বার্লিনের এক ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় কাজ করছে। এক বছর পর সে হাম্‌বুর্গ-এর দেউড়ি অঞ্চলের কাছাকাছি এক বাড়ির ছয় তলায় তার একটি ছোট্ট ঘর-বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের, ধরা যাক, পনেরো ভাগের এক ভাগের মালিকানা পেল। কিন্তু তার পরেই সে তার কাজটি হারিয়ে হানোভারের পটহফের এক বাড়ির চার তলায় এক ফ্ল্যাটে ঠাঁই পেল, যেখান থেকে বাড়িটির ভিতরকার চত্বরের খুব ভালো দৃশ্য চোখে পড়ে। এখানে পাঁচ মাস থেকে যখন সে এই সম্পত্তির ১/৩৬ ভাগ মালিকানা অর্জন করল, তখন এক ধর্মঘটের ফলে তাকে চলে যেতে হল মিউনিকে। সেখানে সে এগারো মাস থেকে ওবের-অঙ্গারগাস্‌সের পিছনে মাটির নিচের তলায় এক অন্ধকারপ্রায় ঘরের ঠিক ১১/১৮০ ভাগ মালিকানা অর্জন করতে বাধ্য হল। আজকাল শ্রমিকদের ভাগ্যে যা এত বারবার ঘটে থাকে, পরবর্তী সেই রকম আরও বদলির ফলে বেচারীকে আগের জায়গার চেয়ে কম কাম্য নয় এমন একটি সেণ্ট গালেন-স্থিত বাসগৃহের ৭/৩৬০ ভাগ, লিড্‌সে আরেকখানি বাসার ২৩/১৮০ ভাগ, এবং যাতে 'চিরন্তন ন্যায়বিচারের' তরফ থেকে কোনোরূপ অভিযোগ না শোনা যায়, সেই রকম সূক্ষ্ম হিসাব অনুযায়ী সেরে'ই-এ তৃতীয় একটা ফ্ল্যাটের ৩৪৭/৫৬,২২৩ ভাগ মালিকানার বোঝা বইতে হবে। তাহলে এই ফ্ল্যাটগুলির এই রকম মালিকানার অংশীদার হয়ে আমাদের পিটারের কী লাভ হল? এইসব ভাগের প্রকৃত মূল্য তাকে কে দিচ্ছে? সে বিভিন্ন সময়ে যে সকল ফ্ল্যাটে কিছুদিনের জন্য বাস করেছে, সেই ফ্ল্যাটগুলির বাকি অংশের মালিক বা মালিকদের সে কোথায় খুঁজে পাবে? ধরুন একটা বড় বাড়িতে কুড়িটি ফ্ল্যাট আছে; দায়মোচনের মেয়াদ ও বাড়িভাড়ার অবসান হবার পরে দেখা গেল যে, সারা পৃথিবী জুড়ে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে, এই রকম হয়তো বা তিনশ' লোক বাড়িটির মালিক; এমন বাড়ি সংক্রান্ত সম্পত্তি-সম্পর্কটা তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? প্রুধোঁপন্থী জবাব দেবেন যে, ইতিমধ্যে প্রুধোঁর বিনিময় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত

হয়ে যাবে এবং এই ব্যাঙ্ক যে কোনো সময়ে যে কোনো ব্যক্তিকে তার শ্রমসামগ্রীর পূর্ণ শ্রমমূল্য দেবে এবং সেই কারণেই তার ফ্ল্যাটের শেয়ারের পূর্ণ মূল্যও দিতে পারবে। কিন্তু প্রথমত, এখানে প্রুধোঁর বিনিময় ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমাদের কোনো সংশ্রব নেই, কেননা বাস-সংস্থান সমস্যা সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীতে কোথাও তার উল্লেখ পাই না, আর দ্বিতীয়ত, এ যুক্তি এই অদ্ভুত ধরনের ভ্রান্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত যে কেউ যদি কোনো পণ্য বিক্রয় করতে চায়, তাহলে তার পূর্ণ মূল্য দিতে রাজি এমন ক্রেতা সে সর্বক্ষেত্রে অবধারিতভাবে পাবেই, এবং তৃতীয়ত, প্রুধোঁ উদ্ভাবন করার আগেই Labour Exchange Bazaar (১৪) নামে এই জিনিসটা ইংলণ্ডে একাধিকবার দেউলিয়া হয়ে গেছে।

শ্রমিককে তার বাসস্থানের মালিকানা কিনতে হবে, এই সমগ্র ধারণাটির ভিত্তিই হল প্রুধোঁবাদের প্রতিক্রিয়াশীল সেই মৌল দৃষ্টিভঙ্গি যার ওপর আগেই জোর দেওয়া হয়েছে। প্রুধোঁবাদ অনুসারে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের দ্বারা সৃষ্ট সমগ্র পরিবেশটাই অস্বাস্থ্যকর দূষিত বস্তু মাত্র, তাই জোর করে, অর্থাৎ গত একশ' বছরের অনুসৃত বিকাশের ধারার বিপরীতে সমাজকে এমন অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে, যেখানে সেই পুরনো স্থিতিশীল একক হস্তশিল্পই হল রেওয়াজ, এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে, যে ক্ষুদে উদ্যোগ ধ্বংস হয়েছে ও এখনো ধ্বংস হচ্ছে তারই আদর্শায়িত পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া যা আর কিছু নয়। শ্রমিকদের যদি সেই স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ঠেলে দেওয়া হয়, যদি 'সামাজিক ঘূর্ণাবর্তের' শুভ অবসান ঘটানো যায়, তাহলে স্বভাবতই শ্রমিকেরা আবার 'ঘরবাড়ির' সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করতে পারবে এবং পূর্বোক্ত দায়মোচনের তত্ত্বকথা আর ততটা আজগবি বলে মনে হবে না। প্রুধোঁ শুধু এইটুকুই ভুলে যান যে, এইসব সম্পন্ন করতে হলে তাঁকে প্রথমত বিশ্ব ইতিহাসের চাকা একশ' বছর পিছনে ঘুরিয়ে দিতে হবে; আর যদি তিনি তা সত্যিই করতে পারতেন, তাহলে আজকের দিনের শ্রমিকদেরও তিনি তাদের প্রপিতামহদের মতন সংকীর্ণচেতা মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ দাসোচিত জীবে পরিণত করে তুলতেন।

তবে, বাস-সংস্থান সমস্যার প্রুধোঁবাদী সমাধানের মধ্যে যেটুকু যুক্তিসহ এবং ব্যবহারযোগ্য সারবস্তু আছে, তা ইতিমধ্যেই বাস্তবে প্রযুক্ত হচ্ছে, কিন্তু

তার রূপায়ণ আসছে 'বিপ্লবী ভাবধারার গর্ভ' থেকে নয়, আসছে—স্বয়ং বড় বুর্জোয়াদের কাছ থেকে। এই প্রসঙ্গে *Emancipacion* (১৫) নামে মাদ্রিদের চমৎকার স্পেনীয় সংবাদপত্রটির ১৮৭২ সালের ১৬ মার্চের বক্তব্য শোনা যাক:

'বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের আরও এক পন্থা আছে—প্রুধোঁ প্রস্তাবিত পন্থা; প্রস্তাবটি প্রথমে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলেই এর চরম অসারতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রুধোঁ প্রস্তাব করেছিলেন যে, কিস্তিবন্দি ব্যবস্থার ভিত্তিতে ভাড়াটেদের ক্রেতায় পরিণত করা হোক; ভাড়াটেদের দেয় বার্ষিক ভাড়াকে সংশ্লিষ্ট বাসস্থানের দায়মোচনের মূল্যের এক এক কিস্তি হিসেবে গণ্য করা হোক: কিছুকালের মধ্যে এতে সে ভাড়াটে বাড়ির স্বত্বাধিকারী হয়ে পড়বে। প্রুধোঁ কর্তৃক অতীব বিপ্লবী বলে বিবেচিত এই ব্যবস্থাটা সকল দেশে ফাটকাবাজ কোম্পানিগুলি কাজে পরিণত করে চলেছে। তারা এ পন্থায় ভাড়া বাড়িয়ে বাড়ির মূল্যের দ্বিগুণ, তিনগুণ দাম আদায় করে থাকে। শ্রীযুক্ত দলফুস এবং উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের অপরাপর বড় শিল্পপতিরা প্রস্তাবটি কাজে পরিণত করেছেন; উদ্দেশ্য শুধু অর্থোপার্জনই নয়, তার সঙ্গে রাজনৈতিক ফন্দিও তাঁদের মাথায় রয়েছে।

শাসক শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা সুচতুর নেতারা সর্বদাই ক্ষুদে সম্পত্তির মালিকদের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন, যাতে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং তাঁদের স্বপক্ষে এক বাহিনী তৈরি করা যায়। বর্তমান সময়ে স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রীগণ এখনও বিদ্যমান বড় বড় ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে ঠিক যে ধরনের প্রস্তাব করেন, বিগত শতাব্দীর বুর্জোয়া বিপ্লবসমূহ অভিজাত সম্প্রদায় ও গির্জার বড় বড় ভূসম্পত্তিগুলিকে সেইভাবেই ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে ক্ষুদে ভূম্যধিকারী একটি শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল; এরা কালক্রমে পরিণত হয়েছে সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানে এবং শহরের প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের পথে একটা স্থায়ী বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী ঋণের এক-একটা শেয়ারের পরিমাণ হ্রাস করে তৃতীয় নেপোলিয়ন শহরাঞ্চলেও অনুরূপ একটি শ্রেণী সৃষ্টির মতলব করেছিলেন। এখন শ্রীযুক্ত দলফুস ও তাঁর সহকর্মীরাও শ্রমিকদের কাছে বার্ষিক কিস্তিবন্দি ব্যবস্থায় ছোট ছোট বাসগৃহ বিক্রয় করে তাদের বিপ্লবী মনোভাবকে দমন করতে এবং সেই সঙ্গে যে কারখানায় একবার তারা কাজে ঢুকবে, তার সঙ্গে এই সম্পত্তির শৃঙ্খলে তাদের বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করছেন। সুতরাং প্রুধোঁর পরিকল্পনা শ্রমিক শ্রেণীকে কোনোরূপ ত্রাণ করার পরিবর্তে তাদের স্বার্থের সরাসরি বিরুদ্ধেই যাচ্ছে।'*

---

* বড় বড় বা দ্রুত সম্প্রসারণশীল মার্কিন শহরগুলির আশেপাশেও কেমন করে শ্রমিককে নিজ 'গৃহের' সঙ্গে শৃঙ্খলিত করে ফেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাস-সংস্থান সমস্যা

তাহলে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান হবে কেমন করে? বর্তমান সমাজে অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সমাধান যেভাবে হয় সেইভাবেই, অর্থাৎ চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে উত্তরোত্তর অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য বিধান মারফৎ। এই ধরনের সমাধানের ফলে বার বার নতুন করে একই সমস্যা দেখা দেয়, সুতরাং আসলে এটা কোনো সমাধানই নয়। সামাজিক বিপ্লব কেমন করে এই সমস্যার সমাধান করবে তা যে শুধু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে তাই নয়, তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে বহুবিধ সুদূরপ্রসারী প্রশ্ন, যার মধ্যে সবচেয়ে মূল প্রশ্ন হল শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বৈপরীত্যের অবসান। আমাদের উদ্দেশ্য যেহেতু ভবিষ্যৎ সমাজের ব্যবস্থাপনার জন্য ইউটোপীয় ছক রচনা নয়, তাই এ প্রশ্নের আলোচনা এখানে নিরর্থক। কিন্তু একটা কথা সুনিশ্চিত: ইতিমধ্যেই বড় বড় শহরে যে-সকল ঘরবাড়ি রয়েছে, যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতি অনুযায়ী তার সদ্‌ব্যবহার করলে বাস্তবে 'বাস-সংস্থানের **অভাব**' যা আছে তা এখনই দূর করা যায়। স্বভাবতই, বর্তমান মালিকদের উচ্ছেদ করা হলেই একমাত্র এ কাজ সম্ভবপর, অর্থাৎ যেসব শ্রমিকের ঘর নেই বা যারা তাদের বর্তমান বাড়িতে গাদাগাদি করে বাস করে, তাদের জায়গা করে দিতে হবে মালিকদের বাড়িতে। বর্তমান রাষ্ট্র যে-রকমভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করে বা সৈনিক ইত্যাদিদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দেয়, তেমনই অনায়াসে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর জনস্বার্থে গৃহীত এ ব্যবস্থা প্রলেতারিয়েত কাজে পরিণত করতে পারবে।

সমাধান করা হচ্ছে, তা ১৮৮৬ সালের ২৮ নভেম্বর, ইণ্ডিয়ানাপোলিস থেকে লেখা এলেওনর মার্কস-এভেলিঙ-এর এক চিঠির নিম্নোক্ত অংশে দেখা যাবে: 'কান্‌সাস-সিটি শহরে, বলা ভালো শহরের উপকণ্ঠে, কাঠ দিয়ে বানানো শ্রীহীন কতকগুলি ছোট ছোট কুটির দেখতে পেলাম। এককেটি কুটিরে গুটি তিনেক ঘর, চারদিকটা এখনও বুনো। কোনোক্রমে কুঁড়েটুকু ধরতে পারে এইটুকুন জমির দাম ৬০০ ডলার, কুঁড়ে তুলবার খরচ আরও ৬০০ ডলার, অর্থাৎ শহর থেকে ঘণ্টাখানেকের পথ, জনহীন জলাভূমির মধ্যে এই শ্রীহীন ছোট্ট বাড়ির জন্য ৪,৮০০ মার্ক।' এইভাবে এই রকম ঘরটুকু পাবার জন্যও শ্রমিকদের বন্ধকী ঋণের গুরু বোঝা ঘাড়ে নিতে হবে এবং তার ফলে তারা পরিণত হবে মালিকদের খাঁটি গোলামে। তারা বাড়িটুকুর সঙ্গে বাঁধা পড়বে, বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারবে না, সুতরাং কাজের শর্ত যাই হোক, তাদের তা মেনে নিতে হবে। (১৮৮৭ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

* * *

আমাদের প্রুধোঁপন্থী* কিন্তু বাস-সংস্থান সমস্যায় ইতিপূর্বে যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি প্রশ্নটিকে সমতল জমি থেকে উচ্চতর সমাজতন্ত্রের স্তরে তুলবেনই যাতে সেখানেও প্রমাণ করা যায় যে এটি 'সামাজিক সমস্যার' এক অবিচ্ছেদ্য 'ভগ্নাংশ'।

'ধরে নেওয়া যাক যে সত্যিসত্যিই পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে আয়ত্তে আনা হল, যা আজ না হোক কাল আনতেই হবে, ধরুন এমন কোনো অন্তর্বর্তী আইন মারফৎ যাতে **সব পুঁজির সুদকে শতকরা এক ভাগে নির্দিষ্ট করা গেল।** মনে রাখবেন, এই হারকেও ক্রমশ হ্রাস করে শূন্যে নামিয়ে আনার ঝোঁক রাখতে হবে, যাতে শেষ পর্যন্ত **পুঁজি সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের** অতিরিক্ত আর কিছু দেয় না দাঁড়ায়। অন্যান্য সকল উৎপান্নের মতো ঘরবাড়িও স্বভাবতই এই আইনের আওতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত... বাড়ির মালিক নিজেই তখন যেচে বিক্রি করতে রাজি হবে, কেননা অন্যথায় তার বাড়ি অব্যবহৃত পড়ে থাকবে এবং তার মধ্যে নিয়োজিত পুঁজি সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল হয়ে পড়বে।'

উপরোক্ত অংশটিতে প্রুধোঁবাদী প্রশ্নোত্তরিকার একটি প্রধান বিশ্বাসসূত্র নিহিত আছে এবং তার মধ্যে বিদ্যমান বিভ্রান্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এতে মিলছে।

'পুঁজির উৎপাদিকা শক্তি' কথাটিই একটি আজগবি ধারণা, বিচার-বিবেচনা না করেই প্রুধোঁ বুর্জোয়া অর্থতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে এটা ধার নিয়েছেন। সত্য বটে, বুর্জোয়া অর্থতাত্ত্বিকেরাও এই প্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করেন যে শ্রমই সকল সম্পদের উৎস এবং সকল পণ্যমূল্যের মানদণ্ড; সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কিন্তু ব্যাখ্যা করতে হয়, শিল্পগত বা হস্তশিল্পগত ব্যবসায়ে অগ্রিম পুঁজি ঢেলে পুঁজিপতি শেষে শুধু পুঁজিটাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত একটা মুনাফাও পায় কী উপায়ে। ফলে তাঁরা নানাবিধ স্ববিরোধিতার জালে জড়িয়ে পড়তে এবং পুঁজিতেও কিছুটা উৎপাদিকা শক্তি আরোপ করতে বাধ্য হন। প্রুধোঁ যে পুঁজির উৎপাদিকা শক্তি বাক্যাংশটি গ্রহণ করেছেন, এই সত্যই সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট করে প্রমাণ করে যে, তিনি কত পুরোপুরি বুর্জোয়া ভাবাদর্শের জালে জড়িয়ে রয়েছেন। আমরা একেবারে গোড়াতেই দেখেছি

* আ. মুলবের্গার। — সম্পাঃ

যে, তথাকথিত 'পুঁজির উৎপাদিকা শক্তি' মজুরি-শ্রমিকদের অবৈতনিক শ্রমকে আত্মসাৎ করার ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয় (বর্তমান সমাজ-সম্পর্কের আওতায়, যে সম্পর্কের অভাবে তা পুঁজিই হতে পারে না)।

তবে বুর্জোয়া অর্থতাত্ত্বিকদের সঙ্গে প্রুধোঁর একটা তফাৎ আছে এই যে 'পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে' তিনি অনুমোদন করেন না; বরং এর মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন 'চিরন্তন ন্যায়বিচারের' লঙ্ঘন। এই উৎপাদিকা শক্তিই শ্রমিককে তার শ্রমের পূর্ণ মূল্য পেতে বাধা দেয়; সুতরাং এর অবসান ঘটাতে হবে। কিন্তু কী করে? বাধ্যতামূলক আইন করে **সুদের হারকে** কমাতে কমাতে শেষ পর্যন্ত নামিয়ে আনতে হবে শূন্যে। আমাদের প্রুধোঁপন্থীর মতে তখন পুঁজির আর উৎপাদিকা শক্তি থাকবে না।

ঋণ দেওয়া মুদ্রা-পুঁজির উপর যে সুদ তা মুনাফার একটা অংশ মাত্র; শিল্পের পুঁজির উপরই হোক, বা বাণিজ্যিক পুঁজির উপরেই হোক, মুনাফা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে অবৈতনিক শ্রমরূপে পুঁজিপতি শ্রেণী যে উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করে তারই একাংশ। সুদের হার ও উদ্বৃত্ত মূল্যের হার যে অর্থনৈতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয় সে নিয়ম দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র— অবশ্য কোনো নির্দিষ্ট সমাজের বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে যতদূর পর্যন্ত সম্পর্করহিত হওয়া সম্ভবপর ততখানিই। বিভিন্ন পুঁজিপতির মধ্যে এই উদ্বৃত্ত মূল্যের বণ্টনব্যাপারে কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, যেসব শিল্পপতি ও বণিক তাদের ব্যবসায়ে অন্য পুঁজিপতির কাছ থেকে ঋণ করা মোটা রকমের পুঁজি নিয়োগ করেছে তাদের মুনাফার হার, অন্যান্য বিষয় সমান থাকলে, ততখানিই বাড়বে যতখানি নামবে সুদের হার। সুতরাং, সুদের হার হ্রাস বা শেষ পর্যন্ত লোপ করলেও কোনোক্রমেই 'পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে আয়ত্তে আনা' যাবে না। এর ফলে শুধু শ্রমিকদের কাছ থেকে দাম না দিয়ে আদায় করা উদ্বৃত্ত মূল্যটার নতুনতর বণ্টন হবে বিভিন্ন পুঁজিপতিদের মধ্যে, তার বেশি কিছু নয়। এর ফলে শিল্পের পুঁজিপতির বিরুদ্ধে শ্রমিকের কোনো সুবিধা হবে না, সুবিধা হবে শুধু লভ্যাংশজীবীর বিরুদ্ধে শিল্পের পুঁজিপতির।

আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রুধোঁ যেমন অন্যান্য অর্থনৈতিক ঘটনার ক্ষেত্রে, তেমনই সুদের হারের ব্যাপারটাকে সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থা দিয়ে

ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে, এই সামাজিক ব্যবস্থার সাধারণ অভিব্যক্তি যে রাষ্ট্রীয় আইন তা দিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন। রাষ্ট্রীয় আইন ও সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে যে পারস্পরিক যোগসূত্র রয়েছে সে সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গির বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই; ধরে নেওয়া হচ্ছে যে রাষ্ট্রীয় আইন সম্পূর্ণ মর্জিমাফিক হুকুম মাত্র; যে কোনো মুহূর্তে তাই তা পাল্টে দিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো হুকুমও জারি করা সম্ভব। অতএব — প্রুধোঁর হাতে ক্ষমতা আসা মাত্র — হুকুম জারি করে সুদের হারকে শতকরা এক ভাগে হ্রাস করার মতো সহজ কাজ আর কিছুই হতে পারে না। অথচ যদি সমাজের অন্য সব পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকে, তবে প্রুধোঁবাদী এই হুকুম কাগজেই পর্যবসিত থাকবে। যতই ডিক্রি জারি হোক না কেন, সুদের হার বর্তমানে যে অর্থনৈতিক নিয়মে শাসিত, সেই নিয়মেই তা চলবে। যাদের ক্রেডিট আছে এমন লোকেরা অবস্থানুযায়ী শতকরা দুই, তিন, চার, বা আরও চড়া হারের সুদে ধার নিতে থাকবে আগের মতোই। তফাৎ হবে শুধু এই যে কুসীদজীবীরা ঋণ দেবার সময়ে খুব হুঁশিয়ার হবে, এমন লোক দেখে দেবে, যাদের সঙ্গে মামলার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া পুঁজির 'উৎপাদিকা শক্তি' বিলোপ করার এই মহৎ পরিকল্পনাটিও পাহাড়-পর্বতের মতোই সুপ্রাচীন, সুপ্রাচীন সেইসব **মহাজনী আইনগুলোর** মতোই যার উদ্দেশ্য ছিল সুদের হার সীমিত করা, অথচ যেগুলি ইতিমধ্যে সর্বত্রই নাকচ করে দেওয়া হয়েছে, কেননা কার্যক্ষেত্রে তাদেরকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করে ও এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, আর সামাজিক উৎপাদনের নিয়মগুলোর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বাধ্য হয়েছে তার নিজের অক্ষমতা স্বীকার করতে। আজ সেই মধ্যযুগীয় ও অকেজো আইনগুলি পুনঃপ্রবর্তন করেই কি 'পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে আয়ত্তে আনতে' হবে? দেখা যাচ্ছে যে, যতই সূক্ষ্মভাবে প্রুধোঁবাদকে যাচাই করা যায়, ততই বেশি করে তার প্রতিক্রিয়াশীল রূপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তারপর যখন এই উপায়ে সুদের হারকে নামিয়ে আনা হবে শূন্যে এবং তার ফলে পুঁজির উপর সুদও উঠে যাবে, তখন 'পুঁজি সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের অতিরিক্ত আর কিছু দেয় আর থাকবে না'। এখানে বলতে চাওয়া হচ্ছে যে সুদের উচ্ছেদ এবং মুনাফা, এমনকি উদ্বৃত্ত মূল্যের উচ্ছেদ একই কথা। কিন্তু **বাস্তবিকই** যদি হুকুম দিয়ে সুদ লোপ করা যেত, তাহলে

তার ফলাফল কী দাঁড়াত? তখন **কুসীদজীবী** শ্রেণীর আর কোন প্রেরণা থাকত না তাদের পঁুজিকে ঋণ হিসেবে আগাম দেবার। এর পরিবর্তে তারা নিজেদের অ্যাকাউণ্টে নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানে কিংবা জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিতে টাকা খাটাত। শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে পঁুজিপতি শ্রেণী যে মোট উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করে তার মোট পরিমাণটা থাকত অপরিবর্তিতই; পরিবর্তন হত শুধু তার বণ্টনের ক্ষেত্রে এবং তাও খুব বেশি কিছু নয়।

আসলে প্রুধোঁপন্থী ভদ্রলোকটি দেখতে পাচ্ছেন না যে, ইতিমধ্যে এখনই বুর্জোয়া সমাজে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে গড়পড়তায় 'পঁুজি সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের' (বলা উচিত পণ্যবিশেষ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম) অতিরিক্ত আর কিছু দাম দেওয়া হয় না। সর্ববিধ পণ্যের মূল্য নির্ধারণের মানদণ্ডই হচ্ছে শ্রম এবং বর্তমান সমাজে বাজারের উঠতি-পড়তির কথা বাদ দিলে পণ্যের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মোট শ্রমের চেয়ে গড়পড়তা হিসেবে সেই পণ্যের বেশি দাম দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। না, না হে প্রুধোঁপন্থী, মুশকিলটা অন্যত্র। মুশকিলটা রয়েছে এই সত্যে যে (আপনার বিভ্রান্তিকর ভাষায় বলতে গেলে) 'পঁুজি সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের' **পুরো দামটি** একেবারে **মেটানো হয় না!** কী করে তা হয় জানতে হলে মার্কসের বইপত্র ঘেঁটে দেখতে পারেন। ('পঁুজি', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১২৮-১৬০)।

এখানেই শেষ নয়। যদি **পঁুজির উপর** সুদ (Kapitalzins) উঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে **বাড়িভাড়াও** (Miethzins) লোপ পাবে, কেননা 'অন্যান্য সকল উৎপাদের মতো ঘরবাড়িও স্বভাবতই এই নিয়মের আওতা-ভুক্ত'। এটা ঠিক সেই বৃদ্ধ মেজরের বক্তব্যের মতো, যিনি বছরমেয়াদী স্বেচ্ছাসেবক এক রিক্রুটকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন: 'ওহে, শুনছি, তুমি নাকি একজন ডাক্তার; তা মাঝে মাঝে আমার কোয়ার্টারে এসে হাজিরা দিও— স্ত্রী ও সাত-সাতটা ছেলেপিলে নিয়ে সংসার, সর্বদাই কিছু-না-কিছু একটা লেগে থাকে সেখানে।'

রিক্রুট: 'মাপ করবেন, মেজর, আমি দর্শনশাস্ত্রের ডক্টর!'

মেজর: 'আরে, আমার কাছে ও একই কথা। ডাক্তার একটা হলেই হল।'

আমাদের প্রুধোঁপন্থীর ব্যাপারটাও ঐ একই রকমের: বাড়িভাড়া

(Miethzins) বা পুঁজির সুদ (Kapitalzins) তাঁর কাছে সবই এক। সুদ সব সময়ই সুদ; সব ডক্টরই ডাক্তার।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, যাকে vulgo* বাড়িভাড়া বলা হয়, সেই ভাড়ার দরটা গঠিত হয় এই ভাবে: ১। একাংশ হল ভূমি-খাজনা; ২। আরেক অংশ হচ্ছে নির্মাতার মুনাফাসহ গৃহনির্মাণ পুঁজির সুদ; ৩। একটা অংশ যায় বাড়িটির মেরামত ও বীমার জন্য; ৪। আর এক অংশ হবে বাড়ির ক্রমবর্ধমান ক্ষয়ক্ষতির হার অনুযায়ী মুনাফাসহ বাড়ি নির্মাণের পুঁজির পুনরুদ্ধারের (amortize) উদ্দেশ্যে বার্ষিক কিস্তি।

এখন কথাটা চরম অন্ধের কাছেও নিশ্চয় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, 'বাড়ির মালিক নিজেই তখন যেচে বাড়ি বিক্রি করতে রাজি হবে, কেননা অন্যথায় তার বাড়ি অব্যবহৃত পড়ে থাকবে এবং তার মধ্যে নিয়োজিত পুঁজি সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল হয়ে পড়বে'। ঠিক কথা। ধার-নেওয়া পুঁজির উপর সুদ তুলে দিলে, তারপর কোনো বাড়িওয়ালাই তার বাড়িভাড়া বাবদ এক কপর্দকও আদায় করতে পারবে না, তার সোজা কারণ, বাড়িভাড়াকে বলা যায় বাড়িভাড়ারূপ **সুদ** এবং এই বাড়িভাড়া সুদের একাংশ সত্যিই হল পুঁজির উপর সুদ। ডাক্তার হলেই হল। পুঁজির উপর সাধারণ সুদ সম্পর্কিত মহাজনী আইনকে শুধু পাশ কাটিয়েই ব্যর্থতায় পর্যবসিত করা যেত, তবুও তেমন আইন কখনও পরোক্ষেও বাড়িভাড়াকে স্পর্শ করে নি। এই কল্পনা প্রুধোঁর জন্যই মজুত ছিল যে, তাঁর নতুন মহাজনী আইন সহজ পুঁজির সুদের ব্যাপারটিকেই শুধু নয়, নির্বিবাদে জটিল বাড়িভাড়ার ব্যবস্থাকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে ক্রমশ লোপ করে দেবে। কেনই বা তাহলে এই রকম 'সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল' বাড়িটা লোকে কাঁচা পয়সাখরচ করে বাড়িওয়ালার কাছ থেকে কিনবে, এবং এই পরিস্থিতিতে মেরামতের ব্যয়টা অন্তত বাঁচাবার জন্য বাড়িওয়ালাই বা কেন এই 'সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল' বাড়ির হাত থেকে অব্যাহতির জন্য উল্টো নিজেই পয়সা দিতে চাইবে না—এমন সব প্রশ্ন সম্পর্কে অবশ্য আমাদের অন্ধকারে রাখা হয়েছে।

---

* সাধারণত। — সম্পাঃ

উচ্চতর সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে (গুরুদেব প্রুধোঁর ভাষায় এটা হল ঊর্ধ্ব-সমাজতন্ত্র [Suprasocialism]) এই বিজয়ী কীর্তির পর এই প্রুধোঁপন্থী আরও উঁচুতে ওড়বার জন্য নিজেকে যোগ্য বিবেচনা করলেন:

'এখন করবার মধ্যে রইল শুধু কয়েকটি সিদ্ধান্ত টানা যাতে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর চতুর্দিক থেকে পরিপূর্ণ আলোকপাত করা যায়।'

সেই সিদ্ধান্তগুলি তাহলে কী কী? পূর্বকার বক্তব্যের সঙ্গে এসব সিদ্ধান্তের ঠিক ততটুকুই সঙ্গতি, সুদ উচ্ছেদের সঙ্গে বসতবাড়ির নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার যতটুকু সঙ্গতি। আমাদের লেখকপ্রবরের সাড়ম্বর গুরুগম্ভীর বাক্যচ্ছটা বাদ দিলে কথাটা যা দাঁড়ায় তা হল এই যে—ভাড়াটে বাড়ির দায়মোচনের ব্যাপারটার পথ সুগম করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি বাঞ্ছনীয়: ১। বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক সংখ্যাতথ্য; ২। ভালো স্বাস্থ্য-পরিদর্শক কর্মচারীর দল; ৩। নতুন বসতবাড়ি বানাবার ভার নেবার জন্য নির্মাণ-শ্রমিকদের সমবায়সমূহ। ব্যবস্থাগুলি নিঃসন্দেহে ভারি চমৎকার ও ভালো, কিন্তু যতই গলাবাজির ভাষায় এদের সজ্জিত রাখা হোক না কেন, কোনোক্রমেই তাতে প্রুধোঁপন্থী মানসিক বিভ্রান্তির অন্ধকারের উপর 'পরিপূর্ণ আলোকপাত' হচ্ছে না।

যিনি এবম্প্রকার বৃহৎ কীর্তি অর্জন করেছেন, তাঁর নিশ্চয়ই জার্মান শ্রমিকদের কাছে গম্ভীর আহ্বান জানাবার অধিকার আছে:

'এই ধরনের এবং অনুরূপ সমস্যাগুলি সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মনোযোগের যোগ্য বলেই আমাদের ধারণা... বাস-সংস্থানের এই সমস্যার মতোই **ক্রেডিট, রাষ্ট্রীয় ঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ, কর-ব্যবস্থা** ইত্যাদি অন্যান্য সমান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেও তারা যেন পরিষ্কার হয়ে নেয়।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এই প্রুধোঁপন্থীটি 'অনুরূপ সমস্যাগুলি' সম্পর্কে প্রবন্ধ-ধারার সম্ভাবনা হাজির করেছেন। এই প্রবন্ধগুলিতেও যদি তিনি বর্তমানের 'এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির' মতো সমান বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করেন, তাহলে *Volksstaat* পত্রিকার পুরো বছরের মতো খোরাক জুটে যাবে। আমরা কিন্তু আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারছি যে, ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে ব্যাপারটা তাই দাঁড়াবে: পুঁজির উপর সুদ তুলে দিতে হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত ঋণের সুদও লোপ পাবে,

বিনা সুদেই ঋণ পাওয়া যাবে, ইত্যাদি। প্রতিটি ব্যাপারে সেই একই যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করা হবে এবং প্রতিক্ষেত্রেই অকাট্য যুক্তি দিয়ে সেই একই বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে পেঁছানো হবে যে, পুঁজির উপর সুদ উচ্ছেদ হলে ধার-করা টাকার উপর আর সুদ দিতে হবে না।

প্রসঙ্গত, প্রুধোঁপন্থী আমাদের ভয় দেখিয়ে চমৎকার সব প্রশ্ন তুলেছেন: **ক্রেডিট!** হপ্তায় হপ্তায় যা প্রাপ্য অথবা বন্ধকী দোকান থেকে মেলে, তাছাড়া শ্রমিকের আর কোন ক্রেডিটের দরকার? এই ক্রেডিট সে সুদ ছাড়া বা সুদ দিয়ে, যেভাবেই পাক না কেন, এমনকি বন্ধকী দোকান থেকে গলাকাটা সুদেই হোক না কেন, তাতে তার কতটা আসে যায়? আর সাধারণভাবে বলতে গেলে এ থেকে যদি কোনো সুবিধাও হয়, অর্থাৎ শ্রমশক্তি উৎপাদনের ব্যয়টা যদি হ্রাস পায়, তাহলে কি শ্রমশক্তির দামও কমতে বাধ্য হবে না? কিন্তু বুর্জোয়া ও বিশেষ করে পেটি-বুর্জোয়ার কাছে ক্রেডিট একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যে কোনো সময় যদি চাইলেই, এবং বিশেষ করে বিনা সুদে ক্রেডিট পাওয়া যেত, তাহলে বিশেষত পেটি-বুর্জোয়ার পক্ষে তা বড়ই ভালো হত। **রাষ্ট্রীয় ঋণ!** শ্রমিক শ্রেণী জানে যে এই ঋণ তাদের কীর্তি নয়, এবং ক্ষমতা হাতে পেলে এ ঋণ শোধ করার ভার ছেড়ে দেওয়া হবে যারা দেনা করেছিল তাদের উপর। **ব্যক্তিগত ঋণ!**—ক্রেডিট প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। **কর!** ব্যাপারটা সম্বন্ধে বুর্জোয়াদের যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও শ্রমিকদের আগ্রহ যৎসামান্য। শ্রমিকেরা কর হিসেবে যা দেয়, তা শেষ পর্যন্ত শ্রমশক্তি উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে, অতএব শেষ পর্যন্ত পুঁজিপতিকে তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে। শ্রমিকদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী বলে এই যত প্রশ্নকে আমাদের সামনে এখানে তুলে ধরা হয়েছে, সেসব আসলে শুধু বুর্জোয়াদের, আরও বেশি পেটি-বুর্জোয়াদের আগ্রহের বিষয়বস্তু। আর প্রুধোঁ যাই বলুন না কেন, আমাদের অভিমত এই যে, এসব শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার দায় শ্রমিক শ্রেণীর নয়।

যে বৃহৎ প্রশ্নে সত্যসত্যই শ্রমিকদের স্বার্থ আছে সে সম্বন্ধে এই প্রুধোঁপন্থীর কোনো কথাই বলার নেই, অর্থাৎ পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকের মধ্যেকার সম্পর্ক, কী করে পুঁজিপতি তার নিযুক্ত শ্রমিকদের শ্রম দিয়ে নিজের ধনবৃদ্ধি করতে পারে এই প্রশ্ন। এ কথা সত্য যে তাঁর প্রভু ও গুরুদেব এ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলেন, কিন্তু বিষয়টিকে তিনি বিন্দুমাত্রও

স্বচ্ছ করে তুলতে পারেন নি। এমনকি তাঁর সর্বশেষ রচনাগুলিতেও তিনি তাঁর 'দারিদ্র্যের দর্শন' থেকে মূলত এগোতে পারেন নি—যে বইটির শূন্যগর্ভতা মার্কস ১৮৪৭ সালেই অত চমকপ্রদভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।*

এটাই যথেষ্ট আক্ষেপের কথা যে, গত পঁচিশ বছর ধরে লাতিন দেশগুলির শ্রমিকদের ভাগ্যে এই 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সমাজতন্ত্রীর' রচনা ভিন্ন সমাজতন্ত্রী মানসিক পুষ্টি প্রায় কিছুই জোটে নি এবং যদি আজকের দিনে জার্মানিকেও প্রুধোঁবাদী তত্ত্ব প্লাবিত করে, তাহলে দ্বিগুণ দুর্ভাগ্যের কথা। অবশ্য এ আশঙ্কার কোনো ভিত্তি নেই। জার্মান শ্রমিকদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রুধোঁবাদকে পিছনে ফেলে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গিয়েছে এবং বাস-সংস্থান সমস্যার মতো এই **একটি** সমস্যার দৃষ্টান্ত রাখলেই আর ভবিষ্যতে এদিক থেকে বেগ পেতে হবে না।

দ্বিতীয় ভাগ

বুর্জোয়ারা কীভাবে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান করে

১

বাস-সংস্থান সমস্যার **প্রুধোঁবাদী** সমাধান আলোচনার অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে পেটি-বুর্জোয়াদের স্বার্থ কত বেশি প্রত্যক্ষভাবে এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। পরোক্ষভাবে হলেও বড় বুর্জোয়াদেরও এ ব্যাপারে খুব আগ্রহ আছে। আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞান এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, শহরগুলি মাঝে মাঝেই যে মহামারীর আক্রমণে জর্জরিত হয়, তার সবকটারই জন্মস্থান হল সেই তথাকথিত 'দরিদ্র পাড়াগুলি' যেখানে শ্রমিকেরা গাদাগাদি করে

---

* ক. মার্কস, 'দর্শনের দারিদ্র্য। প্রুধোঁ মহাশয়ের 'দারিদ্র্যের দর্শন'-এর উত্তর' দ্রঃ। — সম্পাঃ

বাস করে। কলেরা, টাইফাস, টাইফয়েড জ্বর, বসন্ত ইত্যাদি সর্বনেশে রোগগুলি শ্রমিক শ্রেণীর এইসব এলাকার সংক্রামক বাতাসে এবং বিষাক্ত জলেই তাদের রোগবীজাণু ছড়ায়। সেখানে এ বীজাণুগুলি প্রায় কখনই সম্পূর্ণ মরে না, সুযোগ পেলেই মহামারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং নিজেদের জন্মস্থান অতিক্রম করে পুঁজিপতিদের অধ্যুষিত শহরের অধিকতর আলো-হাওয়াযুক্ত ও স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে মহামারীর উদ্ভব হওয়ার তৃপ্তিটুকু পুঁজিবাদী শাসনের পক্ষে বিনা শাস্তিতে উপভোগ করা সম্ভব নয়, তার ফলাফল ভোগ করতে হয় পুঁজিপতিদেরও, এবং যেমন মজুরদের মধ্যে তেমনই এদের ভিতরেও যমদূত সমান নির্মমভাবেই অবাধে বিচরণ করে।

এই তথ্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতেই বুর্জোয়া মানবহিতৈষীরা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে মহানুভবতার প্রতিযোগিতায় উদ্দীপিত হয়ে পড়েছেন। পৌনঃপুনিক মহামারীর উৎস নির্মূল করার উদ্দেশ্যে বহুবিধ সমিতি সংগঠিত হয়েছে, পুস্তক লিখিত হয়েছে, রচিত হয়েছে প্রস্তাব, আলোচিত ও গৃহীত হয়েছে আইন। শ্রমিকদের বসবাসের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করা হয়েছে এবং চেষ্টা হয়েছে চরমতম দুর্দশার প্রতিবিধান করার। বড় বড় শহরের সংখ্যা ইংলণ্ডে সর্বাধিক, সুতরাং বিপদের আশঙ্কাটাও এখানকার বুর্জোয়াদেরই সবচেয়ে বেশি; তাই এখানেই বিশেষ করে ব্যাপক কার্যকলাপ শুরু হল। শ্রমিক শ্রেণীর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য নিযুক্ত হল একাধিক সরকারী কমিশন। এইসব কমিশনের রিপোর্ট ইউরোপ-মহাদেশীয় সকল তথ্যসংগ্রহের তুলনায় যথার্থতা, সমগ্রতা এবং নিরপেক্ষতার দিক থেকে অনেক বেশি সম্মানজনক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নতুন নতুন, কমবেশি আমূল সব আইনের ভিত্তি জোগায়। দোষত্রুটি থাকলেও, আজ পর্যন্ত মহাদেশে এই ধরনের যা কিছু করা হয়েছে, তার তুলনায় এসব আইন বহুগুণেই শ্রেষ্ঠ। এসত্ত্বেও পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা বারংবার প্রতিবিধেয় অমঙ্গলের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে, এবং তা দিচ্ছে এমন অনিবার্য আবশ্যিকতায় যে ব্যাধি প্রতিবিধানের কাজ এমনকি ইংলণ্ডে পর্যন্ত প্রায় এক ধাপও এগোয় নি।

জার্মানিতে বরাবরের মতো এ ব্যাপারও সেখানকার বারোমেসে সংক্রমণের উৎসগুলির পক্ষে মারাত্মক স্তরে পৌঁছে তন্দ্রালু বড় বুর্জোয়াদের

ঘুম ভাঙাতে অনেক বেশি সময় নিল। কিন্তু যে ধীরে চলে, সে নিশ্চিত হয়েই চলে। সুতরাং আমাদের দেশেও শেষ পর্যন্ত জনস্বাস্থ্য ও বাস-সংস্থান সমস্যা সংক্রান্ত একটা বুর্জোয়া সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে, যা হল তার বিদেশী, বিশেষ করে ইংরেজ পূর্বসূরীদের একটা জোলো নির্যাস, অবশ্য তার মধ্যে পুরুগম্ভীর ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করে উচ্চতর মননশীলতার ছাপ দেবার একটা শঠ প্রচেষ্টাও আছে। ১৮৬৯ সালে ভিয়েনা থেকে প্রকাশিত ডক্টর এমিল জাক্স রচিত 'শ্রমিক শ্রেণীর বাস-সংস্থানের অবস্থা ও তার সংস্কার'* এই সাহিত্যের অন্তর্গত।

বাস-সংস্থান সমস্যার বুর্জোয়া আলোচনা পদ্ধতির পরিচয় দেবার জন্য এই বইটি আমি বেছে নিয়েছি এই কারণেই যে, এখানে এই বিষয়ক বুর্জোয়া সাহিত্যের যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্তসার দেবার চেষ্টা হয়েছে। আর যে সাহিত্য এই লেখকের 'উৎস' হিসেবে কাজ করেছে, তাকে চমকপ্রদই বলতে হয়! এ ব্যাপারে যা কিনা আসল উৎস, সেই ইংরেজ পার্লামেণ্টীয় রিপোর্টের মধ্যে আছে মাত্র তিনটি, তাও সবচেয়ে পুরনো রিপোর্টের নামোল্লেখ করা হয়েছে মাত্র; গোটা বই থেকেই প্রমাণ হয় যে লেখক **তার একটিরও পাতা কখনো উল্টে দেখেন নি।** অপরদিকে ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে রাজ্যের যত মামুলী বুর্জোয়া সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত কূপমণ্ডূক, আর ভণ্ড লোকহিতৈষী রচনাসমূহের: দ্যুকপেসিয়ে, রবার্ট্‌স্‌, হোল, হুবার; সমাজবিজ্ঞান (বরঞ্চ বলা উচিত সামাজিক ছাইপাঁশ) সম্বন্ধীয় ইংরেজ কংগ্রেসগুলোর কার্যবিবরণী; প্রাশিয়ার শ্রমজীবী শ্রেণীসমূহের কল্যাণ সমিতির পত্রিকা; প্যারিস বিশ্ব প্রদর্শনী সম্বন্ধে অস্ট্রিয়ার সরকারী রিপোর্ট, ঐ একই বিষয়ে বোনাপার্টীয় সরকারী রিপোর্ট; *Illustrated London News, Ueber Land und Meer,* এবং সর্বোপরি সেই 'স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ', 'তীক্ষ্ন ব্যবহারিক বোধসম্পন্ন' ব্যক্তি, 'প্রত্যয়সাধক হৃদয়গ্রাহী বক্তা' অর্থাৎ—**ইউলিউস ফাউখার!** উৎসের এই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে শুধু *Gartenlaube, Kladderadatsch* এবং বন্দুকবাজ কুচকে (১৬)।

---

*E. Sax, 'Die Wohnungszustände der arbeitenden Klassen und ihre Reform', Wien, 1869.—সম্পাঃ

শ্রীযুক্ত জাক্সের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে ভুল বোঝবার কোনো অবকাশ যাতে থাকতে না পারে, তার জন্য তিনি ২২ পৃষ্ঠায় ঘোষণা করেছেন:

'সামাজিক অর্থনীতি বলতে আমরা বোঝাতে চাই সামাজিক প্রশ্ন সম্পর্কে প্রযুক্ত জাতীয় অর্থনীতির তত্ত্ব, অথবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, **বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে প্রচলিত 'লৌহদৃঢ়' নিয়মাবলীর ভিত্তিতে, তথাকথিত(!) সম্পত্তিবিহীন শ্রেণীকে সম্পত্তিসম্পন্ন শ্রেণীর স্তরে উন্নীত করবার** জন্য এই বিজ্ঞানে নির্দেশিত সমুদয় উপায় ও পন্থার সমষ্টি।'

অর্থশাস্ত্র বা 'জাতীয় অর্থনীতির তত্ত্ব' 'সামাজিক' প্রশ্ন ছাড়া সাধারণত অন্য ব্যাপারেরই কারবার করে কিনা, এই বিভ্রান্তিকর ধারণা নিয়ে আমরা আলোচনা করব না। আমরা সরাসরি চলে আসব মূল প্রশ্নটিতে। ডক্টর জাক্স দাবি করছেন যে, বুর্জোয়া অর্থনীতির 'লৌহদৃঢ় নিয়মাবলী', 'বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো', অর্থাৎ অন্য কথায় পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি অপরিবর্তিত হয়ে চালু থাকবে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'তথাকথিত সম্পত্তিবিহীন শ্রেণীকে' 'সম্পত্তিসম্পন্ন শ্রেণীর স্তরে' তুলতে হবে। অথচ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির এক অনিবার্য প্রাথমিক শর্তই হল এই যে, তথাকথিত নয়, সত্যসত্যই সম্পত্তিবিহীন একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে, থাকবে এমন এক শ্রেণী যার শ্রমশক্তি ছাড়া বিক্রয় করার আর কিছু নেই এবং যাকে সুতরাং বাধ্য হয়ে শিল্প-পুঁজিপতির কাছে নিজের শ্রমশক্তিটাই বিক্রয় করতে হবে। শ্রীযুক্ত জাক্স কর্তৃক উদ্ভাবিত 'সামাজিক অর্থনীতির' এই নতুন বিজ্ঞানের কর্তব্য তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে,—একদিকে সকল কাঁচামাল, উৎপাদনের যন্ত্র ও জীবনধারণের উপকরণের মালিক পুঁজিপতি, আর অন্যদিকে সম্পত্তিবিহীন মজুরি-শ্রমিক, শ্রমশক্তি ছাড়া যাদের নিজের বলতে আর কিছু নেই—এই দুই শ্রেণীর বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই, সকল মজুরি-শ্রমিককেই তাদের মজুরি-শ্রমিক অবস্থাতেই পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত করার উপায় উদ্ভাবন করা। শ্রীযুক্ত জাক্সের বিশ্বাস যে তিনি এই সমস্যার সমাধান করেছেন। তিনি দয়া করে আমাদের তাহলে দেখিয়ে দিন কী উপায়ে যারা সেই প্রথম নেপোলিয়নের সময় থেকেই নাকি তাদের কাঁধের থলিতে একটা মার্শালের দণ্ড নিয়ে রেখেছে, সেই ফরাসী বাহিনীর সৈনিকেরা সবাই সাধারণ সৈনিক থেকে গিয়েও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে

এক একজন ফিল্ড-মার্শালে পরিণত হতে পারে। অথবা জার্মান রাষ্ট্রের চার কোটি নাগরিকের প্রত্যেককেই জার্মান সম্রাট বানানো যায় কী করে!

বর্তমান সমাজের সবকিছু অমঙ্গলের ভিত্তিটা বজায় থাকবে, কিন্তু অমঙ্গলগুলি লোপ পাবে, এই কামনাই বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের মূলকথা। 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তেহারে' ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীরা 'বুর্জোয়া সমাজের নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করার জন্যই সামাজিক অভাব-অভিযোগের প্রতিকার-প্রয়াসী; তারা চায় **'প্রলেতারিয়েত ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণী'***। আমরা দেখেছি যে, শ্রীযুক্ত জাক্স-ও সমস্যাটিকে ঠিক এইভাবেই উপস্থিত করেছেন। বাস-সংস্থান প্রশ্নের সমাধানের মধ্যে তিনি সামাজিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর অভিমত হল এই যে

> 'মেহনতী শ্রেণীগুলির বাসস্থানের উন্নতিসাধন দ্বারা উপরে বর্ণিত বৈষয়িক ও আত্মিক দুর্দশার সফল প্রতিকার সম্ভব এবং এতদ্বারা' — **শুধুমাত্র** বাস-সংস্থান পরিস্থিতির আমূল উন্নতির ভিতর দিয়েই — 'এই সকল শ্রেণীর অধিকাংশকে তাদের প্রায় অমানুষিক জীবন-পরিস্থিতির পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে বৈষয়িক ও আত্মিক সচ্ছলতার নির্মল শিখরে তোলা যায়' (১৪ পৃষ্ঠা)।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক দিয়েই যে প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়, এবং সেই উৎপাদন-সম্পর্কের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই যে প্রলেতারিয়েতের প্রয়োজন, এই সত্য ঢেকে রাখাটাই বুর্জোয়ার স্বার্থ। সুতরাং শ্রীযুক্ত জাক্স বলেছেন যে, (২১ পৃষ্ঠা) মেহনতী শ্রেণীগুলি কথাটিতে সকল 'সম্পত্তিহীন সামাজিক শ্রেণীগুলিকেই' বোঝায়, এবং প্রকৃত শ্রমিক ছাড়াও 'সাধারণভাবে স্বল্প রোজগেরে লোক যথা হস্তশিল্পী, বিধবা, পেন্‌সনভোগী (!), অধস্তন কর্মচারী ইত্যাদি' সকলেই এর মধ্যে পড়ে। বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র পেটি-বুর্জোয়া প্রকারভেদের দিকেও হাত বাড়ায়।

তাহলে বাস-সংস্থানের অভাবটা আসছে কোথা থেকে? কী করে এই সমস্যার উদ্ভব হল? খাঁটি বুর্জোয়া হিসেবে শ্রীযুক্ত জাক্সের এটা জানার

---

* এই সংস্করণের ১ম খণ্ডের ১৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

কথা নয় যে, সমস্যাটি বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার অপরিহার্য ফল, যে সমাজে ব্যাপক শ্রমজীবী জনতা একান্তভাবে মজুরির উপর, অর্থাৎ কিনা তাদের প্রাণধারণের এবং বংশবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপকরণটুকুর উপর নির্ভরশীল; যে সমাজে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উন্নতি প্রতিনিয়ত ব্যাপক সংখ্যায় শ্রমিকদের চাকুরি থেকে উৎখাত করছে; যে সমাজে শিল্পোৎপাদনের নিয়মিত পুনঃপুনঃ তীব্র উত্থানপতন একদিকে বেকার শ্রমিকের বিরাট মজুত বাহিনীর অস্তিত্ব নির্দিষ্ট করছে এবং অন্যদিকে সময় সময় বহুসংখ্যক শ্রমিকদের বেকার করে ফেলে পথে বার করে দিচ্ছে; যে সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থায় শ্রমিকদের বাসগৃহ নির্মিত হওয়ার গতিবেগ থেকে দ্রুততর গতিতে দলে দলে শ্রমিক বড় বড় শহরে এসে ভিড় করে; যে পরিস্থিতিতে সুতরাং অতি জঘন্য শুয়োরের খোঁয়াড়ের জন্যও ভাড়াটে জুটতে বাধ্য; এবং যে পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত বাড়ির মালিক পুঁজিপতি হিসেবে শুধু যে বাড়িভাড়ার ভিতর দিয়ে তার সম্পত্তি থেকে নির্মমভাবে যথাসম্ভব উসুল করে নেবার অধিকারটুকু পায় তাই নয়, প্রতিযোগিতার চাপে এটা কিছু পরিমাণে তার কর্তব্যও হয়ে দাঁড়ায়—তেমন সমাজে এমন সমস্যা বিদ্যমান না থেকে পারে না। এমন ধরনের সমাজে বাস-সংস্থানের অভাব কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; এটা এই সমাজের একটা অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান; এবং স্বাস্থ্য প্রভৃতির উপরে এর সমস্ত কুফল সমেত এই সমস্যার অবসান তখনই হতে পারে যখন যে সমাজ-ব্যবস্থা থেকে এর জন্ম সেই সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থাটারই আমূল পুনর্গঠন করা হচ্ছে। অবশ্য, এ কথাটা জানার সাহস বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের নেই। তার **সাহস** নেই এই সত্য ব্যাখ্যা করার যে, বর্তমান ব্যবস্থা থেকেই বাসস্থান অভাবের জন্ম। সুতরাং এটা মানুষের দুষ্প্রবৃত্তির ফল, আদি পাপের ফল, এই নীতিবাক্য আউড়ে বাসস্থানের অভাবের কারণ বর্ণনা ছাড়া তার উপায় নেই।

'এবং এই প্রসঙ্গে আমরা এ কথা লক্ষ্য না করে পারি না এবং সুতরাং অস্বীকারও করতে পারি না' (কী দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত!) 'যে, দোষ... খানিকটা যারা বাড়ি চায় **সেই শ্রমিকদের নিজেদেরই**, এবং খানিকটা, অবশ্য অনেক বেশির ভাগটা তাদেরই, যারা এই চাহিদা পূরণ করার দায়িত্ব নেয়, অথবা তাদেরই যারা হাতে যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও এই চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে না, অর্থাৎ কিনা **সম্পত্তিবান উচ্চতর**

সামাজিক শ্রেণীগুলির। শেষোক্ত শ্রেণীগুলি এইজন্য নিন্দার্হ... যে তারা উপযুক্ত পরিমাণে ভালো বাসগৃহ সরবরাহের দায়িত্ব নেয় না।'

ঠিক যেমন প্রুধোঁ অর্থতত্ত্বের আওতা থেকে আমাদের আইনী বুলির রাজ্যে নিয়ে যান, এই বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীও তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে আমাদের নৈতিকতার মহলে নিয়ে যাচ্ছেন। এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছু হতে পারে না। কেউ যদি একদিকে এই কথা ঘোষণা করে যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি, বর্তমান বুর্জোয়া সমাজের 'লৌহদৃঢ় নিয়মাবলী' অলঙ্ঘনীয়, অথচ সঙ্গে সঙ্গে চায় যে এই সমাজ-ব্যবস্থার অপ্রীতিকর কিন্তু অপরিহার্য ফলাফলগুলির অবসান হোক, তার পক্ষে পুঁজিপতিদের প্রতি নীতি-উপদেশ বর্ষণ ছাড়া গত্যন্তর নেই, যে নীতিবাক্যের ভাবাকুল প্রতিক্রিয়াটা অবশ্য ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং প্রয়োজন হলে প্রতিযোগিতার প্রভাবে তৎক্ষণাৎ উবে যায়। তা দিয়ে ফোটানো হাঁসের বাচ্চার দলকে পুকুরের জলে উল্লাসভরে ভাসতে দেখে পাড়ে উপবিষ্ট মুরগী-মায়ের সাবধান-বাণীর মতোই নীতি-উপদেশ নিষ্ফল। জলে যদিও কঠিন ভুঁই নেই তবু হাঁসের বাচ্চার স্বভাবজাত টান সেই দিকেই; মুনাফা নিষ্করুণ, কিন্তু পুঁজিপতি মাত্রেই তার উপর ছোঁ মারবে। 'টাকা-পয়সার ব্যাপারে হৃদয়বৃত্তির কোনো স্থান নেই'—বলেছিলেন বুড়ো হান্‌জেমান, যিনি শ্রীযুক্ত জাক্স অপেক্ষা এই ব্যাপারে অনেক বেশি অভিজ্ঞ।

'ভালো বাসগৃহ এতই ব্যয়সাধ্য যে অধিকাংশ শ্রমিকের পক্ষে তা ভোগ করা একান্তই অসম্ভব। বৃহৎ পুঁজি... মেহনতী শ্রেণীর জন্য বাসগৃহ নির্মাণে লগ্নি করতে কুণ্ঠিত... ফলে এই শ্রেণীগুলি তাদের বাসস্থানের চাহিদা মেটাতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফাটকাবাজদের শিকারে পরিণত হয়।'

ফাটকাবাজি জঘন্য ব্যাপার — বৃহৎ পুঁজি স্বভাবতই কখনও ফাটকাবাজি করে না! কিন্তু শ্রমিকদের বাসগৃহ নিয়ে বৃহৎ পুঁজি যে ফাটকাবাজি করছে না তার কারণ তাদের সদিচ্ছার অভাব নয়, এর কারণ তাদের অজ্ঞতা মাত্র:

'বাড়ির মালিকরা মোটেই জানেন না, গৃহসংস্থানের চাহিদার স্বাভাবিক পূরণের... কী বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে; সাধারণত এমন দায়িত্বহীনভাবে খারাপ ও ক্ষতিকর বাসগৃহ সরবরাহ করে তাঁরা লোকের কী করছেন, তা তাঁরা জানেন না;

পরিশেষে তাঁরা তাতে করে নিজেদেরই কী ক্ষতিসাধন করছেন, তাও তাঁরা **জানেন** না' (২৭ পৃষ্ঠা)।

তবু পুঁজিপতি শ্রেণীর অজ্ঞতার **সঙ্গে** শ্রমিক শ্রেণীর অজ্ঞতা যোগ না হলে কিন্তু বাসস্থানের অভাবের সৃষ্টি হয় না। শ্রীযুক্ত জাক্স স্বীকার করেছেন যে, শ্রমিক শ্রেণীর 'দরিদ্রতম অংশ একেবারে যাতে খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকতে না হয়, তার জন্য যেখানেই পাক এবং যেভাবেই পাক রাত্রির আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হয় (!) আর এই ব্যাপারে তারা **সম্পূর্ণ**ভাবে অরক্ষিত এবং অসহায়।' এর পরেই তিনি আমাদের বলছেন:

'কারণ **এ কথা সুবিদিত সত্য** যে, তাদের' (শ্রমিকদের) 'অনেকেই **কিছুটা** অসাবধানতাবশত, অথচ **প্রধানত** অজ্ঞতাবশত, বলতে ইচ্ছা হয় বিশেষ পারদর্শিতা সহ, তাদের দেহকে স্বাভাবিক বিকাশ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত করে, কারণ যুক্তিসঙ্গত স্বাস্থ্যবিধি এবং বিশেষ করে এই স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপারে বাস-সংস্থানের অসীম গুরুত্ব সম্বন্ধে তাদের **বিন্দুমাত্র ধারণা পর্যন্ত নেই'** (২৭ পৃষ্ঠা)।

এইখানে অবশ্য বুর্জোয়া গাধার কানটা উঁচিয়ে উঠেছে। পুঁজিপতিদের ক্ষেত্রে 'দোষ' পদার্থটা উবে গিয়ে তা অজ্ঞতায় পর্যবসিত হল, কিন্তু শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অজ্ঞতাটাই তাদের দোষের কারণ হয়ে দাঁড়াল। আরও শুনুন:

'এইভাবেই দেখা যায়' (অবশ্য অজ্ঞতাবশত) 'যে, তারা ভাড়া বাবদে কিছু বাঁচাতে পারার খাতিরে স্বাস্থ্যবিধির চাহিদাগুলিকে সরাসরি ব্যঙ্গ করে অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে এবং অপরিসর বাসগৃহে উঠে যায়... প্রায় এ রকম ঘটে যে, একই ফ্ল্যাট, এমনকি একই ঘর কয়েকটি পরিবার মিলে ভাড়া নেয়—উদ্দেশ্যটা হল শুধু বাড়িভাড়ার জন্য যতটা সম্ভব কম খরচ করা, অথচ অন্যদিকে **মদ্যপান এবং অন্যান্য নানাবিধ অলস প্রমোদে সত্যসত্যই পাতকীর মতো** তাদের আয়কে **উড়িয়ে দেয়** তারা।'

শ্রমিকেরা 'মাদক পানীয় এবং তামাকের খাতে যে অর্থ অপচয় করে' (২৮ পৃষ্ঠা), 'শুঁড়িখানার যে জীবন তার দুঃখজনক ফলাফল সহ পাথরের মতো তাদের পাঁকে আবার টেনে নামায়', তা সত্যিই শ্রীযুক্ত জাক্সের পাকস্থলীতে পাথরের মতন বোঝা হয়ে রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে

মদ্যাসক্তি যে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার অবস্থার অপরিহার্য ফল; যেমন অপরিহার্য টাইফাস রোগ, অপরাধপ্রবণতা, উকুন-ছারপোকা, আদালতের পেয়াদা এবং অন্যান্য সামাজিক কুফল; এমনই অপরিহার্য যে গড়পড়তা কতজন শ্রমিক মাতলামির শিকার হবে তা পর্যন্ত আগে থাকতে গুণে বলা যায়—এগুলি ফের এমন কথা যা শ্রীযুক্ত জাক্স নিজেকে জানতে দিতে পারেন না। আমার পাঠশালার বৃদ্ধ গুরুমশাই কথাচ্ছলে বলতেন, 'সাধারণ লোক শুঁড়িখানায় যায় আর বাবুরা যান ক্লাবে।' আমি নিজে দুই জায়গাতেই গিয়েছি বলে বলতে পারি যে, কথাটা একেবারে খাঁটি।

উভয়পক্ষের 'অজ্ঞতা' সম্বন্ধে বাগাড়ম্বরটুকু সম্পূর্ণতই শ্রম ও পুঁজির স্বার্থ-সমন্বয় সম্পর্কে পুরনো বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। পুঁজিপতিরা যদি তাদের প্রকৃত স্বার্থ বুঝতে পারত, তাহলে তারা শ্রমিকদের ভালো ভালো বাসগৃহের ব্যবস্থা করত আর সাধারণভাবে তাদের অবস্থার উন্নতি করে দিত; আবার শ্রমিকেরা যদি তাদের প্রকৃত স্বার্থ বুঝত, তাহলে তারা ধর্মঘট করতে যেত না, সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিতে ভিড়ত না, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাত না, শিষ্টভাবে তারা তাদের ঊর্ধ্বতন পুঁজিপতিদের অনুসরণ করে চলত। দুঃখের বিষয় উভয়পক্ষই শ্রীযুক্ত জাক্স এবং তাঁর অগণিত পূর্বগামীদের নীতিবাক্যের এলাকা থেকে একেবারেই অন্যত্র তাদের স্বার্থের সন্ধান করে। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সমন্বয়ের বাণী প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে প্রচারিত হয়েছে, এবং বুর্জোয়া জনহিতৈষীরা আদর্শ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে এই সমন্বয় প্রমাণ করবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। তবুও পঞ্চাশ বছর আগে যেখানে ছিলাম আজও আমরা যে ঠিক সেখানেই আছি তা পরে আলোচনা করা যাবে।

লেখক-বন্ধু এবার সমস্যার বাস্তব সমাধানের দিকে যাচ্ছেন। শ্রমিকদের তাদের বাসগৃহের মালিকে পরিণত করা সম্বন্ধে প্রুধোঁর প্রস্তাব যে কত কম বিপ্লবী, তা এই থেকেই বোঝা যায় যে বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র প্রুধোঁর আগে থেকে তাকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা করেছে এবং এখনও করছে। শ্রীযুক্ত জাক্স-ও ঘোষণা করছেন যে, বাসগৃহের মালিকানাস্বত্ব শ্রমিকদের হাতে হস্তান্তরিত করেই মাত্র বাস-সংস্থান সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করা যায় (৫৮ এবং ৫৯ পৃষ্ঠা)। শুধু তাই নয়, এই পরিকল্পনা নিয়ে তিনি

কবিসুলভ পুলকে পুলকিত হয়ে তাঁর অনুভূতিকে নিম্নলিখিত ভাবোচ্ছ্বাসে রূপ দিয়েছেন:

'জমির মালিকানা অর্জনের জন্য মানুষের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটা অদ্ভুত কিছু জিনিস আছে; বর্তমান যুগের **ক্ষিপ্রস্পন্দিত কারবারী জীবনও** এ আবেগ প্রশমিত করতে পারে নি। জমির মালিকানার মধ্যে যে অর্থনৈতিক সার্থকতা প্রতিফলিত, এটা তার তাৎপর্য সম্বন্ধে একটা অচেতন উপলব্ধি। এর মধ্যেই ব্যক্তি একটা পাকা প্রতিষ্ঠা পায়; মাটির ভিতরে সে যেন একটা দৃঢ় শিকড় গাড়ে; প্রতিটি উদ্যোগের' (!) 'সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ভিত্তি এর মধ্যেই। জমির মালিকানার সুফল কিন্তু এইসব বৈষয়িক সুখ-সুবিধা অতিক্রম করে আরও অনেকদূর চলে যায়। কেউ যদি ভাগ্যক্রমে একখন্ড জমি নিজের বলে দাবি করতে পারে, তাহলে সে **অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কল্পনীয় সর্বোচ্চ স্তরে পেঁৗছে যায়;** তার এমন একখন্ড জমি রইল যেখানে সে **সার্বভৌমশক্তি রূপে** রাজত্ব করতে পারে; সে-ই তখন **তার নিজের প্রভু;** সে তখন খানিকটা ক্ষমতার অধিকারী, প্রয়োজনের সময় নির্ভর করবার মতন তার **নিশ্চিত সহায়** রইল; তার আত্মবিশ্বাস আর সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক বলও বৃদ্ধি পায়। এইজন্যই বর্তমান সমস্যায় সম্পত্তির গভীর তাৎপর্য... অর্থনৈতিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের সম্মুখে বর্তমানে অসহায়ভাবে উন্মুক্ত, এবং নিয়তই মালিকদের উপর নির্ভরশীল শ্রমিকেরা উপরোক্ত উপায়ে এই দুরূহ অবস্থা থেকে খানিকটা রেহাই পেতে পারে; **সে হয়ে দাঁড়াবে পুঁজিপতি;** স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা তাকে যে ক্রেডিটের পথ খুলে দেবে তা দিয়ে বেকার ও কর্মক্ষমতাহীন অবস্থায় যে বিপদের সম্মুখীন তাকে হতে হত, তার হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করবে। **সম্পত্তিবিহীনদের স্তর থেকে এইভাবে সে সম্পত্তিশালী শ্রেণীর স্তরে উন্নীত হবে'** (৬৩ পৃষ্ঠা)।

মনে হচ্ছে যে শ্রীযুক্ত জাক্স মানুষকে মূলত কৃষক বলে ধরে নিয়েছেন, নতুবা তিনি আমাদের বড় বড় শহরের শ্রমিকদের উপর মিছেমিছি জমির মালিকানার আকাঙ্ক্ষা আরোপ করতেন না, যে আকাঙ্ক্ষা আর কেউ তাদের মধ্যে দেখতে পায় নি। আমাদের বড় বড় শহরের শ্রমিকদের পক্ষে চলাচলের স্বাধীনতাটাই অস্তিত্বের প্রধান শর্ত, জমির মালিকানা তাদের পক্ষে শুধু শৃঙখলস্বরূপ। তাদের যদি নিজেদের ঘরবাড়ি করে দাও, আবার নতুন করে জমির সঙ্গে শৃঙখলিত করে ফেল, তাহলে কারখানার মালিকগণ কর্তৃক মজুরি কাটবার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিরোধের শক্তিকে ভেঙে দেওয়া হবে। ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো শ্রমিক কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার বাড়ি বিক্রি করতে সক্ষম হতে পারে, কিন্তু বড় কোনো ধর্মঘটের অথবা সর্বাত্মক

শিল্পসঙ্কটের সময়ে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রমিকদেরই বাড়ি বিক্রয়ের প্রয়োজন হবে, ফলে হয় কোনো ক্রেতাই পাওয়া যাবে না নয়ত বাড়ি বেচে দিতে হবে নির্মাণ-ব্যয়ের অনেক কম মূল্যে। আর যদি সকল শ্রমিক ক্রেতা পেয়েও যায়, তাহলেও শ্রীযুক্ত জাক্সের এই চমৎকার বাস-সংস্থান সংস্কারটা গোটাগুটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং তাঁকে আবার শুরু করতে হবে গোড়া থেকে। কিন্তু কবিরা বাস করেন কল্পলোকে, জাক্স মহাশয়ও তাই। তাঁর কল্পনাতে জমির মালিক 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সর্বোচ্চ স্তরে পেঁছে যায়'; তার 'নিশ্চিত সহায়' থাকে; সে **'হয়ে দাঁড়াবে পুঁজিপতি,** স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা তাকে যে ক্রেডিটের পথ খুলে দেবে তা দিয়ে বেকার ও কর্মক্ষমতাহীন অবস্থায় যে বিপদের সম্মুখীন তাকে হতে হত, তারই হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করবে', ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত জাক্সের উচিত ফরাসী দেশের ও আমাদের নিজেদের রাইন অঞ্চলের ক্ষুদে কৃষকদের দিকে তাকিয়ে দেখা। তাদের ঘরবাড়ি ও ক্ষেতখামার বন্ধকীর বোঝায় ভারাক্রান্ত; তাদের ফসল কাটা হবার আগেই উত্তমর্ণদের সম্পত্তিতে পরিণত; এই কৃষকেরা তাদের 'এলাকার' উপর সার্বভৌম শক্তিরূপে রাজত্ব করে না, রাজত্ব করে মহাজন, উকিল ও আদালতের পেয়াদারা। এই পরিস্থিতি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সর্বোচ্চ-কল্পনীয় স্তরের প্রতীকই বটে, তবে তা — মহাজনদেরই জন্য! আর শ্রমিকেরাও যাতে যত দ্রুত সম্ভব তাদের ছোট ছোট ঘরবাড়িগুলি মহাজনদের সেই সার্বভৌমিকতার অধীনে নিয়ে আসতে পারে, তারই জন্য আমাদের শুভবুদ্ধি প্রণোদিত জাক্স মহাশয় সযত্নে নির্দেশ করছেন সেই **ক্রেডিটের** প্রতি, যাতে করে তারা বেকারি ও কর্মক্ষমতাহীনতার সময় দেশের দরিদ্রভাণ্ডারের উপর বোঝা না হয়ে সহায়তা পেতে পারে **স্থাবর সম্পত্তি** থেকে।

সে যাই হোক, শ্রীযুক্ত জাক্স গোড়াতে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন তার সমাধান করে দিয়েছেন নিজেই: শ্রমিক ছোট একটি বাড়ির মালিকানা অর্জন করে **'হয়ে দাঁড়াবে পুঁজিপতি'।**

পুঁজি হচ্ছে অপরের অবৈতনিক শ্রমের উপর কর্তৃত্ব। শ্রমিকের ছোট বাড়িটা তাই তখনই পুঁজিতে পরিণত হতে পারে, যখন সে তা একটি তৃতীয় ব্যক্তির কাছে ভাড়া দিয়ে ভাড়া আদায়ের মারফৎ ঐ তৃতীয় ব্যক্তির শ্রমফলের

একাংশ নিজে আত্মসাৎ করে। কিন্তু তার বাড়ি পুঁজিতে পরিণত হবার পথে বাধাটি ঠিক এইখানে যে শ্রমিক স্বয়ং সে বাড়িতে বাস করে, যেমন যে মুহূর্তে দর্জির কাছ থেকে কিনে কোটটি গায়ে চড়াই, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে কোটটি আর পুঁজি নয়। একহাজার টলার মূল্যের ছোট্ট বাড়িটার মালিক যে শ্রমিক সে অবশ্য সত্যিই আর প্রলেতারীয় নয়, কিন্তু তাই বলে শ্রীযুক্ত জাক্স ছাড়া আর কেউ তাকে পুঁজিপতি বলবে না।

আমাদের শ্রমিকের মধ্যে এই যে পুঁজিবাদী অবয়ব, এর কিন্তু আর একটি দিকও আছে। ধরে নেওয়া যাক কোনো একটি শিল্পাঞ্চলে এই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে প্রত্যেকটি শ্রমিকেরই নিজস্ব একটি করে ছোট্ট বাড়ি আছে। সেই ক্ষেত্রে **ঐ এলাকার শ্রমিক শ্রেণী বিনা ভাড়ায় থাকতে পাচ্ছে;** তাদের শ্রমশক্তির মূল্যের মধ্যে তাহলে বাস-সংস্থান ব্যয় আর অন্তর্ভুক্ত হবে না। 'জাতীয় অর্থনীতির তত্ত্বের লৌহদৃঢ় নিয়মাবলীর ভিত্তিতে' শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস হলেই, অর্থাৎ কিনা শ্রমিকের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য স্থায়ীভাবে হ্রাস পেলেই তা শ্রমশক্তির মূল্য হ্রাসের সামিল, সুতরাং শেষ পর্যন্ত তদনুযায়ী তা মজুরিহ্রাসে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। ভাড়ার দরুন গড়পড়তা যে পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হবে সেই পরিমাণে গড়পড়তা মজুরিও হ্রাস পাবে, অর্থাৎ কিনা শ্রমিক ঠিক আগের মতো বাড়ির মালিককে ভাড়ার আকারে টাকা না দিলেও, যে কারখানায় সে কাজ করে সেই কারখানার মালিককে সে অবৈতনিক শ্রমের আকারে বাড়িভাড়া তুলে দিতে থাকবে। এইভাবে ছোট্ট বাড়িটিতে নিয়োজিত শ্রমিকের সঞ্চয় একটি বিশেষ অর্থে পুঁজিতে পরিণত হবে বটে, তবে সেটা শ্রমিকের জন্য নয়, তার নিয়োগকর্তা পুঁজিপতিটির জন্য পুঁজি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শ্রীযুক্ত জাক্স কাগজে-কলমে পর্যন্ত তাঁর শ্রমিককে পুঁজিপতিতে পরিণত করতে অক্ষম।

প্রসঙ্গত, যেসব তথাকথিত সমাজ সংস্কারকে সঞ্চয় পরিকল্পনায় বা শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণের মূল্য হ্রাসে দাঁড় করানো যায় তাদের সকলের ক্ষেত্রে উপরের মন্তব্য প্রযোজ্য। হয় এইসব সংস্কার করা হবে সাধারণভাবে, আর তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে মজুরি হ্রাস হবে; নয়ত তা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন একটা পরীক্ষা হয়ে থাকবে, এবং সেক্ষেত্রে

তাদের বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমী-সত্তাটা এই কথাই প্রমাণ করবে যে ব্যাপক আকারে তাকে কার্যে পরিণত করা বর্তমান পংজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খায় না। ধরে নেওয়া যাক কোনো একটি অঞ্চলে ক্রেতাদের সর্বাত্মক সমবায় প্রবর্তনের ফলে শ্রমিকদের জীবনধারণের উপকরণের ব্যয় শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস করতে পারা গেল। তাহলে শেষ পর্যন্ত ঐ এলাকায় মজুরিও মোটামুটি শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পাবে, অর্থাৎ কিনা যে পরিমাণে জীবনধারণের ঐ সকল উপকরণ শ্রমিকদের বাজেটের অন্তর্ভুক্ত সেই অনুপাতে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো শ্রমিক যদি সাপ্তাহিক মজুরির তিন-চতুর্থাংশ ঐ সকল সামগ্রীর জন্য ব্যয় করে তবে মজুরি শেষ পর্যন্ত শতকরা ৩/৪×২০=১৫ ভাগ কমবে। অর্থাৎ, যখনই এই ধরনের কোনো সাশ্রয়ী সংস্কার ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়, তখনই যতটা পরিমাণে এই সাশ্রয়ের দরুন জীবনধারণের ব্যয় হ্রাস হল সেই পরিমাণে শ্রমিকদের মজুরিও হ্রাস পাবে। প্রত্যেক শ্রমিক যদি সাশ্রয়ের দ্বারা বছরে ৫২ টলার স্বতন্ত্র আয় করতে পারে, তাহলে তার সাপ্তাহিক মজুরি শেষ পর্যন্ত হ্রাস পাবে এক টলার। সুতরাং, সে যতই সঞ্চয় করবে সেই অনুপাতে তার মজুরি কমতে থাকবে। সে তাই সঞ্চয় করছে নিজ স্বার্থে নয়, পুঁজিপতির স্বার্থে। 'তার মনের মধ্যে সবচেয়ে প্রবলভাবে... প্রাথমিক অর্থনৈতিক গুণ, সঞ্চয়প্রবৃত্তি... জাগাবার জন্য' এছাড়া আর কী দরকার? (৬৪ পৃষ্ঠা)।

অধিকন্তু, শ্রীযুক্ত জাক্স-ও একটু পরে আমাদের বলছেন যে, শ্রমিকেরা বাড়ির মালিক হবে ততটা নিজেদের স্বার্থে নয় যতটা পুঁজিপতিদের স্বার্থে:

> 'সে যাই হোক, যথাসম্ভব বেশি সংখ্যক লোক জমির সঙ্গে বাঁধা থাক' (!)—'এটা শুধু শ্রমিক শ্রেণীর নয়, সমগ্র সমাজেরই সর্বাধিক স্বার্থ' (আমার ইচ্ছে হয় একবার অন্তত স্বয়ং শ্রীযুক্ত জাক্সকে এই অবস্থায় দেখি)... 'শ্রমিকেরা যদি এই পদ্ধতিতে নিজেরাই সম্পত্তিবান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়... তাহলে আমাদের পদতলে ধূমায়মান সামাজিক সমস্যা নামে কথিত আগ্নেয়গিরিতে যা কিছু অগ্নি সংযোগ করে সেইসব গূঢ় শক্তি, প্রলেতারীয় তিক্ততা, বিদ্বেষ, ভাবধারার বিপজ্জনক বিভ্রান্তি...—সমস্ত কিছু প্রভাত-সূর্যের আলোকে অপসৃয়মাণ কুয়াশার মতন বিদূরিত হয়ে যাবে' (৬৫ পৃষ্ঠা)।

অন্যভাবে বলতে গেলে শ্রীযুক্ত জাক্স আশা করছেন যে, বাড়ির মালিকানা অর্জনের ফলে শ্রমিকদের প্রলেতারীয় অবস্থিতির যে পরিবর্তন

ঘটবে তার ফলে তারা প্রলেতারীয় চরিত্রটুকুও হারিয়ে পুনরায় তাদের বাড়ি-মালিক পূর্বপুরুষদের মতো বশংবদ তাঁবেদারে পরিণত হবে। প্রুধোঁপন্থীরা কথাটা যেন হৃদয়ঙ্গম করেন।

শ্রীযুক্ত জাক্সের বিশ্বাস তিনি এইভাবে সামাজিক সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন:

> '**দ্রব্যসামগ্রীর ন্যায্যতর ভাগবাঁটোয়ারা,** স্ফিংসের এই যে ধাঁধার সমাধানে অতীতে এত লোক ব্যর্থ চেষ্টা করেছে, তা কি এখন একটা প্রত্যক্ষ বাস্তব হিসেবে বোধ হচ্ছে না? তাকে কি আদর্শের কল্পলোক থেকে এইভাবে বাস্তবের রাজ্যে আনা হচ্ছে না? আর এটা যদি কাজে পরিণত হয়, তবে তার অর্থ কি সেই উচ্চতম লক্ষ্যসিদ্ধি নয়, যাকে **চরমপন্থী সমাজতন্ত্রীরা** পর্যন্ত **তাদের তত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত** বলে উপস্থিত করে থাকে?' (৬৬ পৃষ্ঠা)।

আমাদের সত্যই সৌভাগ্য যে আমরা এতদূর অবধি উঠেছি, কেননা এই জয়ধ্বনিই শ্রীযুক্ত জাক্সের পুস্তকের 'চরম সিদ্ধান্ত'। এখন থেকে আমরা আবার 'আদর্শের কল্পলোক' থেকে বাস্তবতার সমতলভূমিতে ধীরে ধীরে অবতরণ করব এবং অবতরণ করার পর দেখতে পাব যে আমাদের অনুপস্থিতিকালে কিছুই পরিবর্তিত হয় নি, একেবারে কিছুই না।

পথপ্রদর্শক আমাদের প্রথম ধাপ অবতরণ করাচ্ছেন এই জানিয়ে যে, শ্রমিকদের বাসগৃহের মধ্যে দুইটি ধরন আছে: কুটির প্রথা, যাতে প্রত্যেকটি শ্রমিক পরিবারের একটি করে ছোট বাড়ি এবং সম্ভব হলে ছোট্ট একটি বাগানও থাকে, যেমন ইংলণ্ডে রয়েছে; আর বড় বড় ভাড়াবাড়ির ব্যারাক-প্রথা, যেখানে অসংখ্য শ্রমিক বাস করে, যেমন প্যারিস, ভিয়েনা ইত্যাদিতে আছে। উত্তর জার্মানিতে যে ব্যবস্থা প্রচলিত তা এই দুই প্রথার মাঝামাঝি। জাক্স মহাশয় আমাদের এ কথা বলছেন সত্যি, যে কুটির-প্রথাটাই একমাত্র সঠিক প্রথা, **একমাত্র প্রথা** যার মধ্যে প্রত্যেকটি শ্রমিক তার নিজ গৃহের মালিকানা অর্জন করতে পারে; তাছাড়া তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ব্যারাক-প্রথার ভিতর স্বাস্থ্যরক্ষা, নৈতিক জীবন এবং গার্হস্থ্য শান্তির ব্যাপারে অনেক গুরুতর অসুবিধাও থাকে। কিন্তু হায়, হায়! তিনি বলছেন যে গৃহসংকটের কেন্দ্রস্থলে বড় বড় শহরে জমির চড়া দামের জন্য কুটির-প্রথা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয়; অতএব এই সকল জায়গায় যদি বড় বড়

ব্যারাকের পরিবর্তে চার থেকে ছয়টি ফ্ল্যাট যুক্ত বাড়ি নির্মাণ করা যায়, অথবা যদি নানাবিধ সুচতুর নির্মাণ-কৌশল প্রয়োগে ব্যারাক-প্রথার প্রধান প্রধান অসুবিধাগুলির কিছুটা উপশম করা যায়, তাহলেই খুশি হওয়া উচিত (৭১-৯২ পৃষ্ঠা)।

আমরা ইতিমধ্যেই খানিকটা নেমে এসেছি, নয় কি? শ্রমিকের পুঁজিপতিতে রূপান্তর, সামাজিক সমস্যার সমাধান, প্রত্যেকটি শ্রমিকের জন্য নিজস্ব একখানা বাড়ি—এসবই পেছনে, 'আদর্শের কল্পলোকে', উঁচুতে ফেলে আসা হল। এখন আমাদের করণীয় শুধু গ্রামাঞ্চলে কুটির-প্রথার প্রবর্তন এবং শহরাঞ্চলে শ্রমিক ব্যারাকগুলিকে যতটা সম্ভব সহনযোগ্য করে তোলা।

সুতরাং, বাস-সংস্থান সমস্যার বুর্জোয়া সমাধান তাদের নিজেদের স্বীকৃতিতেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, কারণ হল **শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বৈপরীত্য।** এইখানেই আমরা সমস্যার মূল কেন্দ্রে উপনীত হচ্ছি। আজকের পুঁজিবাদী সমাজ শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বৈপরীত্যকে যে চরম বিন্দুতে এনে ফেলেছে, তার অবসানের দিকে অগ্রসর হবার উপযোগী সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হলেই বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান হতে পারে। এই বৈপরীত্যের অবসান দূরে থাক, পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিদিন একে তীব্রতর করতে বাধ্য হয়। প্রথম আধুনিক ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা, যথা ওয়েন এবং ফুরিয়ে এটা তখনই সঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন। তাঁদের আদর্শ কাঠামোয় শহর ও গ্রামের বৈপরীত্য লোপ পেয়েছিল। সুতরাং, শ্রীযুক্ত জাক্স যে মত প্রচার করছেন, তার বিপরীতটাই ঘটে; বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সমস্যারও সমাধান করে, এ কথা সত্য নয়; বরং সামাজিক সমস্যার সমাধান হলে পরেই, অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির অবসান ঘটাতে পারলেই, শুধু বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। আধুনিক বড় বড় শহর বজায় রাখবার সঙ্গে সঙ্গে বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের আকাঙ্ক্ষা আজগবি। অথচ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির অবসান হলেই কিন্তু আধুনিক মহানগরীর অবসান হবে, আর তা একবার শুরু হলে প্রত্যেক শ্রমিককে শুধু ছোট্ট একটা বাড়ি দেবার প্রশ্ন নয়, একেবারেই পৃথক সব সমস্যা দেখা দেবে।

গোড়াতে প্রত্যেক সমাজ-বিপ্লবকেই অবশ্য তদানীন্তন পরিস্থিতি থেকে শুরু করতে হয়, এবং হাতের কাছে যা উপায় থাকে তা দিয়েই দূর করতে হয় সবচেয়ে জরুরী ব্যাধিগুলিকে। আর আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে বাসস্থান **সংকটের** সমাধান এখনই হতে পারে, যদি সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির বিলাসভবনের একাংশ থেকে তাদের অধিকারচ্যুত করা যায় এবং বাকি অংশে করা হয় বাধ্যতামূলকভাবে অপরের বসতির ব্যবস্থা।

শ্রীযুক্ত জাক্স যদি এর পর তাঁর আলোচনার জের টেনে আরেকবার বড় বড় শহরকে ছাড়ান দিয়ে শহরের **কাছাকাছি** শ্রমিক উপনিবেশ নির্মাণ সম্পর্কে বাগাড়ম্বর বক্তৃতা করতে থাকেন; তিনি যদি এ ধরনের শ্রমিক উপনিবেশের সকল মাধুরীর বর্ণনা করতে থাকেন — যেখানে থাকছে সকলের জন্য 'জল সরবরাহ, গ্যাসের আলো, বায়ুপ্রবাহ অথবা জল গরমের ব্যবস্থা, ধোপাখানা, কাপড় শুকোবার ঘর, স্নানাগার ইত্যাদি', প্রতি উপনিবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'শিশু-পরিচর্যা কেন্দ্র, স্কুল, প্রার্থনাগৃহ' (!), 'পাঠাগার, লাইব্রেরি... সুরা ও বিয়র হল, যথাবিহিত মর্যাদাযুক্ত নাচগানের ঘর'; প্রত্যেকটি বাড়িতে সংযুক্ত বাষ্পশক্তি, যা দিয়ে 'কিছু কিছু পরিমাণে কারখানা থেকে ফের গার্হস্থ্য কর্মশালায় উৎপাদনের কাজ টেনে আনা যেতে পারে' — তাহলেও কিন্তু পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। তিনি যে উপনিবেশের বর্ণনা করলেন তা সমাজতন্ত্রী ওয়েন ও ফুরিয়েের কাছ থেকে শ্রীযুক্ত হুবারের সরাসরি ধার-করা, কেবল সমাজবাদী প্রত্যেকটি ব্যাপার বাদ দিয়ে তাকে তিনি দিয়েছেন পুরোপুরি একটা বুর্জোয়া চরিত্র। ফলে অবশ্য উপনিবেশটা বাস্তবিকই ইউটোপিয়ায় পরিণত হয়েছে। কোনো পুঁজিপতিরই এই রকম উপনিবেশ স্থাপনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। ফ্রান্সের গিজ্-এ ছাড়া দুনিয়ার কোথায়ও বাস্তবে এই ধরনের উপনিবেশের অস্তিত্বও নেই; আর সেটিও নির্মিত হয়েছিল সমাজবাদী পরীক্ষা হিসেবে ফুরিয়েের এক অনুগামীর দ্বারা, মুনাফার খাতিরে নয়।* তাঁর বুর্জোয়া প্রকল্প-জল্পনার সমর্থনে

* এটিও অবশ্য শেষ পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর শোষণেরই এক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ১৮৮৬ সালের প্যারিসের *Socialiste* (১৭) পত্রিকাটি দেখুন। (১৮৮৭ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

শ্রীযুক্ত জাক্স পঞ্চম দশকের গোড়াতে ওয়েন কর্তৃক হ্যাম্পশায়ারে প্রতিষ্ঠিত এবং বহুদিন-বিলুপ্ত কমিউনিস্ট উপনিবেশ 'Harmony Hall'-এর (১৮) দৃষ্টান্তও উল্লেখ করতে পারতেন।

যাই হোক, উপনিবেশ গঠনের এইসব বুলি কিন্তু 'আদর্শের কল্পলোকে' পের উড়ে যাবার পঙ্গু প্রচেষ্টার চেয়ে বেশি কিছু নয়, আবার সঙ্গে সঙ্গেই সে চেষ্টা পরিত্যাগও করতে হয়। আমরা পুনরায় দ্রুতবেগে নিচে নামতে থাকি। এবার সহজতম সমাধান হচ্ছে এই যে,

'নিয়োগকর্তাদের, ফ্যাক্টরি মালিকদের উচিত শ্রমিকদের যথাযোগ্য বাসগৃহ সংগ্রহ করতে সাহায্য করা, তা তাঁরা নিজেরাই বাড়ি বানিয়ে দিন, অথবা জমি জোগান দিয়ে এবং গৃহনির্মাণের পুঁজি আগাম দিয়ে নিজেদের বাসগৃহ বানাতে শ্রমিকদের সাহায্যই করুন, ইত্যাদি' (১০৬ পৃষ্ঠা)।

এই কথা বলার মানে হল আমরা আবার শহর থেকে বার হয়ে গ্রামে ফিরে গেলাম, কেননা শহরে তার প্রশ্নই ওঠে না। এরপর শ্রীযুক্ত জাক্স প্রমাণ করছেন যে শ্রমিকদের বাসযোগ্য গৃহ সংগ্রহ করতে সাহায্য করাটা মালিকদেরই স্বার্থ, কেননা একদিকে এটা হল লাভজনক পুঁজি বিনিয়োগ, এবং অন্যদিকে এর অবশ্যম্ভাবী

'ফলস্বরূপ শ্রমিকদের উন্নয়নে... তাদের মানসিক ও শারীরিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যা স্বভাবতই... মালিকদের পক্ষেও কম... সুবিধাজনক হবে না। এতে করে বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মালিকদের অংশগ্রহণের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিটা দেওয়া হচ্ছে। এটা দেখা দিচ্ছে **অন্তর্নিহিত সংযোগের** ফলস্বরূপ, শ্রমিকদের শারীরিক, আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য মালিকদের প্রযত্নের ফলস্বরূপ যা সাধারণত ঢাকা থাকে মানবহিতৈষী প্রচেষ্টার আবরণে আর যা নিজেই নিজের আর্থিক পুরস্কারস্বরূপ, কারণ তার সুফল হল পরিশ্রমী, দক্ষ, কর্মেচ্ছুক, সন্তুষ্ট এবং **অনুগত** শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি ও পালন' (১০৮ পৃষ্ঠা)।

হুবার 'অন্তর্নিহিত সংযোগ' (১৯) এই বাক্যাংশটি দিয়ে বুর্জোয়া হিতবাদী প্রলাপে যে 'উন্নত তাৎপর্য' আরোপ করার চেষ্টা করেছেন তাতে পরিস্থিতির কোনোই পরিবর্তন হয় না। সে বাক্যাংশ ছাড়াই বড় বড় গ্রামীণ ফ্যাক্টরির মালিকেরা, বিশেষ করে ইংলন্ডে, বহুপূর্বেই বুঝতে পেরেছিল যে, শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ শুধু প্রয়োজনই নয়, শুধু ফ্যাক্টরির

সাজ-সরঞ্জামের অঙ্গই নয়, লাভজনকও বটে। ইংলণ্ডে অনেক গ্রাম গোটাটাই এইভাবে গড়ে উঠেছিল, কয়েকটা পরে শহরেও পরিণত হয়েছে। শ্রমিকেরা কিন্তু এর দরুন মানবহিতৈষী পুঁজিপতিদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে এই 'কুটির-প্রথার' বিরুদ্ধে সর্বদাই রীতিমত আপত্তি জানিয়ে এসেছে। ফ্যাক্টরির মালিকদের প্রতিযোগী না থাকাতে ঘরবাড়ির জন্য শ্রমিকেরা শুধু যে একচেটিয়ার প্রাপ্য দাম দিতে বাধ্য হয় তাই নয়, ধর্মঘট শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা গৃহচ্যুত হয়ে পড়ে, কেননা ফ্যাক্টরির মালিক তাদের বিনা বাক্যব্যয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেয় যার ফলে প্রতিরোধ হয়ে ওঠে কঠিন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আমার 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' পুস্তকে ২২৪ এবং ২২৮ পৃষ্ঠা থেকে অধ্যয়ন করা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত জাক্স অবশ্য মনে করেন যে, এই সকল 'আপত্তি বলতে গেলে খণ্ডন করারও যোগ্য নয়' (১১১ পৃষ্ঠা)। কিন্তু তিনি কি শ্রমিককে তার ছোট্ট বাড়িটির মালিকে পরিণত করতে চান না? নিশ্চয় চান। কিন্তু যেহেতু 'নিয়োগকর্তার পক্ষে সর্বদাই বাসগৃহ বিলিবণ্টনের অধিকার থাকা দরকার, যাতে বরখাস্ত শ্রমিকের পরিবর্তে যে শ্রমিক আসবে তাকে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়', তাই... 'এই ধরনের ক্ষেত্রে **মালিকানা চুক্তির দ্বারা প্রত্যাহারযোগ্য,** এই শর্তটা আরোপ করা' ছাড়া আর কিছু করার নেই* (১১৩ পৃষ্ঠা)।

এবার আমরা হঠাৎ ধপ করে নেমে পড়েছি। প্রথমে বলা হয়েছিল যে

---

* এই ব্যাপারেও ইংরেজ পুঁজিপতিরা শ্রীযুক্ত জাক্সের বাঞ্ছিত কামনা যে অনেক পূর্বেই পূরণ করেছে তাই নয়, তাকে অতিক্রম করে অনেকদূর এগিয়েও গিয়েছে। ১৮৭২ সালে ১৪ অক্টোবর সোমবার মরপেথ্-এ পার্লামেণ্টীয় নির্বাচনে ভোটদাতাদের তালিকা স্থির করার উদ্দেশ্যে আদালতকে এই তালিকায় নাম তোলবার জন্য ২,০০০ খনি শ্রমিকদের তরফ থেকে এক দরখাস্ত বিচার করতে হয়। এই প্রসঙ্গে প্রকাশ পেল যে এই শ্রমিকদের অধিকাংশ, যে খনিতে নিযুক্ত সেই খনির নিয়ম অনুযায়ী, যে বাড়িতে তারা বাস করে তার **ইজারাদার বলে** গণ্য হতে পারে **না,** তাদের বসবাস হল বাড়ির মালিকদের **দয়া সাপেক্ষ;** এবং যে কোনো সময় বিনা নোটিসে তাদের উচ্ছেদ করা চলে। (খনি মালিক এবং বাড়ির মালিক অবশ্য স্বভাবতই এক ব্যক্তি।) বিচারক রায় দিলেন যে এরা ইজারদার নয়, **ভৃত্য মাত্র,** এবং সেই কারণে এরা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকারী নয়। *(Daily News,* (২০) ১৫ অক্টোবর, ১৮৭২।) (এঙ্গেলসের টীকা।)

শ্রমিকদের নিজস্ব ছোট্ট বাড়িটির মালিক হওয়া উচিত, পরে আমরা অবগত হলাম যে শহরে তা অসম্ভব এবং শুধু গ্রামাঞ্চলেই সম্ভব হতে পারে, এবং এখন আমাদের বলা হল যে গ্রামাঞ্চলেও এই মালিকানা 'চুক্তির দ্বারা **প্রত্যাহারযোগ্য'** হওয়া উচিত! শ্রীযুক্ত জাক্স কর্তৃক শ্রমিকদের জন্য এই নতুন ধরনের সম্পত্তি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিকদের 'চুক্তির দ্বারা প্রত্যাহারযোগ্য' পুঁজিপতিতে এই রূপান্তরণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার সমতল ভূমিতে নিরাপদে পৌঁছে গেছি। এইবার আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে, বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের জন্য পুঁজিপতি এবং অন্যান্য মানবহিতৈষীরা **বাস্তবে** কী করেছে।

২

আমাদের ডক্টর জাক্সকে যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে বলতে হয় এই ভদ্রমহোদয়গণ, অর্থাৎ পুঁজিপতিরা, বাসস্থানের অভাবের প্রতিকারে ইতিমধ্যে অনেক কিছু করেছে এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে যে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান সম্ভব তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

সর্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত জাক্স... বোনাপার্টীয় ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন! এ কথা সুবিদিত যে, প্যারিস বিশ্বপ্রদর্শনীর সময়ে লুই বোনাপার্ট এক কমিশন নিয়োগ করেছিলেন বাহ্যত ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করবার জন্য, কিন্তু আসলে সাম্রাজ্যের গৌরববৃদ্ধির জন্য তাদের অবস্থাকে পরম সুখময় বলে বর্ণনা করবার উদ্দেশ্যে। বোনাপার্টপন্থার চরমতম দুর্নীতিপরায়ণ সেবকদের নিয়ে গঠিত এই কমিশনের রিপোর্টেরই শ্রীযুক্ত জাক্স উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে এই কারণে যে, কমিশনের অনুসন্ধানের ফলাফল 'ভারপ্রাপ্ত কমিশনের **নিজের বিবৃতি** অনুযায়ী সমগ্র ফরাসী দেশের ক্ষেত্রে মোটামুটি সুসম্পূর্ণ'! এবং কী সেই ফলাফল? যে-উননব্বইজন বড় বড় শিল্পপতি বা জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি তথ্য সরবরাহ করেছেন, তার মধ্যে একত্রিশ জন শ্রমিকদের জন্য **কোনোরূপ** বাসগৃহই নির্মাণ করেন নি। জাক্সের নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী যে বাড়িগুলি তৈরি হয়েছে

তাতে বড়জোর ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ লোক থাকে, আর প্রায় কোনোটিতেই পরিবার-পিছু দুই কামরার বেশি জায়গা নেই!

এ কথা সুস্পষ্ট যে স্বীয় শিল্পের পরিস্থিতির দরুন—জলশক্তি, কয়লাখনি, লৌহ-আকরিক এবং অন্যান্য খনিজের অবস্থিতি ইত্যাদির কারণে—কোনো একটি গ্রামীণ অঞ্চলে যে-পুঁজিপতিদের বাঁধা থাকতে হয়, তাদের প্রত্যেককেই ঘরবাড়ির অন্য ব্যবস্থা না থাকলে নিজের শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ বানাতে হবে। এর মধ্যে 'অন্তর্নিহিত সংযোগ', 'এই প্রশ্ন এবং তার ব্যাপক তাৎপর্যের ক্রমবর্ধমান উপলব্ধির মুখর সাক্ষ্য', 'আশাপ্রদ সূচনা' (১১৫ পৃষ্ঠা)—এসবের প্রমাণ পেতে হলে আত্মপ্রবঞ্চনার অত্যন্ত সুপটু অভ্যাস প্রয়োজন। তাছাড়া এই ব্যাপারেও বিভিন্ন দেশের শিল্পপতিদের মধ্যে তাদের জাতীয় চরিত্র অনুযায়ী তফাৎ আছে। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীযুক্ত জাক্স আমাদের জানাচ্ছেন (১১৭ পৃষ্ঠা):

'**ইংলণ্ডে অত্যন্ত সাম্প্রতিক কালেই** মালিকদের তরফ থেকে এই ব্যাপারে বর্ধিত ক্রিয়াকলাপ দেখা গেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় দূরবর্তী পাড়াগাঁ সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য... শ্রমিকদের জন্য মালিকেরা যে বাসগৃহ **নির্মাণ করছে** তার প্রধান প্রেরণা হল এই যে, অন্যথায় শ্রমিকেরা নিকটবর্তীতম গ্রাম থেকে কারখানা অবধি এতদূর হেঁটে আসতে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ত যে তারা যথেষ্ট কাজ করতে পারত না। তবে অবশ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে **গভীরতর উপলব্ধিসম্পন্ন** লোকের সংখ্যা, যারা বাসস্থান **সংস্কারের** সঙ্গে অন্তর্নিহিত সংযোগের মোটামুটি অন্যান্য সব উপাদানগুলিকেও মিলিয়ে নেয়, তাদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে আর বর্ধিষ্ণু উপনিবেশগুলির প্রতিষ্ঠার গৌরব এই লোকগুলিরই প্রাপ্য... হাইড-এর অ্যাশ্‌টন, টার্টন-এর অ্যাশ্‌ওয়ার্থ, বুরির গ্র্যাণ্ট, বলিংটনের গ্রেগ, লিড্‌স-এর মার্শাল, বেল্‌পার-এর স্ট্রাট, সল্‌টেয়ার-এর সল্‌ট, কোপলির অ্যাক্‌রয়েড প্রভৃতিদের নাম এই কারণেই গোটা যুক্তরাজ্যে সুপরিচিত।'

ধন্য সরলতা এবং আরো ধন্য অজ্ঞতা! ইংরেজ গ্রামীণ ফ্যাক্টরি-মালিকেরা, নাকি শুধু 'অত্যন্ত সাম্প্রতিক কালে' শ্রমিকদের বাসগৃহ বানাতে শুরু করেছে! না, প্রিয় বন্ধু জাক্স, ইংরেজ পুঁজিপতিরা শুধু টাকার থলির দিক দিয়ে নয়, মগজের বিচারেও সত্যই বৃহৎ শিল্পপতি। জার্মানিতে সত্যকারের বৃহদায়তন শিল্প উদ্ভবের অনেক আগেই তারা বুঝতে পেরেছিল যে, গ্রামীণ জেলাগুলিতে কারখানার উৎপাদন চালাতে হলে শ্রমিকদের

বাসগৃহের জন্য টাকা খরচটা হল নিয়োজিত মোট পুঁজির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অত্যন্ত লাভজনকও বটে। বিসমার্ক ও জার্মান বুর্জোয়াদের মধ্যেকার সংগ্রাম জার্মান শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকার এনে দেবার অনেক আগেই, ইংরেজ ফ্যাক্টরি, খনি ও ঢালাই কারখানার মালিকদের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, একই সঙ্গে শ্রমিকদের বাড়িওয়ালা হতে পারলে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপরে কতখানি চাপ দেওয়া সম্ভব। গ্রেগ, অ্যাশ্‌টন ও অ্যাশ্‌ওয়ার্থের 'বর্ধিষ্ণু উপনিবেশগুলি' এতই 'সাম্প্রতিক' যে চল্লিশ বছর আগেই বুর্জোয়ারা এগুলিকে আদর্শ বলে অভিনন্দিত করেছিল, যে কথা আমি নিজেই আটাশ বছর আগে লিখেছি। ('ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২২৮-২৩০, টীকা।) মার্শাল এবং অ্যাক্‌রয়েডের (তিনি Akroyd বানান করেন, Ackroyd নয়) উপনিবেশগুলিও প্রায় সমান প্রাচীন; আর স্ট্রাটেরটি আরও বেশি পুরনো, তার শুরু গত শতাব্দীতে। ইংলণ্ডে যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীর বাসগৃহের গড়পড়তা আয়ু চল্লিশ বছর বলে ধরা হয়, তাই শ্রীযুক্ত জাক্স আঙুল গুনেই হিসাব করে দেখতে পারেন এই 'বর্ধিষ্ণু উপনিবেশগুলির' আজ কী ভগ্নদশা। তাছাড়া এই উপনিবেশগুলির অধিকাংশেরই অবস্থিতি আজ আর গ্রামাঞ্চলে নয়। শিল্পের বিপুল প্রসার এদের বেশির ভাগকে চারদিক থেকে ফ্যাক্টরি ও বাড়িঘর দিয়ে এমন করে বেড়াজালে ঘিরে ফেলেছে যে এরা আজ ২০,০০০ বা ৩০,০০০, এমনকি ততোধিক অধিবাসীর দ্বারা অধ্যুষিত নোংরা, ধূম্রমলিন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। কিন্তু তাসত্ত্বেও শ্রীযুক্ত জাক্স যার প্রতিনিধি সেই জার্মান বুর্জোয়া বিজ্ঞানের পক্ষে আজ ১৮৪০ সালের ইংরেজ-মহলে প্রচলিত সেই প্রশস্তি-গাথার ভক্তিপ্লুত পুনরাবৃত্তি আটকায় না যা বাস্তবে আজ আর প্রযোজ্য নয়।

আর, দৃষ্টান্ত দেয়া হচ্ছে কি না বুড়ো অ্যাক্‌রয়েডের! এই গুণী ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই সেরা মানবহিতৈষী ছিলেন। তিনি তাঁর শ্রমিকদের, বিশেষ করে নারী-শ্রমিকদের এতই ভালবাসতেন যে ইয়র্কশায়ারে তাঁর অপেক্ষাকৃত কম মানবহিতৈষী প্রতিযোগীরা তাঁর সম্পর্কে বলে বেড়াত যে তিনি শুধুমাত্র নিজের সন্তানদের দিয়েই কারখানা চালু রাখছেন! এ কথা সত্য যে শ্রীযুক্ত জাক্স এই মর্মে মতপ্রকাশ করেছেন যে, এইসব বর্ধিষ্ণু উপনিবেশগুলিতে

'জারজ সন্তানের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে' (১১৮ পৃষ্ঠা)। হ্যাঁ, **বিবাহ বন্ধনের বাইরে** জাত জারজ সন্তানের সংখ্যা কমেছে বটে, কেননা ইংলণ্ডের শিল্পাঞ্চলে সুন্দরী মেয়েদের অতি অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়।

ইংলণ্ডে গত ষাট বছর বা ততোধিক কাল ধরে প্রতিটি বড় গ্রামীণ ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠার **সঙ্গে সঙ্গেই** তার কাছাকাছি শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ফ্যাক্টরি-গ্রামের অনেকগুলি পরবর্তীকালে এক-একটা গোটা ফ্যাক্টরি-শহরের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, এবং ফ্যাক্টরি-শহর যতকিছু কুফলের জন্ম দেয় তা সবই জন্মেছে সেখানে। সুতরাং, এইসব উপনিবেশ বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান তো করেই নি, বরং এই সমস্ত অঞ্চলে **সমস্যাটার সৃষ্টিই ঘটিয়েছে** আসলে এরাই **প্রথম**।

অন্যদিকে, বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে যেসব দেশ কোনোক্রমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ইংলণ্ডের বহু পেছনে চলেছে, বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে যাদের বাস্তব পরিচয় কেবল ১৮৪৮ সালের পরেই, সেই ফ্রান্সে এবং বিশেষ করে জার্মানিতে অবস্থাটা সম্পূর্ণ পৃথক। এইসব দেশে শুধুমাত্র সুবৃহৎ ইস্পাত-কারখানাগুলি শ্রমিকদের বাসগৃহ কিছুটা নির্মাণ করেছে, তাও অনেক দ্বিধার পর, যেমন করেছে ক্রেজো-তে শ্নাইদার এবং এসেন-এ ক্রুপের কারখানা। গ্রাম্য শিল্পপতিদের অধিকাংশই গ্রীষ্ম, বর্ষা ও তুষারের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের মাইলের পর মাইল হেঁটে প্রতিদিন সকালে কারখানায় আসা এবং সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে যাওয়া চলতে দিচ্ছে। এই রকম ব্যবস্থা বিশেষ করে দেখা গিয়েছে পাহাড়ী এলাকায়, ফরাসী এবং অ্যালসেসিয়ান ভগেজ জেলাগুলিতে, ভুপার, জিগ, আগার, লেন, এবং রাইনল্যাণ্ড-ভেস্টফালিয়ার নদীগুলির উপত্যকায়। এর্ৎসগেবির্গে অঞ্চলেও সম্ভবত পরিস্থিতি কিছুতেই এর চেয়ে ভালো নয়। জার্মান এবং ফরাসী, উভয়ের মধ্যেই একই হীন কঞ্জুসতা দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত জাক্স ভালো করেই জানেন যে, এই অতি আশাপ্রদ সূচনার তথা বর্ধিষ্ণু উপনিবেশগুলির প্রায় কোনো তাৎপর্য নেই। তাই তিনি এখন পুঁজিপতিদের কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন যে তারা শ্রমিকদের জন্য

বাসগৃহ বানিয়ে মোটা ভাড়া আদায় করতে পারে। অর্থাৎ, তিনি শ্রমিকদের প্রবঞ্চনা করার নতুন রাস্তা এদের বাতলে দেবার চেষ্টায় আছেন।

প্রথমত তিনি এদের কাছে তুলে ধরেছেন লণ্ডনের আধা-জনহিতৈষী এবং আধা-ফাটকাবাজ কয়েকটি গৃহনির্মাণ সমিতির দৃষ্টান্ত, যারা শতকরা চার থেকে ছয় ভাগ বা তারও বেশি হারে নিট মুনাফা অর্জন করেছে। আমাদের কাছে শ্রীযুক্ত জাক্সের এটা প্রমাণ করার কোনোই দরকার নেই যে, শ্রমিকদের বাড়ি বানানোর পেছনে নিয়োজিত পুঁজি থেকে ভালো মুনাফা পাওয়া যায়। পুঁজিপতিরা যে শ্রমিকদের গৃহনির্মাণের জন্য আরও বেশি করে পুঁজি নিয়োগ করে না, তার কারণ হচ্ছে এই যে, অধিকতর ব্যয়সাধ্য বাসগৃহ নির্মাণ করলে মুনাফা জোটে আরও চড়া হারে। ধনিকদের কাছে শ্রীযুক্ত জাক্সের আবেদন তাই ফের নীতি-উপদেশ বিতরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

দেখা যাচ্ছে, যাদের জাঁকালো সাফল্য সম্পর্কে শ্রীযুক্ত জাক্স এত জোরে জয়ঢাক বাজালেন লণ্ডনের সেই গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি তাঁর দেওয়া হিসাব মতোই, সব রকমের গৃহনির্মাণী ফাটকা এর মধ্যে ধরে, মোট ২,১৩২টি পরিবার ও ৭০৬টি একক ব্যক্তি অর্থাৎ ১৫,০০০-এরও কম লোকের জন্য গৃহসংস্থান করেছে! যখন কিনা লণ্ডনের একমাত্র ইস্ট্ এণ্ড্-এই দশ লক্ষাধিক শ্রমিক জঘন্যতম বাসস্থানে বাস করছে, তখন এই ধরনের ছেলেমানুষীকে দারুণ সাফল্য হিসেবে জার্মানিতে কতই না গুরুত্ব দিয়ে পেশ করা হচ্ছে! মানবহিতৈষী এইসব প্রচেষ্টা সব মিলিয়ে বাস্তবে এতই শোচনীয় আর তুচ্ছ যে, শ্রমিক শ্রেণী সম্পর্কে ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টীয় রিপোর্টে এসবের উল্লেখটুকু পর্যন্ত করা হয় না।

সমগ্র অধ্যায়টিতেই লণ্ডন সম্পর্কে যে হাস্যকর অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে সে সম্বন্ধে এখানে আমরা আলোচনা করতে চাই না। শুধু একটি কথা। শ্রীযুক্ত জাক্সের মতে সোহো-তে একক ব্যক্তিদের জন্য আবাসগৃহ ব্যবসা গোটাতে বাধ্য হয়েছে, কেননা নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে 'ব্যাপক সংখ্যায় খদ্দের পাবার কোন আশাই ছিল না'। জাক্স মহাশয়ের ধারণা এই যে লণ্ডনের ওয়েস্ট্ এণ্ড্ অঞ্চলটি গোটাটাই এক বিরাট বিলাস নগরী, সেখানে শোভনতম রাজপথের পেছনেই যে সবচেয়ে নোংরা শ্রমিক-বসতি দেখা যায়, সোহো যার

অন্যতম, তা তিনি জানেন না। সোহো-র যে আদর্শ আবাসগৃহটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তার সম্বন্ধে তেইশ বছর আগেই আমি অবহিত ছিলাম। গোড়াতে অনেকেই সেখানে যাতায়াত করত, তবু এটা উঠে যাবার কারণ এই যে, সেখানে কেউ একে বরদাস্ত করতে পারল না, যদিও এটাই ছিল উৎকৃষ্টদের অন্যতম।

কিন্তু অ্যালসেসের অন্তর্গত ম্যুল্‌হাউজেন-এর শ্রমিক-নগরীটি নিশ্চয় সাফল্য অর্জন করেছে, নয় কি?

অ্যাশ্‌টন, অ্যাশ্‌ওয়ার্থ, গ্রেগ প্রমুখের একদা-'বর্ধিষ্ণু উপনিবেশ' যেমন ইংরেজ বুর্জোয়াদের দেখাবার মতো বস্তু ছিল, তেমনই ম্যুল্‌হাউজেন-এর শ্রমিক-নগরীটি হল ইউরোপ মহাদেশীয় বুর্জোয়াদের সেরা প্রদর্শনী। দুঃখের বিষয় ম্যুল্‌হাউজেনের দৃষ্টান্তটি 'অন্তর্নিহিত' সংযোগের নয়, দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্য (২১) এবং অ্যালসেসের পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রকাশ্য মিলনেরই ফল। এটি লুই বোনাপার্টের সমাজবাদী নিরীক্ষাগুলির অন্যতম, এর এক-তৃতীয়াংশ পুঁজি রাষ্ট্রের দ্বারা লগ্নী করা হয়েছিল। চৌদ্দ বছরে (১৮৬৭ পর্যন্ত) এখানে ৮০০টি ছোট বাড়ি তৈরি হয়েছে, তাও আবার ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা অনুযায়ী—আর ইংলণ্ডে এমনটা হওয়া অসম্ভব, কেননা তারা এই বিষয়ে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল; তেরো থেকে পনেরো বছর ধরে বর্ধিত হারে ভাড়া আদায় করার পর এই বাড়িগুলিকে শ্রমিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয় তাদের সম্পত্তি হিসেবে। সম্পত্তি অর্জনের পন্থারূপে অ্যালসেসের বোনাপার্টপন্থীদের এই পদ্ধতি আবিষ্কার করার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কেননা আমরা এখনই দেখতে পাব যে ইংলণ্ডের গৃহনির্মাণ-সংক্রান্ত সমবায় সমিতিগুলি এই প্রথা প্রবর্তন করেছিল অনেক আগেই। এই বাড়িগুলি কেনার জন্য যে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয়েছে তা আবার ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক চড়া। উদাহরণস্বরূপ, পনেরো বছর ধরে কিস্তিবন্দী হারে মোট ৪,৫০০ ফ্রাঙ্ক শোধ করবার পর শ্রমিক যে-বাড়ির অধিকার পেল, পনেরো বছর আগে তার দাম ছিল মাত্র ৩,৩০০ ফ্রাঙ্ক। যদি কোনো শ্রমিক চলে যেতে চায়, অথবা সে যদি একমাসের কিস্তিও বাকি ফেলে (সেক্ষেত্রে তাকে উচ্ছেদ করা যেতে পারে), তবে বাড়ির আদি মূল্যের উপরে শতকরা ৬⅔ ভাগ বার্ষিক ভাড়া হিসেবে ধার্য করা হয় (অর্থাৎ ৩,০০০ ফ্রাঙ্ক মূল্যের বাড়ির

জন্য মাসিক ১৭ ফ্রাঙ্ক) আর বাকিটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, **অবশ্য সুদ হিসেবে এক কপর্দকও না দিয়ে।** এ কথা স্পষ্ট যে 'রাষ্ট্রীয় সাহায্যের' কথা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেও এই পরিস্থিতিতে গৃহনির্মাণ সমিতিটির তহবিল ভারি হতে পারে। এ কথাও অবশ্য সমপরিমাণে স্পষ্ট যে, এই ব্যবস্থা-অনুযায়ী পাওয়া বাড়ি শহরের পুরনো বহুফ্ল্যাটযুক্ত বাড়িগুলির তুলনায় ভালো, আর কোনো কারণে না হোক শুধুমাত্র শহরের বাইরে আধা-গ্রামীণ অঞ্চলে এগুলি নির্মিত বলেই।

জার্মানির মধ্যে যে কয়েকটি নগণ্য নিরীক্ষা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমাদের একটি কথা বলারও প্রয়োজন নেই; শ্রীযুক্ত জাক্স পর্যন্ত ১৫৭ পৃষ্ঠায় তার শোচনীয়তা স্বীকার করেছেন।

তাহলে এই সকল দৃষ্টান্ত থেকে কী প্রমাণ হল? প্রমাণ হল শুধু এই যে, স্বাস্থ্যবিধির সমস্ত নিয়ম পদদলিত না করলেও শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ পুঁজিপতিদের দৃষ্টিকোণ থেকে লাভজনক। কিন্তু এ কথাটা কখনও অস্বীকৃত হয় নি, কথাটা অনেক আগে থাকতেই আমাদের জানা। যাতে একটা বর্তমান চাহিদা মেটে এমন **যে কোনো** পুঁজি-লগ্নিই লাভজনক যদি তা যুক্তিসহ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। প্রশ্নটা কিন্তু এই যে **তাসত্ত্বেও** বাস-সংস্থানের অভাব বজায় থাকে কেন, পুঁজিপতিরা কেন তাসত্ত্বেও শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যকর বাসস্থান জোগায় না। এখানেও আবার পুঁজির প্রতি আবেদন ছাড়া শ্রীযুক্ত জাক্সের আর কিছু বক্তব্য নেই, আর তা-ও প্রশ্নটার জবাব দিতে অপারগ। আসল জবাব অবশ্য আমরা উপরেই দিয়েছি।

পুঁজি যদি বাসস্থানের অভাবের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়, তবুও সে তা সমাধান করতে **চায়** না; কথাটা এতক্ষণে পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং আর দুটি মাত্র উপায় রইল: শ্রমিকদের স্বাবলম্বন আর রাষ্ট্রীয় সাহায্য।

শ্রীযুক্ত জাক্স স্বাবলম্বনের উৎসাহী পুজারী, বাস-সংস্থান সমস্যার ব্যাপারেও এ সম্বন্ধে তিনি অলৌকিক ব্যাপার বিবৃত করতে সক্ষম। দুঃখের বিষয়, তিনি একেবারে গোড়াতেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, যেসব অঞ্চলে কুটির-প্রথা বিদ্যমান রয়েছে কিংবা তার প্রবর্তন সম্ভবপর, অর্থাৎ

আবার কিনা সেই গ্রামীণ এলাকাতেই শুধু স্বাবলম্বন কিছুটা ফলপ্রসূ হতে পারে। বড় বড় শহরে, এমনকি ইংলণ্ডেও, সে চেষ্টা কার্যকর হতে পারে অত্যন্ত সীমিত পরিমাণে, অতঃপর শ্রীযুক্ত জাক্স দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলছেন,

'এই পন্থায়' (স্বাবলম্বনের পথে) 'সংস্কার সম্পন্ন হতে পারে শুধু **ঘুরপথে**, সুতরাং **সর্বদাই** আংশিকভাবে, অর্থাৎ যে অনুপাতে বাসগৃহের গুণাগুণের উপরে প্রভাববিস্তারের মতো করে ব্যক্তিগত মালিকানার নীতি শক্তিশালী হচ্ছে সেই অনুপাতে।'

অবশ্য এটুকুও সন্দেহের কথা; যাই হোক 'ব্যক্তিগত মালিকানার নীতি' কিন্তু গ্রন্থকারের লিখনরীতির 'গুণাগুণের' উপর কোনোরূপ সংস্কারক প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এইসব সত্ত্বেও নাকি ইংলণ্ডে স্বাবলম্বন এমন অসাধ্যসাধন করেছে যে, 'বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অন্যান্য পন্থায় সেখানে যা কিছু করা হয়েছে এই উপায়টা তাকে **অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছে'**। শ্রীযুক্ত জাক্স এখানে ইংলণ্ডের 'building societies'-এর কথাই বলছেন। এ সম্পর্কে এত বিশদভাবে তিনি আলোচনা করছেন বিশেষ করে এইজন্য যে,

'এদের চরিত্র এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে সাধারণত হয় অ-পর্যাপ্ত অথবা ভ্রান্ত ধারণা চালু আছে। ইংরেজ building societies কোনোক্রমেই... গৃহনির্মাণের জন্য সমিতি বা সমবায় নয়; তাদের বর্ণনা করা যায়... জার্মান ভাষায় 'গৃহ অর্জন সমিতি' ধরনের সংগঠন হিসেবে। সমিতিগুলির উদ্দেশ্য হল সদস্যদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা সংগ্রহ করে তহবিল সঞ্চয় করা, যাতে তা থেকে তহবিলের পরিমাণ অনুযায়ী বাসগৃহ ক্রয় করার জন্য সদস্যদের ঋণ মঞ্জুর করা যায়... Building society সুতরাং কাজ করে সদস্যদের একাংশের জন্য সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসেবে, আর অপরাংশের পক্ষে ঋণদানের ব্যাঙ্ক হিসেবে। অতএব এই building societies প্রধানত শ্রমিকদের চাহিদা মেটাবার জন্য বন্ধকী ঋণদান প্রতিষ্ঠানস্বরূপ; এরা প্রধানত... শ্রমিকদের সঞ্চয়কে ব্যবহার করে... গৃহ ক্রয় অথবা নির্মাণের জন্য আমানতকারীদের সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করে। এ কথা অনুমেয় যে, এই ঋণ সংশ্লিষ্ট স্থাবরসম্পত্তিটুকু বন্ধক রেখেই মঞ্জুর করতে হয় এবং এই শর্তে যে অল্পদিনের মধ্যে কিস্তিবন্দী হিসেবে সুদ ও বন্ধকী বাবদ দেয় অর্থের অংশ সহ তা ফেরৎ দিতে হবে... প্রাপ্য সুদ আমানতকারীদের তুলতে দেওয়া হয় না, **তাদের নামে তা চক্রবৃদ্ধি হারে জমা হয়**... যে কোনো সময়ে একমাসের নোটিস দিয়ে সদস্যরা তাদের

দেওয়া টাকা সুদসহ ফেরৎ পাবার দাবি করতে পারে' (১৭০-১৭২ পৃষ্ঠা)। 'ইংলণ্ডে ২,০০০-এরও বেশি এ রকম সমিতি আছে... তাদের সঞ্চিত মোট পুঁজির পরিমাণ প্রায় দেড় কোটি পাউণ্ড। এইভাবে প্রায় ১,০০,০০০ **শ্রমিক** পরিবার ইতিমধ্যেই তাদের নিজস্ব গৃহকোণের অধিকার অর্জন করেছে—এমন সামাজিক সাফল্যের তুলনা মেলা ভার' (১৭৪ পৃষ্ঠা)।

দুর্ভাগ্যবশত এক্ষেত্রেও ঠিক পেছনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এক 'কিন্তু' এসে হাজির:

'কিন্তু এই উপায়ে সমস্যাটার একটা নিখুঁত সমাধান **কোনোক্রমেই সম্ভব হয় নি,** আর কোনো কারণে না-হোক অন্তত এই কারণেই যে একমাত্র **বেশি অবস্থাপন্ন** শ্রমিকের পক্ষেই বাড়ির অধিকার অর্জন সম্ভবপর... বিশেষ করে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা প্রায়শই যথেষ্ট পরিমাণে বিবেচিত হয় না' (১৭৬ পৃষ্ঠা)।

ইউরোপ মহাদেশে 'এই ধরনের সমিতির... বিকাশের বিশেষ সুযোগ নেই'। এদের পূর্বশর্ত হল কুটির-প্রথার অস্তিত্ব, যা মহাদেশে শুধু গ্রামাঞ্চলেই বিদ্যমান, এবং গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকেরা স্বাবলম্বনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পরিণত হয়ে ওঠে নি। অন্যদিকে শহরে যেখানে প্রকৃত গৃহনির্মাণ সমবায় গড়ে উঠতে পারত, সেখানে তারা 'নানা ধরনের বৃহৎ ও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন' (১৭৯ পৃষ্ঠা)। এরা শুধু কুটিরই নির্মাণ করতে পারে, যেটা বড় বড় শহরে চলবে না। সংক্ষেপে 'বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং বলতে গেলে নিকট ভবিষ্যতেও—এই ধরনের সমবায়ী স্বাবলম্বন আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন তার সমাধানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে' পারবে না। দেখতেই পাচ্ছেন, এই গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি এখন অবধি 'তাদের প্রারম্ভিক, অপরিণত স্তরে রয়েছে'। 'কথাটা এমন কি ইংলণ্ড সম্বন্ধেও সত্য' (১৮১ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং পুঁজিপতিরা **চায়** না এবং শ্রমিকেরা **পারে** না। আমরা এইখানেই এই অধ্যায়ের ইতি টানতে পারতাম, যদি শুল্ট্‌সে-ডেলিচ মার্কা বুর্জোয়ারা আমাদের শ্রমিকদের সামনে সবসময়েই যে আদর্শ তুলে ধরে সেই ইংলণ্ডের building societies সম্পর্কে অল্প একটু খবর দেওয়া একান্ত অপরিহার্য না হত।

এই building societies শ্রমিকদের সমিতিও নয়, শ্রমিকদের নিজস্ব

গৃহসংস্থান করাও তাদের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। উল্টো, আমরা দেখতে পাব যে এই কাজ তারা ক্বচিৎ ব্যতিক্রম হিসেবে করে থাকে। Building societies-এর চরিত্র মূলত ফাটকাবাজ, যেমন সেই আদি ছোট সমিতিগুলি তেমনই তাদের অনুগামী বড়গুলি পর্যন্ত। যে সরাইখানায় পরে সমিতির সাপ্তাহিক বৈঠক বসে, সাধারণত তারই মালিকের তাগিদে কয়েকজন নিয়মিত খদ্দের ও তাদের বন্ধুবান্ধব, দোকানদার, অফিসকেরানী, ঘুরে-ঘুরে-জিনিসপত্রের অর্ডার সংগ্রহকারী, ওস্তাদ-কারিগর ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া এবং কখনো কখনো বা স্বশ্রেণীর অভিজাত-স্তরভুক্ত কোনো মেকানিক বা অন্য কোনো শ্রমিক একত্রিত হয়ে একটা গৃহনির্মাণ সমবায় প্রতিষ্ঠা করে। এর আশু উপলক্ষ সাধারণত এই যে সরাইখানার মালিক কাছাকাছি কোনো জায়গায় অথবা অন্যত্র অপেক্ষাকৃত সস্তায় বিক্রি-করা একখণ্ড জমি আবিষ্কার করেছে। সমিতিগুলির অধিকাংশ সদস্য আবার পেশার দরুন কোনো বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে বাঁধা নয়। এমনকি, অনেক দোকানদার ও কারিগরেরও কর্মস্থানটাই শহরে, সেখানে তাদের বাসস্থান নেই। সকলেই ধোঁয়াভরা নগর-কেন্দ্রের বদলে পারলে উপকণ্ঠে বাস করাটাই পছন্দ করে। বাড়ি বানাবার জমিটা কেনা হয়; যতগুলি সম্ভব কুটিরও তার উপর নির্মিত হয়। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন সদস্যদের ক্রেডিটেই জমি কেনা সম্ভবপর হয় আর অল্পস্বল্প কিছু ঋণ ও সাপ্তাহিক চাঁদা মিলিয়ে বাড়ি বানাবার সাপ্তাহিক খরচটুকু মেটে। যেসব সদস্য নিজস্ব একটি বাড়ি পেতে চায়, এক-একটা কুটির তৈরি সম্পূর্ণ হলে লটারি করে তাদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়। যথাযোগ্য অতিরিক্ত ভাড়াটা ক্রয়মূল্য শোধের কাজে লাগে। বাকি কুটিরগুলি তারপর হয় ভাড়া দেওয়া হয় নইলে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ভালো ব্যবসা চালাতে পারলে গৃহনির্মাণ সমিতিটির হাতে মোটামুটি ভালোই পয়সা জমে থাকে। নিয়মিত চাঁদা চালিয়ে গেলে এটা সদস্যদেরই সম্পত্তি-রূপে থাকে; এবং কিছুদিন পর পর অথবা সমিতি তুলে দেবার সময় তা ভাগ করে দেওয়া হয় সভ্যদের মধ্যে। এই হল শতকরা নব্বুইটি ইংলণ্ডীয় গৃহনির্মাণ সমিতির জীবনের ইতিহাস। বাকিগুলি হচ্ছে বড় বড় প্রতিষ্ঠান, কখনো রাজনৈতিক কখনো বা জনহিতৈষী অজুহাত নিয়ে গঠিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের প্রধান লক্ষ্য সবসময়ই হল **পেটি-বুর্জোয়াদের** সঞ্চয়ের জন্য অপেক্ষাকৃত লাভজনক বন্ধকী লগ্নির ব্যবস্থা,

ভালোরকম সুদের হার আর ভূসম্পত্তি নিয়ে ফাটকাবাজি থেকে ভালোরকম লভ্যাংশের আশা।

কী ধরনের মক্কেলদের নিয়ে এই সমিতিগুলি ফাটকাবাজি করে, তা বৃহত্তম না হলেও বড় বড় সমিতিগুলির অন্যতম একটির প্রসপেক্টাস থেকে দেখা যেতে পারে। লণ্ডনের 'Birkbeck Building Society, 29 and 30, Southampton Buildings, Chancery Lane' প্রতিষ্ঠার পর থেকে যার মোট আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,০৫,০০,০০০ পাউণ্ডের বেশি (৭ কোটি টলার), ব্যাঙ্ক এবং সরকারী ঋণপত্রে যার ৪,১৬,০০০ পাউণ্ডেরও বেশি লগ্নি রয়েছে, এবং যার সদস্য ও আমানতকারীর সংখ্যা আজ ২১,৪৪১ জন, সেই সমিতি জনসাধারণের কাছে নিম্নলিখিতভাবে আত্মপরিচয় দিচ্ছে:

> 'অধিকাংশ লোক পিয়ানো কারবারীদের তথাকথিত তিনসালা বন্দোবস্তের সঙ্গে পরিচিত আছেন; এই ব্যবস্থা অনুযায়ী যে কেউ তিন বছরের জন্য একটা পিয়ানো ভাড়া নিলে ঐ সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর সেই পিয়ানোটির মালিকে পরিণত হন। এই প্রথা প্রবর্তনের পূর্বে সীমাবদ্ধ আয়ের লোকদের পক্ষে ভালো পিয়ানো কেনা প্রায় বাড়ি কেনার মতন কঠিন ছিল। তেমন লোক পিয়ানোর ভাড়া গুণে যেতেন বছরের-পর-বছর এবং এইভাবে খরচ করতেন পিয়ানোটার দামের দুই বা তিনগুণ অর্থ। পিয়ানো সম্বন্ধে যা প্রযোজ্য বাড়ি সম্বন্ধেও তাই... অবশ্য বাড়ির দাম পিয়ানোর চেয়ে বেশি হওয়ার দরুন... তার ক্রয়মূল্য ভাড়া হিসেবে শোধ করতে দীর্ঘতর সময় লাগে। সেইজন্য ডিরেক্টরগণ লণ্ডন ও শহরতলীতে বিভিন্ন অঞ্চলে বাড়ি-মালিকদের সঙ্গে এমন বন্দোবস্ত করেছেন, যার ফলে তাঁরা Birkbeck Building Society-র সদস্য এবং অন্যান্যদের শহরের বিভিন্ন পাড়ায় অবস্থিত অনেকগুলি বাড়ির মধ্য থেকে পছন্দ করে নেবার বিস্তৃত সুযোগ দিতে পারেন। বোর্ড-অব-ডিরেক্টর্স যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চান তা হল এই: এই বাড়িগুলি সাড়ে বারো বছরের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে, নিয়মিত ভাড়া দেওয়া হলে এই সময়ের পরে ভাড়াটে আর কোনো কিছু না দিয়েই বাড়িটার সম্পূর্ণ মালিকানা পাবেন... ভাড়াটে স্বল্পতর সময়ের জন্য বেশি ভাড়া দিয়ে অথবা দীর্ঘতর সময়ের জন্য কম ভাড়া দিয়েও চুক্তি করতে পারেন... **সীমিত আয়ের লোকেরা, কেরানীবৃন্দ, দোকান-কর্মচারীগণ** এবং অন্যেরা অবিলম্বে Birkbeck Building Society-র সভ্য হয়ে বাড়িওয়ালার হাত থেকে মুক্ত হতে পারবেন।'

খুবই স্পষ্ট কথা। এতে শ্রমিকদের নাম উল্লেখ নেই, আছে কেরানী এবং দোকান-কর্মচারী প্রভৃতি সীমিত আয়ের লোকজনদের কথা, তার উপর

আবার ধরে নেওয়া হয়েছে যে, দরখাস্তকারীদের সাধারণত **ইতিমধ্যে একটি করে পিয়ানো আছেই।** প্রকৃতপক্ষে, এইক্ষেত্রে কারবার হচ্ছে মোটেই শ্রমিকদের সঙ্গে নয়, হচ্ছে পেটি-বুর্জোয়া বা যারা পেটি-বুর্জোয়ায় পরিণত হতে ইচ্ছুক **এবং সক্ষম** তাদের সঙ্গে। কারবার সেই লোকদেরই সঙ্গে যাদের আয় কেরানী বা অনুরূপ কর্মচারীদেরই মতন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে হলেও ক্রমশ বেড়ে চলে। অন্যদিকে শ্রমিকদের আয় খুব বেশি হলেও টাকার অঙ্কে অপরিবর্তিত থাকে, এবং আসলে পরিবারের আয়তন এবং প্রয়োজনের বৃদ্ধির অনুপাতে কমে যায়। প্রকৃতপক্ষে, অতি অল্পসংখ্যক শ্রমিকই ব্যতিক্রম হিসেবে এই ধরনের সমিতির সভ্য হতে পারে। একদিকে তাদের আয় এতই সামান্য এবং অন্যদিকে তা এত অনিশ্চিত যে আগে থাকতে সাড়ে বারো বছরের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করতে তারা সক্ষম নয়। অল্প যে ক'টি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে তা খাটে না, সেটা হল সর্বোচ্চ বেতনভুক্ শ্রমিক বা ফোরম্যানদের ক্ষেত্রে।*

---

* এই ধরনের গৃহনির্মাণ সমিতি এবং বিশেষ করে লণ্ডনের গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি কী পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, সে সম্বন্ধে এখানে আমরা কিছু সামান্য তথ্য যোগ করতে চাই। এ কথা সুবিদিত যে, যে-জমিতে লণ্ডন শহরটি গড়ে উঠেছে তার প্রায় **সমস্তটাই ডজনখানেক অভিজাত ব্যক্তির সম্পত্তি, যাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন ডিউক** অব ওয়েস্টমিন্স্টার, ডিউক অব বেডফোর্ড, ডিউক অব পোর্টল্যাণ্ড ইত্যাদি। গোড়ার দিকে এ'রা এক-একটি বাড়ি বানাবার জন্য জমি নিরানব্বুই বছরের জন্য ইজারা দিতেন এবং ঐ সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দখল করে নিতেন ঘরদোরশুদ্ধ জমিটি। তারপরে এ'রা বাড়িগুলি ভাড়া দিতে লাগলেন স্বল্প মেয়াদে, যথা ঊনচল্লিশ বছরের জন্য তথাকথিত repairing lease [মেরামতী ইজারা]-র শর্তে, যাতে ব্যবস্থা থাকত যে ইজারাদার বাড়ি মেরামত করে সারিয়ে নেবে এবং ভালো অবস্থায় রাখবে। চুক্তিটি এতখানি অগ্রসর হলেই বাড়ির মালিক তার স্থপতি এবং জেলা জরিপকারকে (surveyor) পাঠিয়ে দিত বাড়ি পরীক্ষা করে কী কী মেরামত প্রয়োজন তা নির্ধারণ করবার জন্য। মেরামতের কাজ প্রায়ই খুব ব্যাপক হয়ে দাঁড়াত, এবং সম্মুখভাগ, ছাদ প্রভৃতির পুনর্বিন্যাস করতে হত। ইজারাদার এর পরে ইজারার দলিলটা কোনো গৃহনির্মাণ সমিতির কাছে বন্ধক রেখে তার **নিজ** ব্যয়ে বাড়ি সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ধার নিত— বার্ষিক বাড়ি ভাড়া ১৩০ পাউণ্ড থেকে ১৫০ পাউণ্ড হলে এরূপ ঋণের পরিমাণ দাঁড়াত ১,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত বা তারও বেশি। এই গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি এইভাবে অভিজাত ভূস্বামীদের শিরঃপীড়ার কারণ না ঘটিয়ে জনসাধারণের খরচে তাদের লণ্ডনস্থ গৃহগুলির বারংবার

তাছাড়া, এ কথাটা সকলের কাছেই স্পষ্ট যে মুল্‌হাউজেন-এর শ্রমিক-নগরীর বোনাপার্টপন্থীরা এই পেটি-বুর্জোয়া ইংরেজ গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির করুণ অনুকারক ব্যতীত আর কিছু নয়। একমাত্র তফাৎ হল এই যে, পূর্বোক্তরা রাষ্ট্রীয় সাহায্য সত্ত্বেও গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির তুলনায় অনেক বেশি লোক ঠকিয়ে থাকে। মোটের উপরে এদের শর্ত ইংলণ্ডের গড়পড়তা শর্তের তুলনায় অনেক কম উদার। ইংলণ্ডে সাধারণ সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রতিটি আমানতের উপর আলাদা আলাদা হিসাব করা হয় এবং টাকা তোলা যায় একমাসের নোটিস দিয়ে। মুল্‌হাউজেনের ফ্যাক্টরি-মালিকেরা কিন্তু সাধারণ সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদ দুই-ই পকেটস্থ করে এবং শ্রমিকেরা নগদ পাঁচ-ফ্রাঙ্ক মুদ্রায় যে টাকা জমা দেয় তার উপরে এক পয়সাও বেশি তাদের ফেরৎ দেওয়া হয় না। এই তফাৎ দেখে শ্রীযুক্ত জাক্স-ই সবচেয়ে বেশি অবাক হবেন, যদিও তাঁর বইতেই তাঁর অজ্ঞাতে এইসব তথ্য রয়েছে।

সুতরাং, শ্রমিকদের স্বাবলম্বন কোনো কাজের কথা নয়। বাকি থাকল রাষ্ট্রীয় সাহায্য। এইক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত জাক্স আমাদের কী প্রস্তাব দিচ্ছেন? তিনি দিচ্ছেন তিনটি জিনিস:

'প্রথমত, রাষ্ট্রের বিধান ও প্রশাসন-ক্ষেত্রের যেসব কারণে শ্রমিক শ্রেণীগুলির মধ্যে বাসস্থানের অভাব কোনোক্রমে তীব্রতর হতে পারে, তার অবসান বা যথাযথ প্রতিকারের জন্য যত্ন নিতে হবে রাষ্ট্রকে' (১৮৭ পৃষ্ঠা)।

অতএব চাই গৃহনির্মাণ যাতে সুলভতর হতে পারে তার জন্য গৃহনির্মাণ-নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন এবং নির্মাণ-শিল্পের স্বাধীনতা। কিন্তু ইংলণ্ডে নির্মাণ-নিয়ন্ত্রণ আইন স্বল্পতম গণ্ডিতে পর্যবসিত, গৃহনির্মাণ-শিল্পও আকাশের বিহঙ্গের মতোই স্বাধীন; অথচ সেখানে

নবায়ন এবং বসবাসযোগ্য অবস্থায় রাখবার ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী যোগসূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর একেই ধরা হচ্ছে শ্রমিকদের জন্য বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান বলে! (১৮৮৭ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

তাসত্ত্বেও বাসস্থানের অভাব বজায় রয়েছে। উপরন্তু, ইংলণ্ডে বাড়ি আজকাল এত সস্তায় বানানো হয় যে সামনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি গেলে তা কাঁপতে থাকে এবং প্রতিদিনই কোনো না কোনো বাড়ি ধসে পড়ে। গতকালই, ২৫ অক্টোবর, ১৮৭২ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে একই সঙ্গে ছয়খানা বাড়ি ধসে পড়েছে এবং গুরুতর রূপে আহত হয়েছে ছয়জন শ্রমিক। সুতরাং এটাও কোনো সমাধান নয়।

'দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বশবর্তী হয়ে ব্যক্তিবিশেষ এই বিপদ ছড়িয়ে দিতে গেলে, বা নতুন করে সৃষ্টি করতে গেলে রাষ্ট্রক্ষমতা দিয়ে তাকে বাধা দিতে হবে।'

অতএব চাই স্বাস্থ্যবিভাগ ও গৃহনির্মাণ তদারকের পুলিশ কর্তৃক শ্রমিক বসতিগুলির পরিদর্শন; ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে ১৮৫৭ সাল থেকে যা করা হচ্ছে কর্তৃপক্ষের হাতে সেইরূপ ক্ষমতা অর্পণ, যাতে তারা জীর্ণ এবং অস্বাস্থ্যকর গৃহে বসবাস নিষিদ্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু সেখানে কী ঘটল? এই ব্যাপারে ১৮৫৫ সালের প্রথম আইন (আবর্জনা স্থানান্তরণ আইন) শ্রীযুক্ত জাক্সের নিজ স্বীকৃতি অনুযায়ীই একটা 'চোতা কাগজ' হয়ে থাকে, যেমন হয় ১৮৫৮ সালের দ্বিতীয় আইনও (স্থানীয় প্রশাসনের আইন) (১৯৭ পৃষ্ঠা)। অপরপক্ষে, শ্রীযুক্ত জাক্সের মতে, শুধু দশ হাজারের বেশি লোক দ্বারা অধ্যুষিত শহরগুলিতে প্রযোজ্য তৃতীয় আইনটি (কারিগরদের বাসস্থান আইন) 'অবশ্যই সামাজিক ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের গভীর উপলব্ধির পক্ষে অনুকূল সাক্ষ্য দিচ্ছে' (১৯৯ পৃষ্ঠা)। আসলে কিন্তু এই উক্তিটি ইংরেজদের 'ব্যাপারে' শ্রীযুক্ত জাক্সের নিদারুণ অজ্ঞতা সম্বন্ধে 'অনুকূল সাক্ষ্য দেওয়া' ছাড়া আর কিছু করছে না। এ কথা অবিসংবাদী যে 'সামাজিক ব্যাপারে' সাধারণভাবে ইংলণ্ড ইউরোপ মহাদেশের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর। ইংলণ্ডই হল আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের মাতৃভূমি; পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি এ দেশে সর্বাপেক্ষা অবাধে এবং ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করেছে; তার ফলাফল সর্বাপেক্ষা প্রখরভাবে এখানেই দেখা দিয়েছে; সুতরাং অনুরূপভাবে এ দেশেই প্রথম আইনের ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয়েছে। এর সেরা প্রমাণ হল ফ্যাক্টরি বিধান। কিন্তু শ্রীযুক্ত জাক্স যদি মনে

করে থাকেন যে, পার্লামেন্টের বিধান আইনত চালু হলেই সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যক্ষেত্রেও পালিত হবে, তাহলে তিনি দারুণভাবেই ভুল করছেন। এবং অন্য যে-কোনো আইন অপেক্ষা (অবশ্য ওয়ার্কশপ আইনটির ব্যতিক্রম ছাড়া) এ কথা স্থানীয় প্রশাসনের আইন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। এই আইন কার্যকর করার ভার দেওয়া হয়েছিল নগর-কর্তৃপক্ষদের হাতে, যারা ইংলন্ডের সমাজে সর্বপ্রকার দুর্নীতি স্বজন-পোষণ এবং jobbery*-র জন্য সুপরিচিত। নগর-কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা নানারূপ পারিবারিক বিবেচনার খাতিরে তাদের কাজ পেয়ে থাকে; সুতরাং তাদের পক্ষে এ ধরনের সামাজিক আইন কার্যকর করা হয় সম্ভব নয়, নয়তো তারা তা করতেই অনিচ্ছুক। পক্ষান্তরে, এই ইংলন্ডেই সামাজিক আইনকানুন রচনা ও তা কাজে পরিণত করার জন্য ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরা তাদের কর্তব্যপরায়ণতার জন্য সাধারণত সুপরিচিত—যদিও বিশ-ত্রিশ বছর পূর্বে যতটা ছিল আজকে তার চেয়ে কম মাত্রায়। বিপজ্জনক আর জীর্ণপ্রায় বাড়ির মালিকদের প্রায় সর্বত্র নগর-কাউন্সিলগুলিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেশ প্রতিনিধিত্ব আছে। ছোট ছোট পাড়ার ভিত্তিতে নগর-কাউন্সিলগুলিতে নির্বাচনের প্রথা থাকার ফলে নির্বাচিত সদস্যরা ক্ষুদ্রতম স্থানীয় স্বার্থ ও প্রভাবের মুখাপেক্ষী; পুনর্নির্বাচনকামী কোনো কাউন্সিলারের পক্ষে তার নির্বাচন কেন্দ্রে এই আইন কার্যকর করার পক্ষে ভোট দেবার সাহস দেখানো কঠিন, তা সম্ভবও নয়। সুতরাং এ কথা বোধগম্য যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রায় সর্বত্রই এই আইনকে কী রকম বিতৃষ্ণার চোখে দেখেছে; আজ অবধি নিদারুণ কেলেঙ্কারি

---

* Jobbery — কথাটির মানে হচ্ছে কোনো সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বার্থে সরকারী পদাধিকারকে ব্যবহার করা। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো দেশের সরকারী তার-বিভাগের অধিকর্তা একটি কাগজ তৈরির কারখানার নিষ্ক্রিয় অংশীদার হয়ে তাঁর বন থেকে ঐ কারখানাকে কাঠ সরবরাহ করেন এবং তাঁর অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহের অর্ডার ঐ কারখানাকেই দেন, তাহলে ব্যাপারটা ছোট হলেও বেশ খাসা একটা job. কেননা এর মধ্যে দিয়ে jobbery-নীতি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে; প্রসঙ্গত, এ জিনিসটা বিসমার্কের আমলে স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত ছিল। (এঙ্গেলসের টীকা।)

ঘটেছে এমন ক্ষেত্রেই মাত্র এ আইন কার্যকর হয়েছে—এবং তাও ঘটেছে সাধারণত ম্যাঞ্চেস্টার ও স্যালফোর্ডে গত বছর যে-বসন্ত মহামারী দেখা দিয়েছিল, ঐ রকম কোনো মহামারীর প্রাদুর্ভাবের ফলে। আজ অবধি কেবল মাত্র এই ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন সফল হয়েছে, কারণ ইংলণ্ডের প্রতিটি **উদারপন্থী** সরকারের নীতি হচ্ছে কেবল বাধ্য হলেই কোনোরূপ সমাজ-সংস্কারমূলক আইনের প্রস্তাব করা এবং যেসব আইন ইতিমধ্যে পাশ হয়েছে যতটা সম্ভব তা কার্যকর না করা। ইংলণ্ডের অন্যান্য অনেক আইনের মতো উল্লিখিত আইনটিরও গুরুত্ব এইখানে যে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা তাদের চাপে চালিত যে সরকার এই আইন অবশেষে সত্যসত্যই কাজে পরিণত করবে, তার হাতে এটা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় ফাটল ধরাবার শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে।

'তৃতীয়ত', শ্রীযুক্ত জাক্সের মতে রাষ্ট্রশক্তির উচিত হল 'বর্তমান বাসস্থানাভাব সমাধানের জন্য তার হাতে যা কিছু বাস্তব পন্থা আছে যথাসম্ভব তার ব্যাপকতম সদ্ব্যবহার করা।'

অর্থাৎ কিনা রাষ্ট্রশক্তির উচিত তার 'অধস্তন কেরানী ও কর্মচারীদের জন্য' (কিন্তু এরা যে শ্রমিক নয়!) ব্যারাক, বা 'সত্যিকারের আদর্শগৃহ' নির্মাণ করা, আর ইংলণ্ডে পূর্তকার্য-সম্পর্কিত ঋণদান আইন অনুযায়ী যা করা হয়, এবং প্যারিস ও ম্যুল্‌হাউজেনে লুই বোনাপার্ট যা করেছেন, সেই রকমভাবে 'শ্রমিক শ্রেণীর বাসস্থান পরিস্থিতির উন্নতির জন্য মিউনিসিপালিটি, সমিতি ও ব্যক্তিবিশেষদেরও... ঋণ দেওয়া' (২০৩ পৃষ্ঠা)। অথচ পূর্তকার্য-সম্পর্কিত ঋণদান আইনটিও কাগজেই পর্যবসিত। সরকার কমিশনারদের জন্য বড়জোর ৫০,০০০ পাউন্ড বরাদ্দ করে, যা দিয়ে নির্মাণ করা চলে বড়জোর ৪০০ খানা কুটির। অর্থাৎ চল্লিশ বছরে মোট আশি হাজার লোকের জন্য ষোল হাজার কুটির বা বাসা নির্মাণ—চৌবাচ্চায় বারিবিন্দুর মতোই! আমরা যদি ধরেও নিই যে, ঋণ পরিশোধ হওয়ার ফলে কুড়ি বছরে কমিশনগুলোর হাতে-জমা তহবিল দ্বিগুণিত হয়েছে, অর্থাৎ বাকি কুড়ি বছরে বাসা বানানো হবে আরও চল্লিশ হাজার লোকের জন্য, তাহলেও ব্যাপারটা হল চৌবাচ্চায় বারিবিন্দু মাত্র। এবং যেহেতু কুটিরগুলির গড়পড়তা জীবনকাল

চল্লিশ বছরের বেশি নয়, তাই চল্লিশ বছর পরে বাৎসরিক ৫০, ০০০ থেকে ১,০০,০০০ পাউন্ড নগদ সম্পদ ব্যয় করতে হবে সবচেয়ে জীর্ণ ও পুরনো কুটিরগুলির পুনঃস্থাপনের জন্য। শ্রীযুক্ত জাক্সের ঘোষণা অনুযায়ী (২০৩ পৃঃ): এই হচ্ছে সঠিকভাবে এবং 'অপরিসীম ব্যাপকতায়' নীতিটিকে কাজে পরিণত করা! এমনকি ইংলন্ডেও রাষ্ট্র 'অপরিসীম ব্যাপকতায়' প্রায় কিছুই সাফল্য অর্জন করতে পারে নি, কার্যত এই স্বীকারোক্তি করে শ্রীযুক্ত জাক্স তাঁর গ্রন্থ শেষ করেছেন, অবশ্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আরেকবার উপদেশামৃত বর্ষণ করার পরেই।*

এ কথা একেবারে সুস্পষ্ট যে আজকের দিনে যা বর্তমান সেরূপ রাষ্ট্র গৃহসংস্থান বিপর্যয়ের প্রতিকারে কিছু করতে সমর্থও নয়, ইচ্ছুকও নয়। শ্রমিক ও কৃষক—এই শোষিত শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে বিত্তবান শ্রেণীগুলির, ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের সংগঠিত যৌথ শক্তি ছাড়া রাষ্ট্র আর কিছুই নয়। ব্যক্তিগতভাবে পুঁজিপতিরা (এক্ষেত্রে শুধু পুঁজিপতিদেরই কথা ওঠে, কেননা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ভূস্বামীরাও প্রধানত পুঁজিপতি হিসেবে কাজ করে) যা অপছন্দ করবে, তাদের রাষ্ট্রও সেটা চাইবে না। সুতরাং ব্যক্তি পুঁজিপতিরা বাসস্থানাভাব সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করলেও তার সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ফলাফলগুলির উপর বাহ্যত প্রলেপ লাগাবার কাজে পর্যন্ত যখন তাদের

---

* ইংলন্ডের পার্লামেন্টের সাম্প্রতিক আইনগুলিতে লন্ডনের নির্মাণ-কর্তৃপক্ষের হাতে নতুন রাস্তা তৈরির উদ্দেশ্যে বাসিন্দাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদের অধিকার দেবার সঙ্গে সঙ্গে এর ফলে যারা বাস্তুহারা হল তেমন শ্রমিকদের প্রতি কিছুটা বিবেচনা দেখানো হয়েছে। এগুলিতে এই মর্মে একটি ধারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যে, কোনো অঞ্চলে আগে যেসব শ্রেণীর জনসাধারণ বাস করত নতুন বাড়ি তাদের বাসের উপযোগী করেই তৈরি করতে হবে। সুতরাং সুলভতম জমিতে শ্রমিকদের জন্য পাঁচ-ছয় তলা বড় বড় ভাড়াটে বাড়ি তোলা হচ্ছে, তাতে করে আইনের আক্ষরিক মর্যাদা রক্ষা হচ্ছে। ভবিষ্যতেই দেখা যাবে এই ব্যবস্থা কতটা কার্যকর হল, কেননা শ্রমিকেরা এতে একেবারেই অভ্যস্ত নয় এবং লন্ডনের সনাতন পরিমন্ডলের মধ্যে এই বাড়িগুলি সম্পূর্ণ বিসদৃশ এক ব্যাপার। নতুন নির্মাণকার্যের ফলে যত শ্রমিক বাস্তবপক্ষে স্থানচ্যুত হচ্ছে তার বড়জোর এক চতুর্থাংশের মাত্র নতুন বাসগৃহের সংস্থান হতে পারে এতে। (১৮৮৭ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

নাড়ানো প্রায় সম্ভব নয়, তখন **যৌথ** পংুজিপতি যে রাষ্ট্র সে তার চেয়ে বেশি কিছু করবে না। বড়জোর রাষ্ট্র শুধু এইটুকু দেখবে যে বাহ্য প্রলেপের যে কাজটা রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে, সেটা যেন সর্বত্র সমভাবে কাজে পরিণত হয়। আর পরিস্থিতিটা যে এই, তা আমরা দেখেছি।

কেউ কেউ আপত্তি করতে পারে জার্মানিতে তো এখনও বুর্জোয়ারা রাজত্ব করছে না; জার্মানিতে রাষ্ট্র এখনও কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র শক্তিরূপে সমাজের ঊর্ধ্বে বিরাজমান, সুতরাং জার্মান রাষ্ট্র কোনো একটিমাত্র শ্রেণী-স্বার্থের বদলে সমগ্র সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে। **এমনিধারা** রাষ্ট্র নিশ্চয়ই বুর্জোয়া রাষ্ট্র অপেক্ষা বেশি কিছু করতে পারে, তাই সামাজিক ক্ষেত্রেও এমন রাষ্ট্রের কাছ থেকে অন্যতর কিছু আশা করা উচিত।

এ হল প্রতিক্রিয়াশীলদের ভাষা। আসলে জার্মানির বর্তমানে বিদ্যমান রাষ্ট্রও যে-সামাজিক ভিত্তি থেকে তার উৎপত্তি, তারই অপরিহার্য ফলমাত্র। প্রাশিয়াতে—এখন প্রাশিয়ার গুরুত্বই চূড়ান্ত—এখনও অবধি ক্ষমতাশালী ভূম্যধিকারী অভিজাত শ্রেণীর পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত তরুণ আর অতি কাপুরুষ এক বুর্জোয়া শ্রেণী রয়েছে। এই বুর্জোয়া শ্রেণী এখন অবধি ফ্রান্সের মতো প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে পারে নি, পারে নি ইংলণ্ডের মতো কমবেশি পরোক্ষ আধিপত্য কায়েম করতেও। এই দুই শ্রেণীর পাশাপাশি দ্রুত বর্ধনশীল প্রলেতারিয়েতও অবশ্য রয়েছে, যে শ্রেণী মননশীলতার দিক থেকে খুব বিকশিত এবং প্রতিদিন উত্তরোত্তর সংগঠিত হয়ে উঠছে। সুতরাং, আমরা দেখতে পাই যে এক্ষেত্রে পুরনো একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের বুনিয়াদী ভিত্তি, অর্থাৎ অভিজাত ভূস্বামী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্যের পাশাপাশি আছে আধুনিক বোনাপার্টপন্থার বুনিয়াদী ভিত্তি, অর্থাৎ বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে ভারসাম্য। কিন্তু পুরনো একচ্ছত্র রাজতন্ত্র এবং আধুনিক বোনাপার্টীয় রাজতন্ত্র—এই উভয়ক্ষেত্রেই আসল শাসনক্ষমতা থাকে সামরিক অফিসার এবং সরকারী কর্মচারীদের এক বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে। প্রাশিয়ার এই গোষ্ঠীর নতুন সদস্য আসে অংশত এদের নিজেদের ভিতর থেকে, অংশত জ্যেষ্ঠাধিকারানুবর্তী অধস্তন অভিজাতদের মধ্য থেকে, শীর্ষস্থানীয় অভিজাতদের ভিতর থেকে আসে

অনেক কম, এবং সবচেয়ে কম আসে বুর্জোয়াদের মধ্য থেকে। গোষ্ঠীটার স্থান মনে হয় যেন সমাজের বাইরে এবং বলতে গেলে সমাজের ঊর্ধ্বে। তার এই স্বাতন্ত্র্যের ফলে রাষ্ট্রও সমাজ থেকে একটা স্বাতন্ত্র্যের রূপ পায়।

স্ববিরোধী এই সামাজিক পরিস্থিতির মধ্য থেকে প্রাশিয়াতে (এবং প্রাশিয়ার অনুকরণে জার্মানির নতুন রাইখ ব্যবস্থাতে) যে রূপের রাষ্ট্র অপরিহার্য ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে বিকাশ লাভ করেছে, তা হল একটা মেকি-সংবিধানানুবর্তিতা। এর মধ্যে একই সঙ্গে বিদ্যমান আছে পুরনো একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের বর্তমানকালীন ভাঙনের রূপ এবং বোনাপার্টীয় রাজতন্ত্রের অস্তিত্বের রূপ। প্রাশিয়াতে ১৮৪৮ থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত মেকি-সংবিধানানুবর্তিতা একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের মন্থর পচনকে আবৃত ও সাহায্য করছিল। কিন্তু ১৮৬৬ সাল থেকে, আরও বিশেষ করে ১৮৭০ সালের পর, সামাজিক পরিস্থিতির ওলটপালট এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো রাষ্ট্রের ভাঙন সকলের চোখের সামনেই দ্রুতবর্ধমান বেগে ঘটছে। শিল্পের, বিশেষত স্টক-এক্স্চেঞ্জের ঠকবাজির দ্রুত প্রসার সমস্ত শাসক শ্রেণীগুলিকে ফাটকা খেলার ঘূর্ণাবর্তে টেনে নামিয়েছে। ১৮৭০ সালে ফ্রান্স থেকে আমদানি-করা পাইকারী দুর্নীতি অভূতপূর্ব তীব্র গতিতে বিস্তার লাভ করছে। স্ট্রুসবের্গ এবং পেরেইর—কেউ কারও থেকে কম যান না। মন্ত্রিবর্গ, জেনারেল, প্রিন্স, এবং কাউন্টরা শেয়ার-বাজারের ধূর্ততম হাঙর-কুমিরদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফাটকাবাজিতে নেমেছে। আর রাষ্ট্রশক্তি শেয়ার-বাজারের এই হাঙর-কুমিরদের পাইকারীভাবে ব্যারন উপাধি বর্ষণ করে এদের সমমর্যাদা স্বীকার করে নিচ্ছে। গ্রামীণ অভিজাত শ্রেণী দীর্ঘকাল ধরে বীটচিনি তৈরি এবং ব্র্যান্ডি চোলাইয়ের শিল্পপতি হয়ে ছিল; তারা তাদের সেই সম্মানীয় পুরনো দিনগুলি বহুকাল হল পিছনে ফেলে এসেছে এবং নানারকম ভালো-মন্দ জয়েন্ট-স্টক কোম্পানীর ডিরেক্টারদের তালিকা এদের নামে স্ফীত হতে দেখা যাচ্ছে। আমলাতন্ত্র নিজের আয়বৃদ্ধির একমাত্র উপায় হিসেবে ক্রমশ তহবিল তছরূপকে বেশি করে তাচ্ছিল্য করতে শুরু করছে; রাষ্ট্রযন্ত্র পরিত্যাগ করে এরা শুরু করেছে শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনেক বেশি লাভজনক পরিচালক পদের জন্য কাড়াকাড়ি। যারা সরকারী পদে এখনও পড়ে রয়েছে,

তারাও তাদের উপরওয়ালাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শেয়ারের ফাটকাবাজিতে নেমেছে এবং রেলওয়ে প্রভৃতিতে 'স্বার্থ-অর্জন' করছে। কেউ যদি ধরে নেয় যে লেফ্‌টেনাণ্টরা পর্যন্ত কোনো-না-কোনো ধরনের ফাটকা খেলায় ভাগ নিচ্ছে, তাহলেও কিছু অন্যায় হবে না। এক কথায় পুরাতন রাষ্ট্রের সব কয়টা উপাদানই পচনের মুখে এবং একচ্ছত্র রাজতন্ত্র থেকে বোনাপার্টীয় রাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া চলছে পুরাদমে। পরবর্তী বড়গোছের ব্যবসা ও শিল্প সঙ্কট এলে শুধু যে বর্তমান ঠকবাজি ধসে পড়বে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ধসে যাবে পুরনো প্রাশিয়া রাষ্ট্রও।*

যার অ-বুর্জোয়া অংশগুলিও দিনের পর দিন বেশি বুর্জোয়া হয়ে উঠছে সেই রাষ্ট্র কিনা 'সামাজিক সমস্যা', অন্ততপক্ষে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান করবে? ঠিক তার বিপরীত। প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক প্রশ্নে প্রাশিয়া রাষ্ট্র ক্রমশ বেশি করে বুর্জোয়াদের হাতে চলে যাচ্ছে। আর ১৮৬৬ সাল থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আইনকানুন বুর্জোয়াদের স্বার্থে যতটা অভিযোজিত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি করে যে তা হয় নি, সেটা কার দোষে? এর জন্য বুর্জোয়ারাই প্রধানত দায়ী। প্রথমত এই কারণে যে এই শ্রেণী এতই ভীরু যে নিজেদের দাবি নিয়ে উদ্যোগ সহকারে অগ্রসর হতে পারে না, এবং দ্বিতীয়ত, এরা এমন প্রত্যেকটি সুবিধাদানেই বাধা দেয় যদি তা সেই সঙ্গেই বিপন্নকারী প্রলেতারিয়েতকেও নতুন অস্ত্র সরবরাহ করে। আর রাষ্ট্রশক্তি অর্থাৎ বিসমার্ক যদি বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সংযত রাখার জন্য নিজের দেহরক্ষী প্রলেতারিয়েত বাহিনী সংগঠন করার চেষ্টায় থাকেন, তাহলে তা অপরিহার্য এবং সুপরিচিত সেই বোনাপার্টীয় দাওয়াই ছাড়া আর কিছুই নয় — যে দাওয়াই শ্রমিকদের জন্য কিছু কিছু মিষ্ট কথা এবং বড়জোর লুই বোনাপার্ট-মার্কা গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির জন্য নিম্নতম

---

* এমনকি আজকে ১৮৮৬ সালে, পুরনো প্রাশিয়া রাষ্ট্র ও তার ভিত্তিকে, সংরক্ষণ শুল্কের দ্বারা জোড়াতাড়া-দেওয়া বড় বড় ভূমিমালিকানা ও শিল্প-পুঁজির মৈত্রীবন্ধনকে একসঙ্গে যা ধরে রেখেছে তা হল প্রলেতারিয়েত সম্পর্কে আতঙ্ক, ১৮৭২ সাল থেকে যে প্রলেতারিয়েত সংখ্যায় ও শ্রেণী-চেতনায় প্রচণ্ড বেড়ে উঠেছে। (১৮৮৭ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

রাষ্ট্রীয় সাহায্য ছাড়া বেশি কিছু প্রতিশ্রুতিতে রাষ্ট্রকে আবদ্ধ করে না।

শ্রমিকেরা প্রাশিয়া রাষ্ট্রের কাছ থেকে কী আশা করতে পারে তার সেরা প্রমাণ পাওয়া যাবে শত শত কোটি ফরাসী মুদ্রা (২২) ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যে, যে টলার সমাজের দিক থেকে প্রুশীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বাধীনতার আয়ু স্বল্পকালের জন্য নতুন করে বাড়িয়ে দিয়েছে। বার্লিনের যেসব শ্রমিক পরিবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য কি এই কোটি কোটি মুদ্রা থেকে এক কপর্দকও ব্যয়িত হল? ঠিক তার বিপরীত। গ্রীষ্মকালে যে কয়টি খুপরি শ্রমিকদের মাথার উপরে সাময়িক আচ্ছাদন রূপে কাজ করেছিল, হেমন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তি তাও ভেঙে দেবার আদেশ দিয়েছে। এই পাঁচশ' কোটি টলার দ্রুতগতিতে খরচ হয়ে যাচ্ছে চিরাচরিত পথে: কেল্লা, কামান ও ফৌজের খাতে। লুই বোনাপার্ট কর্তৃক ফ্রান্স থেকে অপহৃত লক্ষ লক্ষ টলার থেকে ফরাসী শ্রমিকদের জন্য যেটুকু বরাদ্দ হয়েছিল, ভাগ্‌নারের মূর্খতা (২৩) ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে স্টিবারের এত বৈঠক (২৪) সত্ত্বেও, এই কোটি কোটি মুদ্রা থেকে জার্মান শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ হবে তারও কম।

৩

বাস্তবে বুর্জোয়াদের **নিজস্ব** কায়দায় বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের একটিমাত্র পদ্ধতি আছে—অর্থাৎ কিনা এমনই পন্থায় সেই সমাধান যাতে ক্রমাগত নতুন করে সমস্যাটির উদ্ভব হয়। এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় **'অস্‌মাঁ'**।

'অস্‌মাঁ' কথাটি দিয়ে আমি শুধু প্যারিসীয় অস্‌মাঁ-র বিশিষ্ট বোনাপার্টীয় পদ্ধতিকে বোঝাতে চাই না, যার বৈশিষ্ট্য ছিল ঘনসন্নিবিষ্ট শ্রমিক-বসতির ঠিক মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ, সিধা এবং প্রশস্ত রাস্তা চালিয়ে দেওয়া এবং তার দুধারে বড় বড় প্রাসাদোপম অট্টালিকার সারি নির্মাণ। ব্যারিকেড লড়াইকে দুরূহ করে তোলার রণকৌশলগত লক্ষ্য ছাড়াও এর অভিপ্রায় ছিল সরকারের উপরে নির্ভরশীল, এক বিশেষ বোনাপার্টীয় গৃহনির্মাণ-কর্মী, একদল প্রলেতারিয়েতের বিকাশ এবং নগরীটিকে সোজাসুজি বিলাস নগরে

পরিণত করা। 'অস্‌মাঁ' শব্দটি দিয়ে আমি বোঝাতে চেয়েছি আমাদের বড় বড় শহরগুলির শ্রমিক-বসতিতে, বিশেষ করে যেগুলি কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, তাতে ফাটল সৃষ্টি করার রেওয়াজ, যা বর্তমানে ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে—তা সে জনস্বাস্থ্য বা শহরের রূপসজ্জার খাতিরেই হোক, বা কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বড় বড় ব্যবসায়-ভবনের চাহিদার জন্যই হোক, অথবা রেলওয়ে, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি যানবাহন চলাচলের প্রয়োজনানুযায়ীই হোক। কারণের মধ্যে যতই তফাৎ থাক না কেন, ফলাফল সর্বত্র একই প্রকারের: জঘন্যতম অলিগলির অস্তিত্ব যায় দূর হয়ে আর বুর্জোয়ারা তখন এই দারুণ সাফল্যের জন্য প্রচুর আত্মগরিমায় মগ্ন হয়, কিন্তু সেই জঘন্য অলিগলি আবার পরক্ষণেই অন্য জায়গায় দেখা দেয়, এবং তা প্রায় দেখা দেয় ঠিক পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই।

১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালে ম্যাঞ্চেস্টার কেমন ছিল তার চিত্র আমি দিয়েছি 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইটিতে। তার পর থেকে শহরের মাঝখান দিয়ে রেলপথ প্রস্তুত, নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরি এবং বড় বড় সরকারী ও বেসরকারী অট্টালিকা নির্মাণের ফলে এই পুস্তকে বর্ণিত কয়েকটি জঘন্যতম এলাকা ভাঙা হয়েছে, সেগুলি উন্মুক্ত এবং উন্নীত হয়েছে, কতকগুলি অঞ্চল সম্পূর্ণ উঠেই গিয়েছে; অথচ স্বাস্থ্যবিভাগীয় পুলিশী পরিদর্শনের কাজ আগের চেয়ে কঠোরতর হওয়া সত্ত্বেও, অন্যান্য অনেক এলাকা একই রকম থেকে গেছে, এমনকি তাদের অবস্থা হয়েছে আগের চেয়েও জীর্ণতর। পক্ষান্তরে, শহরের বিশাল বিস্তৃতির দরুন—তার লোকসংখ্যা সে সময়ের তুলনায় দেড়গুণ বেড়ে গেছে—তখনও পর্যন্ত যেসব এলাকা আলোবাতাসযুক্ত এবং পরিচ্ছন্ন ছিল, সেসব আজ অতীত শহরের সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত অংশগুলির মতোই ঘিঞ্জি, নোংরা এবং ভিড়াক্রান্ত। মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি: আমার বই-এর ৮০ পৃষ্ঠা থেকে শুরু করে আমি 'ক্ষুদে আয়ার্ল্যাণ্ড' নামে পরিচিত, বহু বছর ধরে ম্যাঞ্চেস্টারের কলঙ্কস্বরূপ মেড্‌লক নদীর উপত্যকার গভীরে অবস্থিত একঝাঁক বাড়ির বর্ণনা দিয়েছিলাম। 'ক্ষুদে আয়ার্ল্যাণ্ড' অনেকদিন হল লোপ পেয়েছে এবং তার জায়গায় এখন উঁচু ভিতের উপর নির্মিত একটি রেলওয়ে স্টেশন বিদ্যমান। বিরাট এক জয়কীর্তির মতো করে বুর্জোয়ারা 'ক্ষুদে আয়ার্ল্যাণ্ডের' সানন্দ এবং চূড়ান্ত

অবলুপ্তির কথা গর্বভরে উল্লেখ করত। তারপর গত গ্রীষ্মকালে বিপুল বন্যা এল—আমাদের বড় বড় শহরের তীর-বাঁধানো নদীগুলিতে বছরের-পর-বছর সাধারণত যে ধরনের ক্রমশ ব্যাপকতর বন্যা ঘটে তেমনি, যার কারণ অবশ্য সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। তখন প্রকাশ পেল যে 'ক্ষুদে আয়ার্ল্যান্ড' মোটেই লোপ পায় নি; শুধু অক্সফোর্ড রোডের দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে তা উঠে গিয়েছে এবং এখনও তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। ম্যাঞ্চেস্টারের র‍্যাডিকাল বুর্জোয়াদের মুখপত্র, ম্যাঞ্চেস্টারের *Weekly Times* ১৮৭২ সালের ২০ জুলাই সংখ্যায় কী বলছে শোনা যাক:

'মেড্‌লকের নিম্ন উপত্যকার অধিবাসীদের গত শনিবার যে দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছে, আশা করা যেতে পারে যে তার থেকে একটা সুফল ফলবে, অর্থাৎ, আমাদের পৌরশাসন কর্তৃপক্ষ এবং পৌরশাসন স্বাস্থ্য-কমিটির নাকের ডগায় স্বাস্থ্যবিধির সকল আইনের প্রতি যে প্রকাশ্য বিদ্রূপকে এতদিন অবধি সেখানে সহ্য করা হয়েছে তার দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। আমাদের গতকালের মধ্যাহ্ন সংস্করণের একটি জোরালো প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে (তাও যথেষ্ট জোরের সঙ্গে নয়) যে, চার্ল্‌স স্ট্রীট ও ব্রুক স্ট্রীটের নিকটে যে কয়েকটা তলকুঠরী বাসায় বানের জল ঢুকেছিল, সেগুলির অবস্থা কী জঘন্য। প্রবন্ধে উল্লিখিত বাসাগুলির মধ্যে একটিকে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করে দেখার ফলে এদের সম্বন্ধে যে-সব উক্তি আগেও করা হয়েছে তার সত্যতা আমরা সমর্থন করতে পারি, ঘোষণা করতেও পারি যে, এই সমস্ত তলকুঠরী-বাসগৃহ অনেক আগেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল, অথবা বলা যেতে পারে, কোনোদিনই সেখানে মানুষের বসবাস মেনে নেওয়া উচিত হয় নি। চার্ল্‌স স্ট্রীট এবং ব্রুক স্ট্রীটের মোড়ে স্কোয়ার্স কোর্ট সাতটি কি আটটি বাসাবাড়ি নিয়ে গঠিত। ব্রুক স্ট্রীটের নিম্নতম ভাগে পর্যন্ত রেলওয়ে ব্রিজের নিচ দিয়ে কোনো পথচারী দিনের-পর-দিন যাতায়াত করলেও কখনও সে কল্পনা করতে পারে নি যে, তার পায়ের তলায়, অনেক নিচে গুহার মধ্যে জনমানব বাস করে। গোটা কোর্ট্‌টাই জনসাধারণের দৃষ্টির বাইরে লুকিয়ে আছে এবং যারা দারিদ্র্যের পীড়নে এর কবরের নির্জনতায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয় একমাত্র তারাই শুধু এখানে প্রবেশ করে থাকে। দুই দিকে জলকপাট (lock) দিয়ে আটকানো মেড্‌লক নদীর সাধারণত বদ্ধজল যখন নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম না-ও করে, তখনও এই বাসাগুলির মেঝে নদীটির উপরিভাগ থেকে কয়েক ইঞ্চির বেশি উঁচু থাকে না। ভালো রকম এক পশলা বৃষ্টি নর্দমা দিয়ে দুর্গন্ধ ও ন্যক্কারজনক জল ঠেলে ওঠাতে পারে, ঘরগুলি মারাত্মক গ্যাসে ভরিয়ে দিতে পারে—সব বন্যাই যা স্মৃতিচিহ্ন রূপে রেখে যায়... ব্রুক স্ট্রীটের বসতিহীন তলকুঠরীগুলির চেয়েও নিম্নতর স্তরে স্কোয়ার্স কোর্ট অবস্থিত... রাস্তার সমতল থেকেও বিশ ফুট নিচে; গত শনিবার বিষাক্ত জল ড্রেন দিয়ে ঠেলে উঠে সেখানে ছাদ

পর্যন্ত পেঁছেছিল। কথাটা জানতাম বলে ভেবেছিলাম যে আমরা জায়গাটা জনহীন দেখব অথবা দেখতে পাব তা শুধু স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্মচারীদেরই দখলে আছে, যাঁরা দুর্গন্ধময় দেয়াল সাফ করছেন ও বাসাগুলিকে সংক্রমণমুক্ত করছেন। তার পরিবর্তে আমরা এক নাপিতের তলকুঠরী-বাসায় একজন লোককে দেখতে পেলাম... সে ব্যস্ত রয়েছে এককোণে স্তূপীকৃত পচা আবর্জনা একটা ঠেলাগাড়িতে তুলতে। নাপিতের ঘর প্রায় সাফ হয়ে এসেছিল; সে আমাদের পাঠিয়ে দিল আরও নিচে কতকগুলি বস্তি দেখতে; সে বলল যে যদি সে লিখতে পারত, তাহলে সংবাদপত্রে সব প্রকাশ করে দিয়ে দাবি জানাত যে এগুলি তুলে দেওয়া হোক। এইভাবে শেষ পর্যন্ত স্কোয়ার্স্ কোর্টে পেঁছে আমরা দেখতে পেলাম যে মোটাসোটা স্বাস্থ্যবতী এক আইরিশ মহিলা কাপড়চোপড় ধোওয়ার গামলা নিয়ে ব্যস্ত। রাতের পাহারাদার তার স্বামী আর সে একগাদা ছেলেপিলে নিয়ে এই বাসাতে ছয় বছর ধরে বসবাস করছে... যে বাসা তারা সবে ছেড়ে এসেছে, সেখানে জল প্রায় ছাদ অবধি পেঁছেছিল, জানালাগুলি সেখানে ভেঙে গেছে এবং আসবাবপত্র নষ্ট হয়েছে সম্পূর্ণত। লোকটি বলল যে বাড়ির বাসিন্দা দুই মাস অন্তর অন্তর চুণকাম করে বলেই দুর্গন্ধ অসহ্য হয়ে ওঠে নি... এরপর ভিতরের মহলে গিয়ে আমাদের সংবাদদাতা তিনটি বাসা দেখতে পেলেন, যাদের পিছনের দেয়াল গিয়ে মিশেছে উপরে বর্ণিত গৃহের পিছনের দেয়ালের সঙ্গে। তিনটি বাসার মধ্যে দুইটিতে মানুষ বাস করছে। সেখানে এতই সাংঘাতিক দুর্গন্ধ যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থতম মানুষেরই নাড়ি উল্টে বমি আসবে... এই বীভৎস অন্ধকূপে বাস করে সাতজনের এক পরিবার; তারা সকলেই বৃহস্পতিবার রাতে (প্রথম যেদিন জল বাড়তে শুরু করে) এখানে ঘুমিয়েছিল। 'ঘুমিয়েছিল' কথাটা ঠিক নয়, স্ত্রীলোকটি সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল সংশোধন করে বলল, কেননা সে আর তার স্বামী দারুণ দুর্গন্ধের জন্য রাতের বেশির ভাগ সময় ক্রমাগত বমি করেছিল। শনিবার দিন তারা বুক-সমান-জল ভেঙে ছেলেমেয়েদের বাইরে বয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়। তাছাড়া স্ত্রীলোকটির মত হল যে এ জায়গা শুকরের বসবাসেরও যোগ্য নয়, কিন্তু ভাড়া অত্যন্ত সস্তা বলেই — সপ্তাহে এক শিলিং ছয় পেন্স্ — সে এটা নিয়েছে, কেননা অসুস্থতার দরুন ইদানীং তার স্বামী প্রায়ই বেকার থাকতে বাধ্য হয়েছে। এই কোর্ট্ এবং এর মধ্যে যেন অকালে-সমাধিস্থ অধিবাসীদের দেখে দর্শকের মনে এক চূড়ান্ত অসহায়তার ভাব জাগে। এইসঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা উচিত যে, আমাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে আমাদের স্বাস্থ্য-কমিটি যে বাসস্থানের অস্তিত্ব বজায় রাখার কোনো সাফাই দিতে পারে না, স্কোয়ার্স্ কোর্ট্ আশেপাশের সেই ধরনের আর পাঁচটা বাড়ির নিদর্শন বই কিছু নয়, যদিও হয়ত বা এটি এক চূড়ান্ত নিদর্শন। যদি এমন জায়গায় ভবিষ্যতে ভাড়াটেদের বসানো হয়, তাহলে কমিটি দায়ী থাকবে, এবং সমগ্র পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে এমন সংক্রামক মহামারীর বিপদের সম্মুখীন করা হবে, যার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা আর আলোচনা করব না।'

বুর্জোয়ারা কার্যক্ষেত্রে কী করে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান করে, এই হল তার জ্বলন্ত উদাহরণ। রোগ-বিস্তারের ক্ষেত্র, জঘন্য গুহা এবং তলকুঠরী—যার মধ্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি রাতের-পর-রাত শ্রমিকদের থাকতে বাধ্য করছে—তার অবলোপ ঘটে না; শুধু **এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়** তার **স্থানান্তর ঘটে মাত্র!** যে অর্থনৈতিক আবশ্যিকতায় এদের এক জায়গায় জন্ম, তাই আবার পরবর্তী জায়গাতেও এদের জন্ম দেয়। যতদিন পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি বজায় থাকবে, ততদিন বিচ্ছিন্নভাবে বাস-সংস্থান সমস্যা বা শ্রমিকদের ভাগ্যজড়িত অন্য কোনো সামাজিক সমস্যার সমাধান আশা করা মূর্খতা। পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক জীবিকার উপাদান ও শ্রমের হাতিয়ার সবকিছু দখল করার মধ্যেই একমাত্র এই সমস্যার সমাধান নিহিত।

তৃতীয় ভাগ

প্রুধোঁ ও বাস-সংস্থান সমস্যা সম্পর্কে ক্রোড়পত্র

১

Volksstaat পত্রিকার ৮৬ নং সংখ্যায় আ. ম্যুল্‌বের্গার প্রকাশ করলেন যে, সে পত্রিকার ৫১ নং ও পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে আমার দ্বারা সমালোচিত প্রবন্ধগুলির লেখক তিনিই।* তিনি তাঁর জবাবে আমাকে ক্রমান্বয়ে এমনই গালাগালি দিয়ে অভিভূত করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রশ্নগুলিকেই এতখানি গুলিয়ে ফেলেছেন যে, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, আমি তার উত্তর দিতে বাধ্য হচ্ছি। আমার আফসোস এই যে ম্যুল্‌বের্গার স্বয়ং আমাকে বহুল পরিমাণে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হতে বাধ্য করেছেন, তা সত্ত্বেও আমি আমার জবাবটাকে সাধারণের কাছে আকর্ষক করে তুলতে চেষ্টা করব আরেকবার এবং সম্ভবপর হলে আগের চেয়ে আরও পরিষ্কার

---

* এই খণ্ডের ২০-৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

করে মূলকথাগুলি উপস্থিত করে, যদিও আশঙ্কা আছে যে ম্যুল্‌বের্গার আরেকবার বলবেন যে, এসবের মধ্যে 'তাঁর বা *Volksstaat*- এর অন্যান্য পাঠকদের পক্ষে মূলত নতুন কিছুই নেই'।

ম্যুল্‌বের্গার আমার সমালোচনার ধরন ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অভিযোগ করেছেন। ধরন সম্পর্কে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সে সময়ে আলোচ্য প্রবন্ধগুলি কে লিখেছেন তা পর্যন্ত আমি জানতাম না। সুতরাং প্রবন্ধগুলির লেখক সম্বন্ধে কোনোরূপ ব্যক্তিগত 'বিদ্বেষের' প্রশ্ন উঠতেই পারে না; প্রবন্ধগুলিতে বাস-সংস্থান সমস্যার যে সমাধান দেওয়া হয়েছে, সে সম্বন্ধে অবশ্য আমি 'বিদ্বেষভাবাপন্ন' ছিলাম এই দিক থেকে যে বহুপূর্বে প্রুধোঁর মারফৎ সে সমাধানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এ বিষয়ে দৃঢ় অভিমত গঠন করে ফেলেছিলাম।

আমার সমালোচনার 'সুর' সম্বন্ধে বন্ধুবর ম্যুল্‌বের্গারের সঙ্গে আমি কলহ করতে চাই না। আমি যতদিন আন্দোলনে আছি, ততদিন থাকলে আক্রমণের বিরুদ্ধে গায়ের চামড়া মোটা হয়ে যায়; সুতরাং সহজেই অন্যদেরও তাই হয়ে থাকবে বলে ধরা যায়। ম্যুল্‌বের্গারের ক্ষতিপূরণ করবার জন্য আমি এবার আমার সুরকে তাঁর চামড়ার স্পর্শকাতরতার সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে আনবার চেষ্টা করব।

ম্যুল্‌বের্গার বিশেষ তিক্ততার সঙ্গে অভিযোগ করেছেন যে আমি তাঁকে প্রুধোঁপন্থী বলেছি এবং তিনি তার প্রতিবাদে জানাচ্ছেন যে তিনি তা নন। স্বভাবতই তাঁকে আমার বিশ্বাস করা উচিত, কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধাবলী থেকে—এবং শুধু প্রবন্ধাবলী নিয়েই আমার কারবার—প্রমাণ সংগ্রহ করে দেখাব যে তাতে নির্জলা প্রুধোঁবাদ ছাড়া আর কিছুই নেই।

অবশ্য ম্যুল্‌বের্গারের মতে আমি প্রুধোঁকেও 'হাল্কাভাবে' সমালোচনা করেছি, তাঁর প্রতি গুরুতর অবিচার করেছি।

> 'পেটি-বুর্জোয়া প্রুধোঁর তত্ত্ব জার্মানিতে একটা আপ্তবাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছে; তাঁর এক লাইনও পড়ে নি এমনও অনেকে তা প্রচার করে থাকে।'

আমি যে আফসোস করে বলেছিলাম যে গত কুড়ি বছর যাবৎ রোমান্স-ভাষাভাষী শ্রমিকদের প্রুধোঁর রচনা ছাড়া অন্য কোনো মানসিক খাদ্য জোটে

নি, ম্যুল্‌বের্গার তারই জবাবে বলছেন যে, লাতিন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে 'প্রুধোঁ কর্তৃক সূত্রায়িত নীতিই প্রায় সর্বত্র আন্দোলনের চালিকা শক্তি'। আমাকে এ কথার প্রতিবাদ করতেই হবে। সর্বপ্রথম, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের 'চালিকা শক্তি' কোনোক্ষেত্রেই 'নীতির' মধ্যে নিহিত নয়; তা সর্বত্রই বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশ ও তার ফলাফল, একদিকে পুঁজি ও অপরদিকে প্রলেতারিয়েতের সমাবেশ ও কেন্দ্রীভবনের মধ্যে নিহিত। দ্বিতীয়ত, লাতিন দেশগুলিতে তথাকথিত প্রুধোঁবাদী 'নীতির' উপর ম্যুল্‌বের্গার যে নির্ধারক ভূমিকা আরোপ করেছেন, যথা, 'নৈরাজ্যবাদ, অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের সংগঠন, সামাজিক বিলোপ ইত্যাদি নীতিসমূহ বিপ্লবী আন্দোলনের সত্যকারের বাহক হয়ে উঠেছে'—এমন কথা বলাও সঠিক নয়। প্রুধোঁবাদী সর্বরোগহর দাওয়াই বাকুনিনের হাতে আরো বিকৃত রূপ ধারণ করে যেখানে খানিকটা প্রভাব অর্জন করেছিল সেই স্পেন ও ইতালির কথা ছেড়ে দিলেও, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে যার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তারই এ কথা জানা যে, ফ্রান্সে প্রুধোঁপন্থীরা সংখ্যার দিক থেকে নগণ্য গোষ্ঠী মাত্র; সামাজিক বিলোপ এবং অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের সংগঠন—এই শিরনাম দিয়ে প্রুধোঁ সমাজ-সংস্কারের যে পরিকল্পনা রচনা করেছেন, ফ্রান্সের ব্যাপক শ্রমিক শ্রেণী তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না। অন্যান্য প্রমাণ ছাড়াও এর একটা প্রমাণ কমিউন। যদিও কমিউনে প্রুধোঁপন্থীদের শক্তিশালী প্রতিনিধিদল ছিল, তবুও প্রুধোঁর প্রস্তাবানুযায়ী পুরনো সমাজের অবলোপ অথবা অর্থনৈতিক শক্তি সংগঠনের কোনোই প্রচেষ্টা হয় নি। পক্ষান্তরে, এটা কমিউনের পরম গৌরবের কথা যে তার সর্ববিধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পিছনে 'চালিকা শক্তি' হিসেবে কোনো 'নীতির' তালিকা ছিল না, ছিল সোজাসুজি ব্যবহারিক প্রয়োজন। আর সেইজন্যই রুটির দোকানে রাতের কাজ নিষেধ, কারখানায় অর্থ-জরিমানা বন্ধ, তালাবন্ধ ফ্যাক্টরি ও কারখানা বাজেয়াপ্ত করে শ্রমিক সঙ্ঘের হাতে তা অর্পণ ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলি মোটেই প্রুধোঁবাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী হয় নি, হয়েছিল নিশ্চিতই জার্মান বিজ্ঞানসম্মত সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার অনুসরণে। একটিমাত্র সামাজিক ব্যবস্থা প্রুধোঁপন্থীরা গ্রহণ করিয়েছিল, তা হল ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স বাজেয়াপ্ত **না করার সিদ্ধান্ত**, এবং সেটাই কমিউনের পতনের জন্য অংশত দায়ী। একইভাবে,

তথাকথিত ব্লাঙ্কিপন্থীরাও (২৫) যখন নিছক রাজনৈতিক বিপ্লবী থেকে নিজেদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি সংবলিত সমাজতন্ত্রী শ্রমিক উপদলে পরিণত করার চেষ্টা করল— 'আন্তর্জাতিক এবং বিপ্লব' নামক ইশ্‌তেহারে লন্ডনে ব্লাঙ্কিবাদী পলাতকগণ যে চেষ্টা করে— তখনও তারা সমাজ বাঁচাবার জন্য প্রুধোঁবাদী পরিকল্পনার 'নীতি' প্রচার করে নি, তারা গ্রহণ করল, আর তাও প্রায় আক্ষরিকভাবেই, প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং শ্রেণীসমূহের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেরও বিলোপে পেঁছবার জন্য প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত জার্মান সমাজতন্ত্রের অভিমত, যে অভিমত 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এ* ও তারপরেও অসংখ্য উপলক্ষে ব্যক্ত হয়েছে। প্রুধোঁর প্রতি জার্মানদের তাচ্ছিল্য থেকে মুল্‌বের্গার যদি এই সিদ্ধান্তও টানেন যে, 'প্যারিস কমিউন সমেত' লাতিন দেশগুলির আন্দোলন সম্পর্কে তাদের উপলব্ধির অভাব আছে, তাহলে তিনি এই অভাবের প্রমাণ হিসেবে আমাদের বলুন যে, লাতিন পক্ষ থেকে কোন্‌ রচনাটিতে জার্মান মার্কসের লেখা— ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের ভাষণের মতো প্রায় অতটা সঠিকভাবে কমিউনকে উপলব্ধি এবং তার বর্ণনা করা হয়েছে।**

একটিই মাত্র দেশ আছে যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন সরাসরি প্রুধোঁবাদী 'নীতির' প্রভাবাধীন— তা হল বেলজিয়ম এবং ঠিক তারই ফলস্বরূপ, হেগেলের ভাষায় বলতে গেলে, বেলজিয়ান আন্দোলন 'শূন্য থেকে উঠে শূন্য মারফৎ গিয়ে শূন্যে' (২৬) পরিণত হচ্ছে।

গত বিশ বছর ধরে লাতিন দেশগুলির শ্রমিকেরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শুধু যে প্রুধোঁ থেকে তাদের মানসিক খাদ্য সংগ্রহ করেছে তা আমি দুর্ভাগ্য বিবেচনা করি— এ কথা বলতে মুল্‌বের্গার যাকে 'নীতি' আখ্যা দেন প্রুধোঁর সেই সংস্কারবাদী দাওয়াইয়ের একান্ত কাল্পনিক আধিপত্য বোঝাই নি, বোঝাতে চেয়েছি এই যে, বর্তমান সমাজ সম্বন্ধে তাদের অর্থনৈতিক সমালোচনা পুরোপুরি ভ্রান্ত প্রুধোঁবাদী বুলি দ্বারা কলুষিত হয়েছে এবং তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রুধোঁবাদী প্রভাব দ্বারা ভণ্ডুল হয়েছে।

* এই সংস্করণের ১ম খণ্ডের ১৫৩-১৫৬, ১৬৬-১৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** এই সংস্করণের ৭ম খণ্ডের ৬০-৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

এইভাবে 'লাতিন দেশের প্রুধোঁপ্রভাবিত শ্রমিকেরা' জার্মান শ্রমিকদের চেয়ে 'বেশি পরিমাণে বিপ্লবে অবস্থিত' কিনা—সে জার্মান শ্রমিকেরা অন্তত লাতিনেরা তাদের প্রুধোঁকে যতটা বোঝে, তার চেয়ে ঢের বেশি ভালো করে বিজ্ঞানসম্মত জার্মান সমাজতন্ত্র বোঝে, — সেই প্রশ্নের আমরা তখনই জবাব দিতে পারব যখন আমরা বুঝতে পারব 'বিপ্লবে **অবস্থিত হওয়া'** কথাটার আসল অর্থ কী। 'খ্রীষ্ট ধর্মে, সত্যকারের বিশ্বাসে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে' ইত্যাদিতে 'অবস্থানের' কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উগ্রতম আন্দোলন, বিপ্লবে 'অবস্থান করা'? 'বিপ্লব'ও কি তাহলে এক আপ্তবাক্যের ধর্ম মাত্র, যাতে বিশ্বাস রাখতে হবে?

তাছাড়া ম্যুল্‌বের্গার আমাকে এজন্যও ভর্ৎসনা করেছেন যে, তাঁর প্রবন্ধাবলীর সুস্পষ্ট ভাষা উপেক্ষা করে আমি এই উক্তি করেছি যে তিনি বাস-সংস্থান সমস্যাকে শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা বলে জাহির করেছেন।

এইবার ম্যুল্‌বের্গার সত্যই সঠিক কথা বলেছেন। উক্ত অংশটি আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। দৃষ্টি এড়ানোটা আমার অমার্জনীয় দোষ, কেননা এটি তাঁর প্রবন্ধের সামগ্রিক প্রবণতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যসূচক। ম্যুল্‌বের্গার সত্যসত্যই সোজাসুজিভাবে লিখেছেন:

'আমরা বারে বারে ও ব্যাপকভাবে **শ্রেণী-নীতি অনুসরণ করি, শ্রেণী-আধিপত্যের** প্রচেষ্টা করি প্রভৃতি **আজগবি** অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছি বলে আমরা সর্বপ্রথমে এবং সুস্পষ্টভাবে জোর দিয়ে বলতে চাই যে, বাস-সংস্থান সমস্যা কোনোক্রমেই এমন একটি সমস্যা নয়, যেটি শুধু প্রলেতারিয়েতকে স্পর্শ করে; **পরন্তু** এটি এমন এক সমস্যা যা **বিপুল পরিমাণে** ছোট ব্যবসায়ী, পেটি-বুর্জোয়া, সমগ্র আমলাতন্ত্র সহ **খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও** স্বার্থসংশ্লিষ্ট... বাস-সংস্থান সমস্যা সমাজ-সংস্কারের এমনই এক বিষয় যা অন্য যে কোনো বিষয় থেকে বেশি পরিমাণে, একদিকে **প্রলেতারিয়েতের** এবং অন্যদিকে সমাজের **খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির স্বার্থের মধ্যে অন্তর্নিহিত পরম একাত্মতা** প্রকাশ করার উপযোগী বলে মনে হয়। ভাড়াটে বাড়ির শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি প্রলেতারিয়েতের সমপরিমাণে, **হয়তো বা** তার চেয়ে **বেশিই,** ক্লিষ্ট হয়... আজকের দিনে সমাজের খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি এই প্রশ্নের সম্মুখীন — নবীন, শক্তিশালী এবং উৎসাহী শ্রমিক পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে, তারা... সমাজের রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করার মতো... শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে কিনা যে রূপান্তরের **আশীর্বাদ সর্বোপরি তারাই ভোগ করবে।'**

সুতরাং বন্ধুবর ম্যুল্‌বের্গার এখানে এই কথা বলছেন:

১। 'আমরা' কোনো 'শ্রেণী-নীতি' অনুসরণ করি না এবং 'শ্রেণী-আধিপত্যের' চেষ্টা করি না। অথচ জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি নিছক **শ্রমিকদের পার্টি বলেই,** অনিবার্যভাবেই 'শ্রেণী-নীতি', শ্রমিক শ্রেণীর নীতি অনুসরণ করে। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক পার্টিই যেমন রাষ্ট্রের মধ্যে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টিও তেমনই অনিবার্যভাবেই **তার** শাসন, শ্রমিক শ্রেণীর শাসন, তথা 'শ্রেণী-আধিপত্য' কায়েম করতে সচেষ্ট। তাছাড়া, ইংরেজ চার্টিস্টদের থেকে শুরু করে, **প্রত্যেকটি** সাচ্চা প্রলেতারীয় পার্টিই শ্রেণী-নীতি, প্রলেতারিয়েতের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টির মতো সংগঠনের কথা পেশ করেছে সংগ্রামের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে এবং সংগ্রামের আশু লক্ষ্য হিসেবে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রস্তাব করেছে। এই নীতিকে 'আজগবি' বলে ঘোষণা করে ম্যুল্‌বের্গার প্রলেতারিয়েত আন্দোলনের বাইরে এবং পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের শিবিরে নিজের স্থান করে নিচ্ছেন।

২। বাস-সংস্থান সমস্যার একটা সুবিধা হল এই যে, এটা নিছক শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা নয়; পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীরও এতে 'বিপুল স্বার্থ' এইজন্য যে 'খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীও' শ্রমিক শ্রেণীর 'সমপরিমাণে, হয়তো বা তার চেয়ে বেশি' এই সমস্যা থেকে ভোগে। যিনি এ কথা বলেন যে, কোনো একটি দিক থেকেও পেটি-বুর্জোয়া 'হয়তো বা প্রলেতারিয়েতের চেয়ে বেশি' দুর্দশা ভোগ করে, তাঁকে যদি পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীদের অন্যতম বলে গণ্য করা হয়, তাহলে তিনি নিশ্চয় অভিযোগ করতে পারেন না। ম্যুল্‌বের্গারের কি তাহলে অভিযোগের কোনো ভিত্তি থাকে, যখন আমি বলি:

'শ্রমিক শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর, বিশেষ করে পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সমভাবে যেসব দুর্দশা ভোগ করে, পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র, প্রুধোঁ যার অন্তর্গত, প্রধানত ঠিক সেই সকল দুঃখদুর্দশা নিয়ে ব্যাপৃত থাকাটাই পছন্দ করে। তাই আমাদের জার্মান প্রুধোঁপন্থীটি যে বাস-সংস্থান সমস্যাটিই প্রধানত আঁকড়ে ধরেছেন তা মোটেই আকস্মিক নয়; এই সমস্যাটি যে কোনোক্রমেই শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা নয়, তা আমরা দেখেছি।'*

---

* এই খণ্ডের ২২-২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

৩। 'সমাজের খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর' স্বার্থ এবং প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের মধ্যে 'অন্তর্নিহিত পরম একাত্মতা' আছে এবং সমাজের রূপান্তরের আগামী প্রক্রিয়ার 'আশীর্বাদ' প্রলেতারিয়েত নয়, 'সর্বোপরি ভোগ করবে' এই খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলিই।

সুতরাং শ্রমিকেরা আগামী সমাজ-বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছে 'সর্বোপরি' পেটি-বুর্জোয়াদেরই স্বার্থে। অধিকন্তু পেটি-বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের মধ্যে 'অন্তর্নিহিত পরম একাত্মতা' আছে। যদি শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে পেটি-বুর্জোয়ার স্বার্থের অন্তর্নিহিত একাত্মতা থেকে থাকে, তবে পেটি-বুর্জোয়ার স্বার্থের সঙ্গেও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের অন্তর্নিহিত একাত্মতা আছে। তাহলে শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির মতো পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিরও সমানই অধিকার রয়েছে আন্দোলনের মধ্যে বিদ্যমান থাকার; আর এই সমানাধিকারের ঘোষণাকেই পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র বলে।

সুতরাং এটা সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ যে, স্বতন্ত্রভাবে পুনর্মুদ্রিত পুস্তিকার ২৫ পৃষ্ঠায় মুল্যবের্গার 'সমাজের আসল স্তম্ভ' বলে 'ক্ষুদে শিল্পের' মহিমা গান করেছেন, 'কেননা তা তার প্রকৃতি অনুসারেই নিজের মধ্যে তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটায়: শ্রম—অর্জন—মালিকানা; এবং এই তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণে ক্ষুদে শিল্প ব্যক্তির বিকাশের ক্ষমতাকে সীমিত করে না।' তিনি স্বভাবতই আধুনিক শিল্পের প্রতি এই কারণে বিশেষ করে দোষারোপ করেন যে, তা স্বাভাবিক মানুষ সৃষ্টির এই আঁতুড় ঘরটিকে ধ্বংস করছে এবং 'যে অনবরত নিজেকে পুনরুৎপাদিত করছে এমনই এক প্রাণবান **শ্রেণীর** মধ্য থেকে এমনই এক অচেতন **মনুষ্যমণ্ডলী** সৃষ্টি করে চলেছে যারা নিজেরাই জানে না তাদের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি কোন দিকে ফেরাবে'। সুতরাং পেটি-বুর্জোয়া হল মুল্যবের্গারের আদর্শ মানুষ এবং ক্ষুদে শিল্পই হচ্ছে তাঁর আদর্শ উৎপাদন-পদ্ধতি। তাহলে তাঁকে পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীদের শ্রেণীভুক্ত করে কি আমি তাঁর মানহানি করলাম?

মুল্যবের্গার প্রুধোঁ সম্বন্ধে সকল দায়িত্ব বর্জন করেছেন বলে প্রুধোঁর সংস্কার পরিকল্পনার লক্ষ্য যে সমাজের সকল সদস্যকে পেটি-বুর্জোয়া ও ক্ষুদে কৃষকে রূপান্তরিত করা, তা এখানে অধিক আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে। পেটি-বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের স্বার্থের মধ্যে তথাকথিত একাত্মতা নিয়ে

আলোচনাটাও সমভাবেই অপ্রয়োজনীয়। যতটুকু প্রয়োজন, তা 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এই পাওয়া যাবে (লাইপজিগ সংস্করণ, ১৮৭২, ১২ এবং ২১ পৃষ্ঠা)।*

আমাদের এই পর্যালোচনার ফলে দেখতে পাচ্ছি 'পেটি-বুর্জোয়া প্রুধোঁর উপকথার' পাশাপাশি পেটি-বুর্জোয়া ম্যুলবের্গারের বাস্তব আবির্ভাব।

২

এইবার আমরা একটি প্রধান প্রশ্নে আসছি। ম্যুলবের্গারের প্রবন্ধাবলীতে প্রুধোঁর কায়দায় অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আইনী পরিভাষায় পরিণত করে তা বিকৃত করা হয়েছে বলে আমি অভিযোগ করেছিলাম। এর উদাহরণ হিসেবে আমি বেছেছিলাম ম্যুলবের্গারের নিম্নলিখিত উক্তিটি:

'ভাড়া হিসেবে বাড়িটির প্রকৃত মূল্য পর্যাপ্ত পরিমাণেরও বেশি করে মালিককে অনেক আগেই পরিশোধ করে দেওয়া সত্ত্বেও, একবার তৈরী হয়ে যাবার পর থেকে সে বাড়ি সামাজিক শ্রমের একটা নির্দিষ্ট ভগ্নাংশের উপর **চিরস্থায়ী আইনী স্বত্ব** হিসেবে কাজ করে। **এইভাবে** সম্ভব হয় সেই ব্যাপারটি যার ফলে যে বাড়ি, ধরা যাক নির্মিত হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আগে, তা এই সময়ের মধ্যে ভাড়ার আয়ের মারফৎ তার আদি নির্মাণ ব্যয়ের দ্বিগুণ, তিনগুণ, পাঁচগুণ, দশগুণ, এমনকি তারও বেশি উশুল করে নেয়।'

ম্যুলবের্গার এখন অভিযোগ করে বলছেন:

'বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে এই **সরল সংযত বিবরণ** নেওয়ার ফলে এঙ্গেলস আমাকে এই জ্ঞানদানে প্রবৃত্ত হয়েছেন যে বাড়িটি **কী করে** 'আইনী স্বত্বে' পরিণত হল, তা আমার ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল — যে কাজটি আমার কর্তব্যের চৌহদ্দির সম্পূর্ণ বাইরে... **বর্ণনা দেওয়া** এক কথা, **ব্যাখ্যা করা** আর এক কথা। আমি যখন প্রুধোঁর কথামতোই বলি যে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবন **অধিকারের ধারণা** দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়া উচিত, তখন আমি বর্তমান সমাজকে এইভাবে **বর্ণনা করছি** যে, এর মধ্যে সর্বপ্রকার

---

* এই সংস্করণের ১ম খণ্ডের ১৫৪-১৫৫, ১৭০-১৭১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

অধিকারের ধারণাই অনুপস্থিত তা নয়, কিন্তু **বিপ্লবের অধিকার সম্বন্ধে ধারণা** অনুপস্থিত; এই সত্য স্বয়ং এঙ্গেলসও স্বীকার করবেন।'

এই মুহূর্তের মতো আমাদের আলোচনাকে একবার তৈরী বাড়ি সম্পর্কেই সীমিত রাখা যাক। ভাড়া দেবার পর থেকে বাড়িটি তার নির্মাতাকে ভূমি-খাজনা, মেরামতি ব্যয়, বাড়ি তৈরীতে নিয়োজিত পুঁজির উপরে সুদ, এবং তার উপরে মুনাফা হিসেবে ভাড়া জুগিয়ে চলে; আর অবস্থাবিশেষে এই ভাড়া ক্রমশ আদায় হতে হতে আদি ব্যয়ের মূল্যের দ্বিগুণ, তিনগুণ, পাঁচগুণ, এমনকি দশগুণে দাঁড়াতে পারে। বন্ধুবর মুলবের্গার, এই হল 'বাস্তব ঘটনার', একটা **অর্থনৈতিক** বাস্তব ঘটনার 'সরল সংযত বিবরণ'; এই বাস্তব ঘটনার অস্তিত্ব 'কী করে' সম্ভব হল তা যদি আমরা জানতে চাই, তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই আমাদের অনুসন্ধান চালাতে হবে। যাতে কোনো শিশুর পর্যন্ত ব্যাপারটা ভুল বোঝবার অবকাশ না থাকে, তার জন্য তাই এই সম্পর্কে আর একটু গভীরভাবে বিচার করা যাক। এ কথা সুবিদিত যে, পণ্য বিক্রয়ের ঘটনাটা হচ্ছে পণ্যের অধিকারী কর্তৃক তার ব্যবহার-মূল্য পরিত্যাগ করে বিনিময়-মূল্য গ্রহণ। বিভিন্ন পণ্যের ব্যবহার-মূল্যের মধ্যেকার অনেকরকম তফাতের মধ্যে একটি হল এই যে, বিভিন্ন পণ্য ভোগ করতে বিভিন্ন মেয়াদের সময় লাগে। একটি পাঁউরুটি একদিনেই নিঃশেষ হয়ে যায়; একজোড়া পাৎলুন জীর্ণ হতে একবছর লাগে; আর একটি বাড়ির আয়ুষ্কাল, ধরুন, একশো বছর। সুতরাং স্থিতিশীল পণ্যের ক্ষেত্রে তার ব্যবহার-মূল্যকে টুকরো টুকরো করে, প্রতিবারই কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রয় করার সম্ভাবনার উদ্ভব হয়, অর্থাৎ কিনা, তা **ভাড়া দিতে** পারা যায়। তাই এই টুকরো টুকরো করে বিক্রয় করায় বিনিময়-মূল্য পরিশোধ হয় ক্রমিক ধারায়। নিয়োজিত পুঁজি এবং তা থেকে উদ্ভূত মুনাফা অবিলম্বেই পরিশোধের দাবি পরিত্যাগ করার ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিক্রেতা বর্ধিত মূল্য পায়, সুদ পায়, যার হার নির্ধারিত হয় অর্থশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী, খেয়ালখুশি মতো নয়। একশো বছর পরে বাড়িটির ব্যবহার শেষ হয়ে গিয়ে সেটা জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে, বসবাসযোগ্য আর থাকে না। বাড়ির জন্য প্রাপ্ত ভাড়া থেকে তাহলে আমরা যদি: ১। আলোচ্য সময়ের মধ্যে তার যে কোনো সম্ভব বৃদ্ধি সমেত ভূমি-খাজনা, এবং ২। চলতি মেরামতির

জন্য ব্যয়িত অর্থ বাদ দিই, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, অবশিষ্টের মধ্যে পড়ে থাকছে: ১। বাড়িটির পিছনে গোড়ায় নিয়োজিত পুঁজি; ২। তার উপরে মুনাফা; এবং ৩। ক্রমশ উশুলযোগ্য পুঁজি ও মুনাফার উপরে সুদ। এখন এ কথা সত্য যে, এই সময় উত্তীর্ণ হবার পরে ভাড়াটে বাড়িটা পাচ্ছে না, কিন্তু বাড়িওয়ালারও তা থাকছে না। শেষোক্ত জনের শুধু জমি (যদি সেটা তারই সম্পত্তি থেকে থাকে) এবং নির্মাণের মালমসলা থাকবে, কিন্তু তা তো আর বাড়ি নয়। এই সময়ের মধ্যে যদি বাড়ি থেকে 'আদি ব্যয়মূল্যের পাঁচ-দশগুণ পরিমাণ অর্থ উশুল হয়ে থাকে', তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, তা হয়েছে শুধুমাত্র ভূমি-খাজনা বৃদ্ধির দরুন। লণ্ডনের মতো যেসব মহানগরীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমির ও বাড়ির মালিক দুই ভিন্ন ব্যক্তি, সেখানে এ কথা কারও অজানা নয়। এই ধরনের দারুণ ভাড়া বৃদ্ধি দ্রুত বর্ধনশীল শহরগুলিতেই ঘটে থাকে; কৃষিজীবী পল্লীতে ঘটে না, যেখানে গৃহনির্মাণের জমির ভূমি-খাজনা কার্যত অপরিবর্তিতই থাকে। আসলে এ সত্য সকলেরই জানা যে, ভূমি-খাজনা বৃদ্ধির কথা বাদ দিলে বাড়িভাড়া থেকে (মুনাফা সমেত) নিয়োজিত পুঁজির উপর বার্ষিক গড়পড়তা শতকরা সাত ভাগের বেশি আয় বাড়িওয়ালার জন্য আসে না, এবং এই টাকা থেকেও মেরামত ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বাড়িভাড়ার চুক্তি সম্পূর্ণ মামুলী এক পণ্য-বিনিময়ের ব্যাপার, তত্ত্বগতভাবে শ্রমিকের পক্ষে যার তাৎপর্য অন্য কোনো পণ্য-বিনিময় অপেক্ষা বেশিও নয়, কমও নয়—ব্যতিক্রম হল শ্রমশক্তির ক্রয়বিক্রয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পণ্য-বিনিময়; যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাড়িভাড়ার চুক্তি করার সময়ে শ্রমিকদের সম্মুখীন হতে হয় বুর্জোয়াদের হাজারো প্রতারণাপদ্ধতির মধ্যেই একটির শিকার হতে হয়। এ সম্বন্ধে আমি স্বতন্ত্রভাবে পুনর্মুদ্রিত পুস্তিকার ৪ পৃষ্ঠায়* আলোচনা করেছি। কিন্তু এটাও যে অর্থনৈতিক নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন, সে কথা আমি ওখানে আলোচনা করেছি।

পক্ষান্তরে, মুল্‌বের্গারের মতে বাড়িভাড়ার চুক্তি পুরোপুরি 'খেয়ালখুশি' ছাড়া আর কিছুই নয় (স্বতন্ত্রভাবে পুনর্মুদ্রিত পুস্তিকার

---

* এই খণ্ডের ২১-২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

১৯ পৃষ্ঠা) এবং আমি যদি তাঁর বক্তব্যের উল্টো কথা প্রমাণ করে দিই, তাহলে তিনি অভিযোগ করেন যে, 'আফসোসের ব্যাপার এই যে তাঁর জানা কথাই শুধু' তাঁকে আমি বলছি।

তবু বাড়িভাড়ার ব্যাপারে যতই অর্থনৈতিক গবেষণা করা হোক না কেন, তা দিয়ে ভাড়াটে বাড়ির অবলুপ্তিকে 'বিপ্লবী ধারণার গর্ভে জাত সর্বাধিক ফলপ্রসূ এবং গৌরবময় আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অন্যতম'য় পরিণত করতে আমরা সক্ষম হব না। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে সংযত অর্থশাস্ত্রের সরল তথ্যকে চালান দিতে হবে আইনশাস্ত্রের বাস্তবিকই অনেক বেশি মতাদর্শমূলক ক্ষেত্রে। বাড়িভাড়ার ক্ষেত্রে 'বাড়িটি চিরস্থায়ী আইনী স্বত্ব হিসেবে কাজ করে', এবং **'এইভাবে সম্ভব হয়'** ভাড়ার মাধ্যমে বাড়ির মূল্য দুই, তিন, পাঁচ বা দশগুণ পরিশোধ করা। সত্যিই কী করে এটা 'সম্ভব হয়' তা আবিষ্কার করার ব্যাপারে 'আইনী স্বত্ব' আমাদের বিন্দুমাত্রও সাহায্য করে না। সেইজন্য আমি বলেছিলাম যে, বাড়িটি কী করে আইনী স্বত্ব পায়, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলেই মুল্‌বের্গার উপলব্ধি করতে পারতেন আসলে **কী করে** এটা 'সম্ভব হয়'। শাসক শ্রেণী যে আইনী পরিভাষা দিয়ে বাড়িভাড়াকে অনুমোদন করে, তা নিয়ে ঝগড়া করার পরিবর্তে আমার মতো বাড়িভাড়ার **অর্থনৈতিক** স্বরূপের অনুসন্ধান করেই মাত্র আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি। কেউ যদি বাড়িভাড়া লোপ করার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করে, তাহলে 'পুঁজির কায়েমী স্বত্বের প্রতি ভাড়াটের সেলামি' হিসেবে বাড়িভাড়াকে দেখার চেয়ে তাকে বেশি জানতে হবে। এর জবাবে মুল্‌বের্গার বলেন যে, 'বর্ণনা দেওয়া এক কথা, ব্যাখ্যা করা আর এক কথা'।

বাড়ি যদিও মোটেই কায়েমী নয়, তবু তাকে বাড়িভাড়া পাওয়ার চিরস্থায়ী আইনী স্বত্বে আমরা রূপান্তরিত করে ফেললাম। দেখলাম, যেভাবেই এটা 'সম্ভব হোক' না কেন, এই আইনী স্বত্বের জোরে বাড়িখানা ভাড়া হিসেবে তার আদি মূল্যের কয়েকগুণ বেশি অর্থ আমদানি করে। আইনের ভাষায় বর্ণনার ফলে আমরা সৌভাগ্যক্রমে অর্থতত্ত্ব থেকে এতখানি দূরে সরে এলাম যে, মোট ভাড়া হিসেবে ক্রমে ক্রমে বাড়িখানার কয়েকগুণ দাম ফেরৎ পাওয়া যেতে পারে, এই ঘটনার চেয়ে বেশি কিছু আমরা এখন আর দেখতে পাব না। যেহেতু আমরা এখন আইনের ভাষায় চিন্তা করছি এবং

কথা বলছি, তাই এই ঘটনাটিকে আমরা অধিকারের এবং ন্যায়ের মানদণ্ড দিয়ে বিচার করে দেখতে পাব যে, তা **অন্যায়,** তা 'বিপ্লবের অধিকার সম্বন্ধে ধারণার' সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা সে বস্তুটি যাই হোক না কেন; সুতরাং এই আইনী স্বত্বটা কোনো কাজের নয়। আমরা আরও দেখতে পাই যে, এ কথা সুদভোগী পুঁজি এবং ইজারাকৃত কৃষি-জমি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য; সুতরাং এই ধরনের সম্পত্তিকে অন্যান্য রকম সম্পত্তি থেকে পৃথক করে এদের প্রতি ব্যতিক্রমী বিচারের অজুহাতও পাওয়া গেল। তা দাঁড়াল এইসব দাবিতে: ১। ঘর ছেড়ে দেবার নোটিস জারির অধিকার থেকে, সম্পত্তি প্রত্যর্পণের দাবি করার অধিকার থেকে মালিককে বঞ্চিত করা; ২। ইজারাদার, অধমর্ণ বা ভাড়াটেকে তার কাছে হস্তান্তরিত অথচ তার সম্পত্তি নয় এমন সামগ্রী বিনামূল্যে ভোগ করার অধিকার দেওয়া; এবং ৩। মালিককে দীর্ঘদিন ধরে কিস্তিবন্দী হারে বিনাসুদে তার প্রাপ্য শোধ করে দেওয়া। তাতে করে প্রুধোঁবাদী 'নীতিসমূহের' তালিকা এইখানেই শেষ। এটাই হল অবশ্য প্রুধোঁর 'সামাজিক বিলুপ্তিকরণ'।

প্রসঙ্গত, এ কথা স্পষ্ট যে, এই সমগ্র সংস্কার পরিকল্পনার লক্ষ্য হল মোটামুটি শুধুমাত্র পেটি-বুর্জোয়া ও ক্ষুদে কৃষকদেরই উপকার করা, কেননা এতে পেটি-বুর্জোয়া ও ক্ষুদে কৃষক হিসেবেই তাদের অবস্থিতি **সংহত হয়।** এর ফলে, ম্যুল্‌বের্গারের মতে যিনি কিংবদন্তীর ব্যক্তি মাত্র, 'সেই পেটি-বুর্জোয়া প্রুধোঁ' সহসা এখানে সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঐতিহাসিক অস্তিত্ব গ্রহণ করছেন।

ম্যুল্‌বের্গার অতঃপর বলছেন:

> 'আমি যখন প্রুধোঁর কথামতোই বলি যে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবন **অধিকারের ধারণা দ্বারা** ব্যাপ্ত হওয়া উচিত, তখন আমি বর্তমান সমাজকে এইভাবে **বর্ণনা করছি** যে, এর মধ্যে সর্বপ্রকার অধিকারের ধারণাই অনুপস্থিত তা নয়, কিন্তু বিপ্লবের অধিকার সম্বন্ধে ধারণা অনুপস্থিত; এই সত্য স্বয়ং এঙ্গেলসও স্বীকার করবেন।'

দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি ম্যুল্‌বের্গারের প্রতি এই অনুগ্রহটুকু দেখাতে অক্ষম। ম্যুল্‌বের্গারের দাবি এই যে অধিকারের ধারণা দ্বারা সমাজের পরিব্যাপ্ত **হওয়া উচিত,** এবং তিনি তাকে বর্ণনা বলে অভিহিত করছেন। আদালত থেকে যদি ঋণ শোধ করার দাবিসহ সমন দিয়ে আমার কাছে পেয়াদা

পাঠানো হয়, তাহলে ম্যুল্‌বের্গারের মতে সেটা এই **বর্ণনার** চেয়ে বেশি কিছু নয় যে, আমি এমন এক ব্যক্তি যে তার ঋণ শোধ করে না! **বর্ণনা** এক কথা, আর উদ্ধত দাবি আর এক কথা। ঠিক এর মধ্যেই রয়েছে জার্মান বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র ও প্রুধোঁর ভিতর তফাৎ। আমরা অর্থনৈতিক সম্পর্ককে সেটা ঠিক যা এবং যেভাবে বিকশিত হচ্ছে, সেইভাবেই বর্ণনা করি—এবং ম্যুল্‌বের্গার যাই বলুন না কেন, কোনো বস্তুর সঠিক বর্ণনাই হল আবার তার ব্যাখ্যা—এবং আমরা কঠোর অর্থনীতিগতভাবেই এই প্রমাণ দিই যে, সে বিকাশ একই সঙ্গে সমাজ-বিপ্লবের উপাদানেরও বিকাশ: একদিকে এমন এক শ্রেণীর অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের বিকাশ, যার জীবনের বাস্তব পরিস্থিতিই আবশ্যিকরূপে তাকে সমাজ-বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয়; এবং অন্যদিকে উৎপাদনী শক্তিসমূহের বিকাশ যা পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামের চৌহদ্দি অতিক্রম করে অবশ্যম্ভাবীরূপে সেই কাঠামোকে চৌচির করে ফেলবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রগতির স্বার্থেই চিরদিনের জন্য শ্রেণী-বৈষম্য লোপের উপায় এনে দেবে। পক্ষান্তরে, প্রুধোঁ বর্তমান সমাজের প্রতি এই দাবিই জানান যে, নিজস্ব অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়ম অনুসারে পরিবর্তিত না হয়ে ন্যায়ের নীতি অনুযায়ী তাকে রূপান্তরিত হতে হবে ('অধিকারের **ধারণাটা'** তাঁর নয়, ম্যুল্‌বের্গারেরই)। আমরা যেখানে প্রমাণ করি, প্রুধোঁ এবং তাঁর পিছু পিছু ম্যুল্‌বের্গার সেখানে **বাণী প্রচার করেন** ও বিলাপ করেন।

'বিপ্লবের অধিকার সম্বন্ধে ধারণা' বস্তুটি কী তা অনুমান করতে আমি একেবারেই অপারগ। এ কথা সত্য যে প্রুধোঁ 'বিপ্লবকে' প্রায় এক দেবী মূর্তিতে পরিণত করেছেন, যিনি তাঁর 'ন্যায়ের' আধার এবং বিধাতা; এর ফলে তিনি আগামী প্রলেতারীয় বিপ্লবকে ১৭৮৯-১৭৯৪ সালের বুর্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে এক অদ্ভুত ধরনের বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। তিনি তাঁর প্রায় সকল রচনাতেই, বিশেষ করে ১৮৪৮ সালের পর থেকে, এই ভুল করে আসছেন। উদাহরণ হিসেবে আমি মাত্র একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—**'বিপ্লব সম্পর্কে সাধারণ ধ্যান-ধারণা'** বইটির ১৮৬৮ সালের সংস্করণের ৩৯ ও ৪০ পৃষ্ঠা থেকে। কিন্তু ম্যুল্‌বের্গার যেহেতু প্রুধোঁর সপক্ষে কোনো প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, তাই প্রুধোঁ থেকে 'বিপ্লবের

অধিকার সম্বন্ধে ধারণা'টি ব্যাখ্যা করার অনুমতি আমার নেই, সুতরাং মিশরীয় অন্ধকারেই থাকতে হবে।

ম্যুল্‌বের্গার অতঃপর বলছেন:

'প্রুধোঁ বা আমি কেউই কিন্তু বর্তমান অন্যায় অবস্থা **ব্যাখ্যা করার** উদ্দেশ্যে 'চিরন্তন ন্যায়ের' প্রতি আবেদন জানাই না, অথবা এও আশা করি না যে, ন্যায়ের প্রতি আবেদনে সে অবস্থার উন্নতি হবে — এঙ্গেলস আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন।'

ম্যুল্‌বের্গার নিশ্চয় এই ধারণার উপরে নির্ভর করছেন যে, 'জার্মানিতে প্রুধোঁ সাধারণভাবে প্রায় অপরিচিত'। তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় প্রুধোঁ সর্বপ্রকার সামাজিক, আইনী, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিপাদ্যকে 'ন্যায়ের' মানদণ্ড দিয়ে বিচার করেছেন এবং তিনি যাকে 'ন্যায়' বলে অভিহিত করেন তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলে এদের স্বীকার করেছেন, না হলে বর্জন করেছেন। তাঁর 'অর্থনৈতিক অন্তর্বিরোধ' রচনাতেও এই ন্যায়কে 'চিরন্তন ন্যায়', justice éternelle বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে চিরন্তনতা সম্বন্ধে আর কিছু বলা হয় নি, তবু সেই ভাবধারা মূলত বজায় থেকে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর 'খ্রীষ্টধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ও বিপ্লবে ন্যায়বিচার' গ্রন্থের ১৮৫৮ সালের সংস্করণে, তিনখণ্ডব্যাপী নীতি-উপদেশের মূলকথা হল এই নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি (১ম খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা):

'সেই বনিয়াদী নীতিটি কী যে নীতি সমাজের মৌলিক, নিয়ন্তা, সার্বভৌম নীতি; যে নীতি অন্যান্য সকল নীতিকে নিজের পরাধীন করে; যে নীতি কর্তৃত্ব করে, রক্ষা করে, দমন করে, শাস্তিবিধান করে, এমনকি প্রয়োজন হলে বিদ্রোহী উপাদানকে অবদমিত করে? সে নীতি কী, ধর্ম, আদর্শ বা স্বার্থ?.. আমার মতে সে নীতি হল ন্যায়। ন্যায় জিনিসটা কী? **ন্যায় হল মানবতারই মূল মর্ম**। বিশ্বের আদি থেকে তা কী রকমটি হয়ে এসেছে? কিছুই না। কী তার হওয়া উচিত? সবকিছুই।'

যে ন্যায় মানবতারই মূল মর্ম, তা **চিরন্তন** ন্যায় ছাড়া আর কী হতে পারে? যে ন্যায় সমাজের মৌলিক, নিয়ন্তা, সার্বভৌম বনিয়াদী নীতি, আজ অবধি যা কিন্তু কিছুই হয়ে উঠল না, অথচ যার সবকিছুই হওয়া উচিত, সেই বস্তু মানুষের কার্যকলাপ বিচারের মানদণ্ড ছাড়া আর কী হতে পারে, কী হতে পারে সকল বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারক ছাড়া? প্রুধোঁ তাঁর

অর্থনৈতিক অজ্ঞতা এবং অসহায়তাকে ঢাকবার জন্য সকল অর্থনৈতিক সম্পর্ককে অর্থনৈতিক নিয়ম অনুযায়ী বিচার না করে, তাঁর চিরন্তন ন্যায়ের এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, সেই মানদণ্ড দিয়ে তাকে বিচার করেন — এ কথা ছাড়া আর কিছু কি আমি বলেছিলাম? ম্যুল্‌বের্গার যদি দাবি জানান যে 'আধুনিক সমাজ-জীবনের এই সকল পরিবর্তন... **অধিকারের ধারণা** দ্বারা পরিব্যাপ্ত হওয়া' উচিত, 'অর্থাৎ কিনা সর্বক্ষেত্রে **ন্যায়ের কঠোর দাবি** অনুযায়ী পালিত হওয়া' উচিত, তাহলে প্রুধোঁ ও ম্যুল্‌বের্গারের মধ্যে তফাৎ কী? ব্যাপারটা কী — আমি পড়তে জানি না, নাকি, ম্যুল্‌বের্গার লিখতে জানেন না?

ম্যুল্‌বের্গার আরও বলছেন:

'মার্কস এবং এঙ্গেলসের মতোই, প্রুধোঁও জানেন যে মানব-সমাজের বাস্তব চালিকা শক্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, আইনগত সম্পর্ক নয়; তিনি এটাও জানেন যে, জনসাধারণের মধ্যে অধিকারের নির্দিষ্ট ধারণাটা অর্থনৈতিক সম্পর্কের এবং বিশেষ করে উৎপাদন-সম্পর্কের অভিব্যক্তি, ছাপ ও ফল... এক কথায়, প্রুধোঁর মতে অধিকার হল ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত অর্থনৈতিক ফল।'

প্রুধোঁ যদি এতসব জানতেনই (ম্যুল্‌বের্গার যে সকল অস্পষ্ট ভাষণ ব্যবহার করেছেন সেসব ছেড়ে দিয়ে তাঁর সদুদ্দেশ্যটাকে আমি সৎকার্যের সামিল বলে ধরে নিচ্ছি), 'মার্কস এবং এঙ্গেলসের মতোই' যদি প্রুধোঁ এসব কথা জানেন, তাহলে কলহ করবার আর কী থাকে? মুশ্‌কিল হচ্ছে এই যে, প্রুধোঁর জ্ঞানের অবস্থাটা কিছু ভিন্ন ধরনের। কোনো একটি নির্দিষ্ট সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আত্মপ্রকাশ করে প্রথমত **স্বার্থের** আকারে। অথচ প্রুধোঁর মূল গ্রন্থ থেকে যে অনুচ্ছেদটি এইমাত্র উদ্ধৃত করা হল, তাতে কিন্তু তিনি হুবহু এই কথাই বলেছেন যে, **স্বার্থ** নয়, **ন্যায়** হচ্ছে 'সমাজের নিয়ন্তা, মৌলিক, সার্বভৌম বুনিয়াদি নীতি, যে নীতি অন্যান্য সকল নীতিকে নিজের অধীন করে'। এবং তিনি তাঁর সমস্ত রচনার সকল গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদে এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন, কিন্তু তাতে ম্যুল্‌বের্গারের এই বক্তব্যে বাধা হল না যে:

'...প্রুধোঁ তাঁর 'যুদ্ধ ও শান্তি'-তে সর্বাপেক্ষা গভীরতার সঙ্গে অর্থনৈতিক অধিকারের যে আদর্শ বিকশিত করেছেন তা লাসালের সেই বুনিয়াদী ভাবধারার সঙ্গে

সম্পূর্ণ মিলে যায়, — যে ভাবধারা লাসাল **'অর্জিত অধিকারের পদ্ধতি'** বইটির উপক্রমণিকায় অতি চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন।'

প্রুধোঁর অন্যান্য বহু স্কুলছাত্রসুলভ লেখার মধ্যে 'যুদ্ধ ও শান্তি'ই সম্ভবত সর্বাপেক্ষা স্কুলছাত্র পর্যায়ের রচনা আর আমি ভাবতেই পারি নি যে, এই রচনাকে হাজির করা হবে ইতিহাসের জার্মান বস্তুবাদী বোধ সম্বন্ধে প্রুধোঁর তথাকথিত উপলব্ধি প্রমাণের জন্য, যে জার্মান বস্তুবাদী বোধ আলোচ্য কোনো ঐতিহাসিক যুগের জীবনের বৈষয়িক, অর্থনৈতিক অবস্থা দিয়ে তখনকার সর্ববিধ ঐতিহাসিক ঘটনা ও ভাবধারা, সকল রাজনীতি, দর্শন ও ধর্মকে ব্যাখ্যা করে। বইটি এতই কম বস্তুবাদী যে **স্রষ্টার** সাহায্য না নিয়ে সে তার যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা পর্যন্ত খাড়া করতে পারে না:

'সে যাই হোক, স্রষ্টা যখন আমাদের জীবনের এই রূপটি মনোনীত করলেন তখন তাঁর নিজস্ব কোনো উদ্দেশ্য ছিল' (২য় খণ্ড, ১০০ পৃষ্ঠা, ১৮৬৯ সালের সংস্করণ)।

বইটির ভিত্তি কী ধরনের ঐতিহাসিক জ্ঞান সেটা এ থেকেই দেখা যাবে যে, এর মধ্যে স্বর্ণযুগের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে:

'গোড়াতে যখন মানবজাতি ভূপৃষ্ঠে বিরলভাবেই ছড়িয়ে ছিল, প্রকৃতি তখন অনায়াসেই তাদের প্রয়োজন মেটাত। সেটা ছিল স্বর্ণযুগ, শান্তি ও প্রাচুর্যের যুগ' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১০২ পৃষ্ঠা)।

তাঁর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হল স্থূলতম ম্যালথাসবাদ (২৭):

'উৎপাদন দ্বিগুণিত হলে জনসংখ্যাও অচিরে দ্বিগুণিত হবে' (১০৬ পৃষ্ঠা)।

তাহলে বইটির বস্তুবাদটা কোথায়? এইখানে যে, এতে বলা হয়েছে যুদ্ধের কারণ চিরকালই ছিল 'নিঃস্বতা', এখনও আছে তাই (দৃষ্টান্ত — ১৪৩ পৃষ্ঠা)। তাহলে ১৮৪৮ সালের বক্তৃতায় যে ব্রেজিগ চাচা (২৮) গভীরভাবে এই মহান উক্তি করেছিলেন যে, 'নিদারুণ দরিদ্রতার কারণই হল নিদারুণ দারিদ্র্য' তিনিও বিদগ্ধ বস্তুবাদী ছিলেন।

লাসালের 'অর্জিত অধিকারের পদ্ধতি' বইটিতে শুধু আইনজীবীর

নয়, সাবেকী হেগেলপন্থীর মোহজালেরও ছাপ রয়েছে। ৭ পৃষ্ঠায় লাসাল সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, **'অর্থতত্ত্বে'**ও 'অর্জিত অধিকারের ধারণাই সকল ভবিষ্যৎ বিকাশের চালিকা শক্তি'। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, 'অধিকার হচ্ছে **নিজের মধ্যে থেকেই** বিকাশমান একটা যুক্তিসঙ্গত জীবসত্তা' (সুতরাং অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত থেকে তার বিকাশ নয়) (১১ পৃষ্ঠা)। লাসালের কাছে প্রশ্নটা অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে অধিকার নিষ্কাশন নয়, তার নিষ্কাশন 'অভিপ্রায়েরই ধারণা থেকে, আইনের দর্শন হল যার বিকাশ ও ব্যাখ্যা মাত্র' (১২ পৃষ্ঠা)। সুতরাং বইটির কথা এখানে আসছে কোথা থেকে? প্রুধোঁ ও লাসালের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই যে, শেষোক্তজন ছিলেন সত্যিকারের আইনজীবী এবং হেগেলপন্থী, আর প্রুধোঁ আইনবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই অন্য সব ক্ষেত্রের মতো শুধু ফোঁপরদালাল।

আমি খুব ভালোভাবেই জানি যে এই প্রুধোঁ ব্যক্তিটি, যিনি অনবরত স্বীবিরোধী উক্তি করার জন্য কুখ্যাত, তিনি মাঝে মাঝে এমনভাবে কথাও বলেছেন যে মনে হয়েছে তিনি যেন তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভাবধারা ব্যাখ্যা করছেন। তাঁর চিন্তাধারার মূল ঝোঁকের পাশাপাশি রেখে বিচার করলে কিন্তু এই সকল উক্তির কোনো তাৎপর্য থাকে না; তার তাছাড়া এ ধরনের উক্তি তিনি যেখানে করেছেন, সবক্ষেত্রেই সেগুলি নিদারুণ বিভ্রান্তি ও অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিতে ভরা।

সমাজ-বিকাশের নির্দিষ্ট এক অতি আদিম পর্যায়ে ব্যবহার্য দ্রব্য-সামগ্রীর দৈনন্দিন উৎপাদন, বিতরণ ও বিনিময়কে সাধারণ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনবার প্রয়োজন উদ্ভূত হয়, যাতে করে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি যেন উৎপাদন ও বিনিময়ের সাধারণ অবস্থার অধীন হয়। এই নিয়ম প্রথমে ছিল প্রথা, শীঘ্রই তা **আইন** হয়ে দাঁড়ায়। আইনে তা পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই দেখা দেয় আইনরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সংস্থাদি — অর্থাৎ সরকারী কর্তৃত্ব, রাষ্ট্র। সমাজের অধিকতর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আইন কমবেশি ব্যাপক আইনী ব্যবস্থায় পরিণত হয়। সেই আইনব্যবস্থা যত জটিল হয়ে দাঁড়ায়, তার প্রকাশের পদ্ধতিটাও সমাজ-জীবনের সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রকাশের ধরন থেকে ততই বেশি দূরে সরে আসে। একটি স্বতন্ত্র মৌল হিসেবে তা প্রতীয়মান হয়, এবং তার অস্তিত্বের যৌক্তিকতা ও পরবর্তী

বিকাশের হেতু যেন নির্ভর করতে থাকে অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপরে নয়, পরন্তু নিজস্ব অন্তর্নিহিত ভিত্তির উপর, অথবা, চাইলে বলা যেতে পারে, 'অভিপ্রায়ের ধারণার' উপর। মানুষ যে জন্তুজগৎ থেকে উদ্ভূত সে কথা যেমন লোকে ভুলে থাকে, তেমনই তারা ভুলে যায় যে তাদের অধিকার জীবনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকেই আহৃত। আইনব্যবস্থা যখন একটা জটিল সুসম্পূর্ণ সামগ্রিকতায় বিকশিত হয়, তখন সমাজে নতুন শ্রমবিভাগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে; পেশাদার আইনজীবীদের গোষ্ঠী তৈরি হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে আইনবিদ্যা। এই বিদ্যা পরবর্তী বিকাশের পথে বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন যুগের আইনব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে — বিশেষ অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রতিফলন হিসেবে নয়, এমনসব ব্যবস্থা হিসেবে, যাদের যৌক্তিকতা মিলছে নিজেদের মধ্যেই। তুলনামূলক বিচারে কিছু কিছু একই বক্তব্যের অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয়; আইনবিদরা তা আবিষ্কার করেন বিভিন্ন আইনব্যবস্থার মধ্যে, যা মোটামুটি এক ধরনের তার সংকলন ক'রে, এবং তার নাম দেন **স্বাভাবিক অধিকার** (natural right)। কোন্‌টা স্বাভাবিক অধিকার, কোন্‌টা নয়, তাই নির্ণয় করার জন্য যে মাপকাঠি ব্যবহৃত হয়, তা হল অধিকারেরই অতীব বিমূর্ত অভিব্যক্তি, অর্থাৎ **ন্যায়**। সুতরাং অতঃপর আইনজ্ঞদের পক্ষে এবং যারা তাদের কথাকেই চরম সত্য বলে গ্রহণ করে তাদের কাছেও অধিকারের বিকাশ ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্য কিছু নয় — মানুষের অবস্থা আইনের ভাষায় যতটা প্রকাশ করা চলে তাকে ন্যায়ের আদর্শের, **চিরন্তন** ন্যায়ের আদর্শের যতটা নিকটে আনা যায় সেই প্রচেষ্টা মাত্র। এই ন্যায় আবার সর্বদাই হল বিদ্যমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের আদর্শায়িত মহিমান্বিত প্রকাশমাত্র, কখনও রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ থেকে, কখনও বা বিপ্লবী দৃষ্টিকোণ থেকে। গ্রীক ও রোমানদের ন্যায়বিচার অনুসারে ক্রীতদাসপ্রথা ন্যায়সঙ্গত ছিল; ১৭৮৯ সালের বুর্জোয়াদের ন্যায়বোধ সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকে অন্যায় বলে তার অবলুপ্তি দাবি করেছিল। প্রুশীয় য়ুঙ্কারদের কাছে তুচ্ছ জেলা অর্ডিন্যান্স (২৯) পর্যন্ত চিরন্তন ন্যায়ের পরিপন্থী। সুতরাং চিরন্তন ন্যায়ের ধারণাটা শুধু স্থান এবং কাল অনুসারে পরিবর্তিত হয় না, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনুযায়ীও হয়, এবং এটি সেই ধরনেরই একটা ব্যাপার মুল্‌বের্গার যার সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন যে 'প্রত্যেকেই

খানিকটা ভিন্নভাবে তা বুঝে থাকে'। দৈনন্দিন জীবনে যেসব সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা চলে তাতে কোনো জটিলতা থাকে না বলে সামাজিক ব্যাপার সম্পর্কেও ন্যায্য, অন্যায্য, ন্যায় ও অধিকারবোধ প্রভৃতি কথা কোনোরূপ ভুল বোঝাবুঝি না ঘটিয়েই চলে। কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পর্কের কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমরা দেখেছি যে, এসব শব্দ গুরুতর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে — যেমনটি সৃষ্টি হোত যদি আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের আলোচনায় ফ্লজিস্টন তত্ত্বের পরিভাষা ব্যবহার অব্যাহত থাকত। বিভ্রান্তি আরও গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় যদি কেউ প্রুধোঁর মতো এই সামাজিক ফ্লজিস্টন বা 'ন্যায়ে' বিশ্বাসী হয়, অথবা যদি কেউ ম্যুল্‌বের্গারের মতো বলতে থাকে যে ফ্লজিস্টন তত্ত্ব অক্‌সিজেন তত্ত্বের মতোই সমভাবে সঠিক*।

৩

'বড় বড় নগরীতে শতকরা নব্বইভাগ বা ততোধিক জনসংখ্যার নিজের বলতে কোনো বাসস্থান নেই, এই সত্যের চেয়ে আমাদের এই প্রশংসিত শতাব্দীর সমগ্র সংস্কৃতির অধিকতর নিদারুণ পরিহাস আর কিছুই হতে পারে না,'

ম্যুল্‌বের্গারের এই 'জমকালো' উক্তিকে আমি প্রতিক্রিয়াশীল বিলাপ আখ্যা দিয়েছি বলে তিনি আর একটি অভিযোগ করেছেন। তা করেছি বৈকি। তিনি যা ভান করছেন তা-ই যদি করতেন, অর্থাৎ শুধু 'বর্তমান

* অক্‌সিজেন আবিষ্কারের আগে বায়ুমণ্ডলে কোনো বস্তুর দাহনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসায়নবিদরা ধরে নিতেন যে ফ্লজিস্টন (phlogiston) নামে এক বিশেষ ধরনের অগ্নিময় পদার্থ আছে, যেটা দাহন প্রক্রিয়ার সময় নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়: তাঁরা যখন দেখলেন যে পোড়বার পর সাধারণ বস্তুর ওজন পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়, তখন তাঁরা বললেন যে, ফ্লজিস্টনের ওজন ঋণাত্মক, যার ফলে ফ্লজিস্টন সহ পদার্থ অপেক্ষা ফ্লজিস্টনহীন পদার্থের ওজন বেশি। এইভাবে অক্‌সিজেনের সবকটি মূল ধর্মই ক্রমে ক্রমে ফ্লজিস্টনের প্রতি আরোপিত হল, যদিও বিপরীত রূপে। দাহন প্রক্রিয়া হচ্ছে অন্য এক পদার্থ অক্‌সিজেনের সঙ্গে দাহ্য পদার্থটির যৌগিক ক্রিয়া — এই তথ্য এবং পরিশুদ্ধ অক্‌সিজেন আবিষ্কারের ফলে আদি অনুমানটি বিলুপ্ত হয়, অবশ্য সাবেকী রসায়নবিদদের তরফ থেকে দীর্ঘ প্রতিরোধের পরে। (এঙ্গেলসের টীকা।)

সময়ের ভয়াবহতা' সম্পর্কে বর্ণনার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন, তাহলে আমি নিশ্চয়ই 'তাঁর সম্বন্ধে এবং তাঁর বিনয়ী বক্তব্য' সম্পর্কে কোনো কটূক্তিই করতাম না। আসলে কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করেছেন। শ্রমিকদের **'নিজের বলতে কোনো বাসস্থান নেই'** এই সত্য **থেকেই** সেই 'ভয়াবহ' পরিস্থিতির **উদ্ভব** হয়েছে বলে তিনি বর্ণনা করেছেন। বাড়ির উপরে শ্রমিকদের মালিকানা অবলুপ্ত হয়েছে বলে, অথবা য়ুংকারদের মতো সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ও গিল্ডগুলির অবসান হয়েছে বলে — যে কারণেই 'বর্তমান সময়ের ভয়াবহতা' সম্বন্ধে কান্নাকাটি করা হোক না কেন কোনোক্রমেই তা থেকে একটা প্রতিক্রিয়াশীল কান্নাকাটি, অবশ্যম্ভাবী, ঐতিহাসিক অনিবার্যতার আসন্নতায় বিলাপ ছাড়া আর কিছুই হবে না। এর প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রটা ঠিক এইখানে যে ম্যুল্‌বের্গার শ্রমিকদের জন্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চান বাসগৃহের ব্যক্তিগত মালিকানা — যা কিনা ইতিহাস দীর্ঘকাল আগেই লোপ করে দিয়েছে; তিনি প্রত্যেকটি শ্রমিককে পুনর্বার তার নিজের বাসগৃহের মালিকে পরিণত করা ছাড়া তাদের মুক্তির অন্য কোনো উপায় কল্পনা করতে পারেন না। আরও আছে:

> 'আমি জোর দিয়েই ঘোষণা করছি যে আসল লড়াই লড়তে হবে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে; একমাত্র **তার রূপান্তর থেকেই** বাস-সংস্থান অবস্থার উন্নতি আশা করা যেতে পারে। এঙ্গেলস এ সবকিছুই দেখছেন না... আমি ধরে নিয়েছি যে, ভাড়াটে বাড়ির অবসানের দিকে অগ্রসর হতে হলে সামাজিক প্রশ্নের পূর্ণ সমাধান প্রয়োজন।'

দুঃখের বিষয় আমি এখনও এসব কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। যার নামও আমি কখনও শুনি নি, তিনি তার মনের গোপন কন্দরে কী ধরে নিয়েছেন তা আমার পক্ষে জানা অসম্ভব। ম্যুল্‌বের্গারের মুদ্রিত প্রবন্ধগুলি আঁকড়ে থাকাটাই শুধু আমার পক্ষে সম্ভব। এবং তা থেকে আমি আজকেও দেখতে পাচ্ছি (পুনর্মুদ্রিত পুস্তিকার ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠা) যে, ম্যুল্‌বের্গার ভাড়াটে বাড়ির অবসানের দিকে অগ্রসর হবার জন্য ভাড়াটে বাড়ি ছাড়া আর কিছুই ধরে নিচ্ছেন না। কেবল ১৭ পৃষ্ঠাতেই তিনি 'পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে কবজা' করেছেন, কিন্তু সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। এমনকি তাঁর জবাবেও তিনি এ কথাই সমর্থন করছেন এই বলে:

'বরং **বর্তমান অবস্থা থেকে** বাস-সংস্থান সমস্যার পূর্ণ রূপান্তর কী করে সম্পন্ন করা যায় সেইটে দেখানোই হল প্রশ্ন।'

'বর্তমান অবস্থা থেকে' এবং 'পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির রূপান্তর' (পড়ুন: অবসান) 'থেকে' কথা দুইটি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। শ্রীযুক্ত দলফুস এবং অন্যান্য শিল্পপতিরা শ্রমিকদের নিজস্ব বাসগৃহ অর্জনে সাহায্য করার যে হিতাকাঙ্ক্ষী প্রচেষ্টা করেছেন তাকেই আমি প্রুধোঁবাদী প্রকল্পের একমাত্র সম্ভবপর ব্যবহারিক রূপায়ণ বলে গণ্য করাতে ম্যুল্‌বের্গার যে অভিযোগ করেছেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সমাজের পরিত্রাণের জন্য প্রুধোঁর পরিকল্পনা যে **বুর্জোয়া** সমাজের ভিত্তির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল একটা উৎকল্পনা মাত্র এ কথা যদি তিনি উপলব্ধি করতেই পারতেন, তাহলে তিনি স্বভাবতই তো তাতে বিশ্বাস হারাতেন। আমি কখনও তাঁর সদিচ্ছা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলি নি। কিন্তু তাহলে ভিয়েনা নগর পরিষদে দলফুসের প্রকল্পনা অনুকরণ করার জন্য ডক্টর রেশাউয়র যে প্রস্তাব করেছিলেন সেজন্য তাঁকে তিনি প্রশংসা করলেন কেন?

ম্যুল্‌বের্গার অতঃপর বলছেন:

'বিশেষ করে শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে, তার অবসান চাওয়া ইউটোপীয় ব্যাপার। এই বৈপরীত্য স্বাভাবিক, অথবা আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে এটা ইতিহাস থেকে উদ্ভূত... প্রশ্নটা এই বৈপরীত্য **অবসানের** নয়, প্রশ্ন হল এমন ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপ খুঁজে বার করা যার ফলে এই বৈপরীত্য **ক্ষতিকর হবে না** বরং **ফলপ্রসূ** হবে। এইভাবেই একটা শান্তিপূর্ণ সামঞ্জস্য, বিভিন্ন স্বার্থের ক্রমিক ভারসাম্য সাধন সম্ভব হবে।'

শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্যের অবসান তাহলে ইউটোপিয়া, **কেননা** এই বৈপরীত্য স্বাভাবিক, অথবা আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে তা ইতিহাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই যুক্তি আধুনিক সমাজের অন্যান্য বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখা যাক আমরা কোথায় গিয়ে পৌঁছই। উদাহরণস্বরূপ:

'বিশেষ করে পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে তার অবসান চাওয়া ইউটোপীয় ব্যাপার। এই বৈপরীত্য স্বাভাবিক, অথবা আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে এটা ইতিহাস থেকে উদ্ভূত। প্রশ্নটা এই

বৈপরীত্য **অবসানের** নয়, প্রশ্ন হল এমন ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপ খুঁজে বার করা যার ফলে এই বৈপরীত্য **ক্ষতিকর হবে না** বরং **ফলপ্রসূ** হবে। এইভাবেই একটা শান্তিপূর্ণ সামঞ্জস্য, বিভিন্ন স্বার্থের ক্রমিক ভারসাম্য সাধন সম্ভব হবে।'

এবং এর ফলে আমরা আবার শুল্ট্সে-ডেলিচ'এর বক্তব্যেই এসে পৌঁছলাম।

শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্যের অবসানটা একেবারে ঠিক ততটাই ইউটোপীয় যতটা ইউটোপীয় পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে বৈপরীত্যের অবসান। দিনের পর দিন এটা শিল্প ও কৃষি উভয় উৎপাদনের ক্ষেত্রেই ক্রমশ বেশি করে একটা ব্যবহারিক দাবি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। লিবিখের চেয়ে বেশি উৎসাহভরে কেউ এ দাবি তোলেন নি; তাঁর কৃষি-রসায়ন সম্পর্কিত রচনাবলীতে পহেলা নম্বর দাবি সবসময়ই এই যে মানুষ জমি থেকে যতটা গ্রহণ করে ততটাই তার জমিকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত; তিনি এ কথাই প্রমাণ করেছেন যে, কেবল শহরের, বিশেষ করে বড় বড় শহরের অস্তিত্বই এতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। এই লণ্ডন শহরেই প্রতিদিন বিপুল অর্থব্যয়ে যে পরিমাণ সার সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়, তা সমগ্র স্যাকসনি রাজ্যে উৎপন্ন সারের চেয়েও বেশি এবং লণ্ডনের গোটা শহরকে এই সার যাতে বিষাক্ত করে না তোলে তার জন্য কী বিপুল নির্মাণ-ব্যবস্থা প্রয়োজন তা দেখলেই শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্য অবসানের ইউটোপিয়াটা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যবহারিক ভিত্তি পেয়ে যায়। এমনকি তুলনায় অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ বার্লিন শহরে পর্যন্ত গত ত্রিশ বছরে তার নিজস্ব আবর্জনার দুর্গন্ধে প্রায় শ্বাসরোধের উপক্রম হয়েছে। পক্ষান্তরে, চাষীকে একই অবস্থায় রেখে বর্তমান বুর্জোয়া সমাজকে প্রুধোঁ যে উৎক্ষিপ্ত করতে চান, সেটা হল পরিপূর্ণ ইউটোপিয়া। সারা দেশ জুড়ে যতটা সম্ভব সমানভাবে জনসংখ্যার বিন্যাস, শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ, এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন যোগাযোগের প্রসার হলে পরেই — অবশ্য, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি অবসানের ভিত্তিতেই — শুধু গ্রামীণ জনসমাজকে সেই বিচ্ছিন্নতা এবং হতবুদ্ধিতা থেকে মুক্ত করা সম্ভবপর যার ভিতরে হাজার হাজার বছর ধরে সে রোমন্থন করে কাটিয়েছে। শহর ও গ্রামের মধ্যে

বৈপরীত্যের অবসান হলেই কেবল অতীত ইতিহাস যে শৃঙ্খল সৃজন করেছে তার থেকে মানুষের মুক্তি সম্পূর্ণ হতে পারবে — এই মত পোষণ করা ইউটোপীয় নয়; ইউটোপিয়া তখনই শুরু হয় যখন কেউ বর্তমান সমাজের কোনো একটা বৈপরীত্য নিরসনের রূপ নির্দেশ করতে এগোন 'বর্তমান অবস্থা থেকে'ই। বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের জন্য প্রুধোঁবাদী সূত্র গ্রহণ করে ম্যুল্‌বের্গার তাই করেছেন।

ম্যুলবের্গার অতঃপর অভিযোগ করেন যে 'প্রুধোঁর পুঁজি এবং সুদ সম্পর্কে উৎকট মতামতের জন্য' আমি কিছু পরিমাণে তাঁকে দায়িত্বের অংশীদার করেছি; তাই তিনি বলছেন:

'আমি ধরে নিয়েছি যে উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তনটা **একটা নিষ্পন্ন ঘটনা,** আর সুদের হার নিয়ামক অন্তর্বর্তী আইনটা উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, সামাজিক টার্নওভার, সঞ্চালন-সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট... উৎপাদন-সম্পর্কের বদল, অথবা, জার্মান গোষ্ঠীর ভাষায় আরও সঠিকভাবে যাকে বলা হয়, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির উচ্ছেদ, সেটা এঙ্গেলস **আমার মুখ দিয়ে যা বলাতে চান,** সেভাবে সুদ অবসানকারী অন্তর্বর্তী আইনের ফলে ঘটে না, ঘটে **শ্রমের সমুদয় হাতিয়ার বাস্তবিক দখল করে,** শ্রমজীবী জনতা কর্তৃক সমগ্র শিল্প দখল করার ফলে। সেই ক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনতা অবিলম্বে মালিকানা উচ্ছেদের আগেই দায়মোচনের পূজো করবে' (!) 'কি না তা এঙ্গেলস বা আমার নির্ধারণ করার কথা নয়।'

অবাক হয়ে আমি চোখ রগড়াচ্ছি। ভাড়াটে বাড়ির দায়মোচনের জন্য 'শ্রমের সমুদয় হাতিয়ারের বাস্তবিক দখল, শ্রমজীবী জনতা কর্তৃক সমগ্র শিল্প দখলকে' নিষ্পন্ন ঘটনা হিসেবে তিনি যে ধরে নিয়েছেন, এ কথা তিনি কোথায় লিখেছেন সেই অংশটি খুঁজে বার করবার জন্য আমি ম্যুল্‌বের্গারের রচনাটি আরেকবার আদ্যোপান্ত পাঠ করলাম, কিন্তু তেমন অনুচ্ছেদ কোথাও পাই নি। তেমন কোনো অনুচ্ছেদ নেই। 'বাস্তবিক দখল' ইত্যাদির কোথাও উল্লেখ নেই; কিন্তু ১৭ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বক্তব্য রয়েছে:

'এবার ধরে নেওয়া যাক যে পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে **সত্যসত্যই কব্জা করা হল,** আজ বা কাল তা তো করতেই হবে, ধরুন এমন কোনো **অন্তর্বর্তী আইন মারফৎ যাতে সব পুঁজির সুদকে শতকরা একটাকা হারে নির্দিষ্ট করা যায়;** মনে রাখবেন এই হারকেও ক্রমশ হ্রাস করে শূন্যে নামিয়ে আনার প্রবণতা রেখে... অন্যান্য সকল উৎপন্নের মতন

ঘরবাড়িও স্বভাবতই এই আইনের আওতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত... সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভাড়াটে বাড়ির দায়মোচন **হল সাধারণভাবে পুঁজির উৎপাদিকা শক্তির অবলোপের অবশ্যম্ভাবী ফল।'**

ম্যুল্‌বের্গার সম্প্রতি যে সুর পাল্‌টে ফেলেছেন, তার ঠিক বিপরীত কথাই এখানে সরল ভাষায় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে, নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই তিনি এই বিভ্রান্তিকর কথাটির দ্বারা পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকেই বোঝাতে চান, সত্যসত্যই 'কবজা করা' যায় সুদ উচ্ছেদের আইনের মাধ্যমে; আর ঠিক এই আইনের জন্য 'ভাড়াটে বাড়ির দায়মোচন হল সাধারণভাবে পুঁজির উৎপাদিকা শক্তির অবলোপের অবশ্যম্ভাবী ফল'। এখন ম্যুল্‌বের্গার বলছেন তা মোটেই নয়। অন্তর্বর্তী এই আইন **'উৎপাদন**-সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, **সঞ্চালন**-সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট'। গ্যেটের ভাষায় বলতে গেলে 'বিজ্ঞ ও নির্বোধ উভয়ের কাছেই সমভাবে রহস্যময়'* এই স্থূল স্ববিরোধিতার দরুন শুধু এইটে ধরে নেওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই যে আমি দুইজন স্বতন্ত্র এবং পৃথক ম্যুল্‌বের্গারকে নিয়ে আলোচনা করছি, যাঁদের একজন সঠিক অভিযোগই করছেন যে আমি তাঁর 'মুখ দিয়ে বলাতে' চেয়েছি এমন কথা যা অপরজন ছাপিয়েছেন।

এ কথা অবশ্যই সত্য যে শ্রমজীবী জনতা আমাকে বা ম্যুল্‌বের্গারকে, কাউকেই জিজ্ঞাসা করবে না — বাস্তবিক দখলের ক্ষেত্রে তারা 'অবিলম্বে মালিকানা উচ্ছেদের আগেই দায়মোচনের পূজা করবে কি না'। খুব সম্ভব তারা আদৌ 'পূজা' না করাটাই পছন্দ করবে। সে যাই হোক, শ্রমজীবী জনতা কর্তৃক শ্রমের সমুদয় হাতিয়ার বাস্তবিক দখল করা নিয়ে কখনো কোনো প্রশ্ন ছিল না, প্রশ্ন উঠেছে শুধু ম্যুল্‌বের্গারের এই উক্তি নিয়ে (১৭ পৃষ্ঠা): 'বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের সমগ্র বিষয়টাই হল **দায়মোচন** — এই কথাটির মধ্যেই নিহিত'। এখন যদি তিনি এই দায়মোচনকে অতীব সংশয়ের ব্যাপার বলে ঘোষণা করেন, তাহলে আমাদের দুজনকে এবং আমাদের পাঠকদের এই অযথা হয়রান করার কী অর্থ ছিল?

---

* এঙ্গেলস এখানে গ্যেটের 'ফাউস্ট' প্রথম অংশ ষষ্ঠ দৃশ্য ('ডাইনির রান্নাঘর') থেকে মেফিস্টোফিলিসের উক্তি ঘুরিয়ে বলছেন। — **সম্পাঃ**

তাছাড়া এ কথাও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শ্রমের সমুদয় হাতিয়ারের 'বাস্তবিক দখল', শ্রমজীবী জনতা কর্তৃক সমগ্র শিল্প দখল হচ্ছে প্রুধোঁবাদী 'দায়মোচনের' ঠিক বিপরীত। শেষোক্ত ব্যবস্থায়, **ব্যক্তিবিশেষ শ্রমিক** বাসগৃহ, কৃষিখামার, শ্রমের হাতিয়ারপত্রের মালিকে পরিণত হয়; আর আগের ব্যবস্থায় 'শ্রমজীবী জনতা' বাসগৃহ, কারখানা ও শ্রমের হাতিয়ারপত্রের যৌথ মালিক হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্তত পক্ষে অন্তর্বর্তীকালে কোনো ক্ষতিপূরণ আদায় না করে ব্যক্তিবিশেষ বা সমিতিকে তা ব্যবহার করার অনুমতি দেবে না বললেই চলে। ঠিক যেমন ভূমি-মালিকানার অবসান মানে ভূমি-খাজনার অবলোপ নয়, কিছুটা সংশোধিত আকারে হলেও সমাজের হাতে তার হস্তান্তর মাত্র। সুতরাং, শ্রমজীবী জনতা দ্বারা শ্রমের সমুদয় হাতিয়ারপত্রের উপরে বাস্তব দখল প্রতিষ্ঠার ফলে ভাড়ার সম্পর্কটা বজায় রাখার সম্ভাবনা একেবারেই নাকচ হয় না।

সাধারণভাবে প্রশ্ন এই নয় যে, প্রলেতারিয়েত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সোজাসুজি উৎপাদনের হাতিয়ার, কাঁচামাল ও জীবনধারণের সামগ্রী বলপূর্বক দখল করবে, না এইসবের দরুন তৎক্ষণাৎ ক্ষতিপূরণ দেবে বা ছোট ছোট কিস্তিতে এইসব সম্পত্তির দায়মোচন করবে। আগে থাকতেই এবং সর্বক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করা হল ইউটোপিয়া রচনা; সে কাজ আমি অন্যদের হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি।

৪

ম্যুল্‌বের্গারের বহুবিধ ঘোরপ্যাঁচ ভেদ করে আসল কথাটায় পৌঁছবার জন্যই এতখানি কালি ও কাগজ খরচ করার প্রয়োজন হল — যে কথাটা ম্যুল্‌বের্গার তাঁর জবাবে সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন।

ম্যুল্‌বের্গার তাঁর প্রবন্ধে কী কী ইতিবাচক উক্তি করেছিলেন?

প্রথমত, 'বাড়ি, তার জন্য জমি ইত্যাদির আদি ব্যয় ও বর্তমান মূল্যের যা ব্যবধান', সেটা ন্যায্যত সমাজের প্রাপ্য। অর্থতত্ত্বের ভাষায় এই ব্যবধানকে বলে ভূমি-খাজনা। 'বিপ্লব সম্পর্কে সাধারণ ধ্যান-ধারণা' বইখানির ১৮৬৮

সালের সংস্করণের ২১৯ পৃষ্ঠা পড়লে দেখা যায় যে, প্রুধোঁও এটা সমাজের তরফ থেকে অধিকার করতে চান।

দ্বিতীয়ত, বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান হল বাসগৃহের ভাড়াটে হওয়ার পরিবর্তে প্রত্যেককে তার মালিকে পরিণত করা।

তৃতীয়ত, বাড়িভাড়ার দরুন দেয় অর্থকে বাসগৃহের ক্রয়মূল্য বাবদ কিস্তি শোধ বলে পরিগণিত করার আইন পাশ করলেই এই সমাধান কাজে পরিণত করা যায়। ২ নং ও ৩ নং ধারা দুইটি যে প্রুধোঁর কাছ থেকে ধার করা, তা যে কেউ 'বিপ্লব সম্পর্কে সাধারণ ধ্যান-ধারণা' বইটির ১৯৯ পৃষ্ঠা থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় দেখতে পারেন; ২০৩ পৃষ্ঠায় প্রস্তাবিত আইনের খসড়া পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

চতুর্থত, ভবিষ্যতে আরও হ্রাসসাপেক্ষে সুদের হারকে আপাতত এক শতাংশে নামিয়ে আনার অন্তর্বর্তী আইনের মাধ্যমে পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে কবজা করা হবে। এই বক্তব্যটিও প্রুধোঁর কাছ থেকে নেওয়া, 'সাধারণ ধ্যান-ধারণা'-র ১৮২ থেকে ১৮৬ পৃষ্ঠায় এর বিস্তৃত বিবরণ পড়া যেতে পারে।

এর প্রত্যেকটি বিষয়েই মুলবের্গারের প্রতিলিপির মূলগুলি প্রুধোঁর যে-যে অনুচ্ছেদে পাওয়া যায়, তা আমি উদ্ধৃত করেছি। আমি এখন প্রশ্ন করতে চাই যে, সম্পূর্ণরূপে প্রুধোঁবাদী, এবং প্রুধোঁবাদী ছাড়া আর কিছু নয়, এইরূপ মতামতে পূর্ণ প্রবন্ধের লেখককে প্রুধোঁপন্থী আখ্যা দেওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হয়েছিল কিনা? তৎসত্ত্বেও মুলবের্গারের সর্বাপেক্ষা তীব্র অভিযোগ এইজন্য যে 'প্রুধোঁর ব্যবহৃত **কয়েকটি কথা** পেয়েছি' বলেই আমি তাঁকে প্রুধোঁপন্থী বলেছি! ঠিক তার বিপরীত। **'কথাগুলি'** সবই মুলবের্গারের নিজস্ব, কিন্তু তার **বিষয়বস্তু** প্রুধোঁর। আর আমি যখন প্রুধোঁকে দিয়েই এই প্রুধোঁবাদী গবেষণার পরিপূরণ করি, তখন মুলবের্গার অভিযোগ করেন যে, আমি তাঁর উপর প্রুধোঁর 'উৎকট মতামত' আরোপ করছি।

এই প্রুধোঁবাদী পরিকল্পনার আমি কী জবাব দিয়েছিলাম?

প্রথমত, রাষ্ট্রের হাতে ভূমি-খাজনার হস্তান্তরকরণ হল জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবলোপের সামিল।

দ্বিতীয়ত, ভাড়াটে বাড়ির দায়মোচন এবং ভাড়াটে হিসেবে বসবাসকারীর হাতে বাসগৃহের মালিকানা হস্তান্তরকরণ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকে মোটেই স্পর্শ করে না।

তৃতীয়ত, বর্তমানে বৃহদায়তন শিল্প এবং শহরগুলির যা বিকাশ ঘটেছে, তার ফলে এ প্রস্তাব যেমন আজগবি, তেমনই প্রতিক্রিয়াশীল; এবং নিজ নিজ বাসগৃহের উপর প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মালিকানার পুনঃপ্রবর্তন হবে পশ্চাৎ দিকে পদক্ষেপমাত্র।

চতুর্থত, পুঁজির উপর সুদের হার বাধ্যতামূলকভাবে হ্রাস করাতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকে মোটেই আক্রমণ করা হয় না; বরং মহাজনী আইনসমূহ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এ ধারণা যেমন সেকেলে তেমনই অবাস্তব।

পঞ্চমত, পুঁজির উপর সুদ উচ্ছেদ করে কোনোক্রমেই বাড়িভাড়ার অবসান করা যায় না।

ম্যুল্‌বের্গার এখন ২ নং ও ৪ নং ধারাদুটো মেনে নিয়েছেন। অন্যান্য বিষয়ে তিনি মোটেই কোনো জবাব দেন নি। অথচ এইসব কথাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র বিতর্কের অবতারণা। ম্যুল্‌বের্গারের জবাবটা কোনো কিছুর খণ্ডন নয়। জবাবে সমস্ত অর্থনৈতিক প্রশ্ন সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, অথচ এগুলিই হল চূড়ান্ত নির্ধারক। জবাবটা ব্যক্তিগত অভিযোগমাত্র, তার বেশি কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ, তিনি নালিশ করছেন যে, রাষ্ট্রীয় ঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ ও ক্রেডিট ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর ঘোষিতব্য সমাধান আমি পূর্বাহ্নেই অনুমান করে বলেছি যে, তা হবে সর্বত্রই একপ্রকার, অর্থাৎ বাড়িভাড়ার প্রশ্নের মতোই — সুদ লোপ, সুদের কিস্তিকে আসলের অংকের কিস্তিশোধে পরিণত করা, এবং সুদছাড়া ঋণ। তাসত্ত্বেও আমি এখনও বাজি ধরতে রাজি যে, ম্যুল্‌বের্গারের এই সমস্ত প্রবন্ধ যদি সত্যই প্রকাশিত হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, তার মূল বিষয়বস্তু প্রুধোঁর 'সাধারণ ধ্যান-ধারণা'-র সঙ্গে মিলে গিয়েছে (ক্রেডিট — ১৮২ পৃষ্ঠা; রাষ্ট্রীয় ঋণ — ১৮৬ পৃষ্ঠা; ব্যক্তিগত ঋণ — ১৯৬ পৃষ্ঠা), ঠিক যে রকম বাস-সংস্থান সমস্যা বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধাবলী মিলে গিয়েছে সেই একই বই থেকে আমি যে-যে অংশ উদ্ধৃত করেছি, তার সঙ্গে।

ম্যুল্‌বের্গার এই সুযোগে আমাকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে কর, রাষ্ট্রীয় ঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ ও ক্রেডিট আর তার সঙ্গে সম্প্রতি যোগ করা পৌর স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন — এগুলি কৃষকের পক্ষে এবং গ্রামাঞ্চলে প্রচারের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমি বহুলাংশে একমত; কিন্তু ১। এ অবধি কৃষক সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই হয় নি এবং ২। এই সকল সমস্যার প্রুধোঁবাদী 'সমাধান' তাঁর বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধানের মতোই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমরূপ আজগবি ও মূলত বুর্জোয়াধর্মী। কৃষকদের আন্দোলনে টানবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে যে আমি অক্ষম, ম্যুল্‌বের্গারের এই ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজন আমি দেখছি না। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে তাদের কাছে প্রুধোঁবাদী হাতুড়ে বিদ্যা সুপারিশ করাটা আমি অবশ্যই নির্বুদ্ধিতা বলে বিবেচনা করি। এখনও অবধি জার্মানিতে বড় বড় অনেক ভূসম্পত্তি রয়েছে। প্রুধোঁর তত্ত্ব অনুযায়ী এইগুলিকে ছোট ছোট কৃষিখামারে বিভক্ত করে দেওয়া উচিত, অথচ বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত কৃষিতে এবং ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানিতে ক্ষুদে কৃষকজমির অভিজ্ঞতার পরে এ কাজ নিশ্চিতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হবে। বরং অদ্যাবধি যেসব বড় বড় ভূসম্পত্তি রয়েছে তা সংঘবদ্ধ শ্রমিকগণ কর্তৃক বৃহদায়তন কৃষি পরিচালনার যোগ্য ভিত্তিই জোগায় — একমাত্র এই পদ্ধতিতেই আধুনিক সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সদ্ব্যবহার হতে পারে। এবং এইভাবে ছোট চাষীদের কাছে সংঘবদ্ধতার ভিত্তিতে বৃহদায়তন চাষের সুবিধা প্রমাণিত হবে। এ ব্যাপারে যারা সর্বাপেক্ষা অগ্রসর, সেই ডেনমার্কের সমাজতন্ত্রীরা কথাটা অনেক আগেই ধরতে পেরেছেন (৩০)।

শ্রমিকদের বর্তমান জঘন্য বাসস্থান পরিস্থিতিকে আমি যে 'তুচ্ছ খুঁটিনাটি' বলে মনে করি এই ইঙ্গিতের বিরুদ্ধেও আত্মরক্ষা আমি সমভাবে নিষ্প্রয়োজন মনে করি। আমার যতদূর জানা আছে আমিই সর্বপ্রথম জার্মান সাহিত্যে ইংলণ্ডে বিদ্যমান পরিস্থিতির চিরায়ত রূপটি বর্ণনা করি। ম্যুল্‌বের্গারের মতন এটা 'আমার ন্যায়বোধকে আঘাত করেছিল' বলে আমি তা করি নি — যাকিছু বাস্তব ঘটনা ন্যায়বোধকে আঘাত করে তাদের সবকিছু নিয়ে যদি বই লিখতে হয়, তাহলে কাজের আর অবধি থাকে না — লেখার

কারণটা আমার বই-এর* ভূমিকাতেই বর্ণিত আছে। তখন জার্মান সমাজতন্ত্রের সবে উদ্ভব হচ্ছিল, আর ফাঁকা বাক্যজালে সে নিজেকে নিঃশেষ করছিল; আমার বই-এর উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক অবস্থা বর্ণনার মারফৎ এই জার্মান সমাজতন্ত্রের তথ্যগত ভিত্তি জোগানো। অবশ্য তথাকথিত বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান নির্ণয়ের কথা আমার মাথায় কখনোই প্রবেশ করে নি, যেমন মনে হয় নি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য সমস্যার খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা। বর্তমান সমাজের যা উৎপাদনের পরিমাণ তা তার সকল সদস্যের খাদ্যসংস্থান করার পক্ষে পর্যাপ্ত এবং যত বাড়ি বর্তমান তা শ্রমজীবী জনসাধারণকে আপাতত প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থান দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, এটুকু প্রমাণ করতে পারলেই আমি সন্তুষ্ট। ভবিষ্যৎ সমাজ কী ভাবে খাদ্য এবং বাসস্থান বিতরণ সংগঠন করবে তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা শুরু করলে আমরা সরাসরি ইউটোপিয়ায় গিয়ে পেঁছিব। আজ পর্যন্ত বিভিন্ন উৎপাদন-পদ্ধতির মৌলিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থেকে আমরা বড়জোর এই বক্তব্য পেশ করতে পারি যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির পতন হলে দখলদারির যে কতকগুলি বিশেষ রূপ এ যাবৎ চলে আসছে তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এমনকি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাও সর্বক্ষেত্রে সেই সময়ে বিদ্যমান সম্পর্ক অনুযায়ী হতে হবে। ছোট ছোট ভূসম্পত্তির দেশে সে ব্যবস্থা বড় বড় ভূসম্পত্তির দেশ থেকে তফাৎ হবে, ইত্যাদি। কেউ যদি বাস-সংস্থান সমস্যার মতো তথাকথিত ব্যবহারিক সমস্যা সম্পর্কে আলাদা আলাদা সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করে, তাহলে কোথায় গিয়ে পেঁছিতে হয় তা ম্যুল্‌বের্গার স্বয়ং সবচেয়ে ভালো করেই আমাদের দেখিয়েছেন। তিনি প্রথমে ২৮ পৃষ্ঠা জুড়ে ব্যাখ্যা করলেন যে 'বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধানের সমগ্র বিষয়বস্তুটি দায়মোচন কথাটির মধ্যে নিহিত আছে' এবং তারপর চারদিক থেকে চাপে পড়ে তিনি বিব্রত হয়ে আমতাআমতা করতে লাগলেন যে ঘরবাড়ির প্রত্যক্ষ দখল নেবার সময় অন্য কোনো কায়দায় মালিকানা উচ্ছেদ করার আগে 'শ্রমজীবী জনতা দায়মোচনের পূজা করবে কিনা', এটা আসলে খুবই সংশয়ের কথা।

* ফ. এঙ্গেলস, 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা'। — সম্পাঃ

ম্যুল্‌বের্গার দাবি করছেন যে আমাদের **কাজের লোক** হওয়া উচিত; 'বাস্তব ব্যবহারিক সম্পর্কের সম্মুখীন হয়ে শুধু নিষ্প্রাণ ও বিমূর্ত সূত্র নিয়ে হাজির হওয়ার' পরিবর্তে আমাদের উচিত 'বিমূর্ত সমাজতন্ত্রের গন্ডি অতিক্রম করে **সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ সমাজ-সম্পর্কের সন্নিকটে আসা'।** ম্যুল্‌বের্গার যদি নিজে তা করে থাকতেন, তাহলে তিনি সম্ভবত আন্দোলনের প্রভূত উপকার সাধিত করতে পারতেন। সমাজের সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ সম্পর্কের সন্নিকট হওয়ার প্রথম ধাপটা নিশ্চয়ই এসব সম্পর্ক কী তা জানা, প্রচলিত অর্থনৈতিক অন্তঃসম্পর্ক অনুযায়ী তা পরীক্ষা করা। কিন্তু ম্যুল্‌বের্গারের প্রবন্ধাবলীতে আমরা কী দেখতে পাই? দুটি পুরো বাক্য যথা:

১। **'পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকের যে সম্পর্ক, বাড়ির মালিক ও ভাড়াটের** সম্পর্কটিও ঠিক তাই।'

আমি পুনর্মুদ্রিত লেখাটির ৬ পৃষ্ঠায়* প্রমাণ করেছি যে এ কথা সম্পূর্ণ ভুল; আর ম্যুল্‌বের্গার জবাবে একটি কথাও বলেন নি।

২। **'কিন্তু' (সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে)** 'যে **ষাঁড়টির শিং ধরে কবজা করতে হবে** তা হল, উদারপন্থী অর্থনীতিবিদের ভাষায়, **পুঁজির উৎপাদিকা শক্তি**—এ বস্তুটির **বাস্তবে কোনো অস্তিত্বই নেই,** কিন্তু তার **আপাতদৃশ্য অস্তিত্বটি** বর্তমান সমাজের সর্বপ্রকার অসাম্যের আবরণ হিসেবে কাজ করছে।'

অতএব যাকে **শিং** ধরে কবজা করতে **হবে** সেই ষাঁড়ের **'বাস্তবে কোনো** অস্তিত্বই **নেই'**, এবং সুতরাং তার 'শিং'ও নেই। ষাঁড়টি স্বয়ং অমঙ্গল নয়, অমঙ্গল হচ্ছে **আপাতদৃশ্য অস্তিত্ব।** এতৎসত্ত্বেও, '(পুঁজির) তথাকথিত উৎপাদিকা শক্তি ঘরবাড়ি ও শহর মন্ত্রজালে সৃষ্টি করতে পারে', যাদের অস্তিত্ব মোটেই 'আপাতদৃশ্য' নয় (১২ পৃষ্ঠা)। যে ব্যক্তি এইভাবে চূড়ান্ত বিভ্রান্তিকর কায়দায় পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্কের বিষয়ে প্রলাপোক্তি করেন, যদিও মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থ নাকি 'তাঁর কাছেও সুপরিচিত', সেই ব্যক্তি জার্মান শ্রমিকদের নূতন এবং শ্রেষ্ঠতর পথ দেখাবার দায় নিচ্ছেন এবং

* এই খন্ডের ২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

'ভবিষ্যৎ সমাজের স্থাপত্য-কাঠামো সম্পর্কে, অন্ততপক্ষে তার মূল রূপরেখা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ওস্তাদ নির্মাতা' হিসেবে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন!

মার্কস তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থে 'সমাজের সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ সম্পর্কের' যতটা সন্নিকটে এসেছেন, তার চেয়ে বেশি কেউ 'আসেন' নি। তিনি পঁচিশ বছর ধরে বিভিন্ন দিক থেকে এই সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন এবং তাঁর সমালোচনার ফলাফলের মধ্যে সর্বত্রই আজকের দিনে যতখানি সম্ভব ততখানি তথাকথিত সমাধানের বীজ আছে। কিন্তু বন্ধুবর ম্যুল্‌বের্গারের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। সেইসব নাকি বিমূর্ত সমাজতন্ত্র, নিষ্প্রাণ ও বিমূর্ত সূত্রাবলী মাত্র। 'সমাজের সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ সম্পর্ক' অধ্যয়ন করার পরিবর্তে বন্ধুবর ম্যুল্‌বের্গার প্রুধোঁর এমন কয়েক খণ্ড রচনা পড়েই তুষ্ট যাতে সমাজের সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ সম্পর্কের বিষয় প্রায় কিছুই না থাকলেও তার পরিবর্তে সমস্ত সামাজিক অভিশাপের অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ অলৌকিক দাওয়াই রয়েছে। অতঃপর তিনি সামাজিক পরিত্রাণের আগে থেকেই তৈরী এই পরিকল্পনা, এই প্রুধোঁবাদী **পদ্ধতি** জার্মান শ্রমিকদের উপহার দিচ্ছেন এই অজুহাতে যে, **তিনি 'সব পদ্ধতিকেই** বিদায় জানাতে' চান অথচ আমি 'বিপরীত পন্থা গ্রহণ করছি!' এই ব্যাপারটা বুঝতে হলে আমাকে ধরে নিতে হবে যে আমি অন্ধ এবং ম্যুল্‌বের্গার বধির, সুতরাং আমাদের মধ্যে কোনো বোঝাপড়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কিন্তু থাক, যথেষ্ট হয়েছে। এই বিতণ্ডার আর কিছু না হলেও এটুকু মূল্য আছে যে এইসব আত্ম-অভিহিত 'কাজের লোক' সমাজতন্ত্রীর প্রকৃত কর্মকাণ্ডটা আসলে কী বস্তু এটা তার প্রমাণ দিয়েছে। সামাজিক সকল অভিশাপের অবসানের এইসব ব্যবহারিক প্রস্তাব, এই সকল সামাজিক সর্বরোগহর দাওয়াই সর্বদাই এবং সর্বক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর এমন সব প্রতিষ্ঠাতাদের অবদান যাঁরা দেখা দিয়েছিলেন শ্রমিক আন্দোলনের শৈশবকালে। প্রুধোঁও এঁদেরই অন্তর্গত। প্রলেতারিয়েতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে এই শিশুর কাঁথা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এই চেতনাই জন্ম লাভ করে যে, পূর্বাহ্নে রচিত এবং সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই সমস্ত 'ব্যবহারিক সমাধানের' অপেক্ষা কম ব্যবহারিক আর কিছুই হতে পারে না, উপলব্ধি আসে যে, প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক সমাজতন্ত্র হচ্ছে বিভিন্ন

দিক থেকে পংজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির নির্ভুল জ্ঞানলাভ। যে শ্রমিক শ্রেণী এই **সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের** অধিকারী, তার **মনে কখনও** সংশয় জাগবে না কোন্ সামাজিক প্রতিষ্ঠান তার মূল আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হবে এবং এই আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে কী রূপে।

১৮৭২ সালের মে থেকে
১৮৭৩ সালের জানুয়ারি
মাসে এঙ্গেলসের লেখা

জার্মান থেকে
ইংরেজি তরজমার ভাষান্তর

১৮৭২-১৮৭৩ সালের *Volksstaat*
সংবাদপত্রের কয়েকটি সংখ্যায় এবং ওই বছরেই
পুস্তকাকারে তিনটি বিভিন্ন
খণ্ডে লাইপজিগ থেকে প্রকাশিত

স্বাক্ষর: **ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস**

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে (৩১)

কিছু কিছু সমাজতন্ত্রী, যাকে তাঁরা বলেন **কর্তৃত্বের নীতি,** তার বিরুদ্ধে সম্প্রতি রীতিমত জেহাদ শুরু করে দিয়েছেন। কোনো একটা কাজ **কর্তৃত্বমূলক** এটুকু বললেই তাঁরা সে কাজের নিন্দা করবেন। চটপট রায়দানের এই পদ্ধতির এতদূর অপপ্রয়োগ হয় যে ব্যাপারটা সম্পর্কে একটু খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করা দরকার হয়ে পড়েছে। যে অর্থে কর্তৃত্ব কথাটি এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে তার মানে দাঁড়ায়: আমাদের ইচ্ছার উপর আরেকজনের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া; অন্যদিকে, কর্তৃত্ব বলতে বশ্যতাও ধরে নেওয়া হয়। শব্দ দুটি অবশ্য শুনতে খারাপ, আর বশীভূত পক্ষের কাছে সম্পর্কটা অপ্রীতিকরও, তাই প্রশ্ন হল যে এর হাত থেকে নিষ্কৃতির কোনো উপায় নির্ধারণ করা যায় কিনা, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিবেশে এমন আরেকটা সমাজ-ব্যবস্থা গড়া যায় কিনা যেখানে এই কর্তৃত্বের আর কোনো দরকার থাকবে না, সুতরাং কর্তৃত্বের অবসান হবে। আজকের দিনের বুর্জোয়া সমাজ যেসব অর্থনৈতিক, শিল্পগত ও কৃষিগত অবস্থার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে সেগুলি পরীক্ষা করলে আমরা দেখি যে, তাদের ঝোঁকই হল বিচ্ছিন্ন কাজের বদলে ক্রমশ আরো বেশি করে নানা লোকের মিলিত কাজের প্রবর্তন। স্বতন্ত্র উৎপাদকদের ছোট ছোট কর্মশালার বদলে এসেছে আধুনিক শ্রমশিল্প তার বড় বড় ফ্যাক্টরি ও মিল নিয়ে, সেখানে শত শত শ্রমিক বাষ্পচালিত জটিল যন্ত্রপাতির তত্ত্বাবধান করছে। রাজপথের গাড়ি ও শকটের জায়গায় এসেছে রেলওয়ে ট্রেন, ঠিক যেমন দাঁড়ওয়ালা অথবা পালতোলা জাহাজের স্থান নিয়েছে বাষ্পচালিত জাহাজ। এমনকি কৃষির উপরও যন্ত্র ও বাষ্পের আধিপত্য ক্রমশ বাড়ছে, ধীরে ধীরে অথচ অনিবার্যভাবে ছোট মালিকদের

জায়গায় তা এনে দিয়েছে বড় বড় পুঁজিপতি; মজুরি-শ্রমিকদের সাহায্যে তারা বিপুল আয়তনে জমি চাষ করছে। সর্বত্র ব্যক্তির স্বতন্ত্র কার্যকলাপের বদলে আসছে যুক্ত প্রচেষ্টা, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নানা প্রক্রিয়ার জটিলতা। কিন্তু যুক্ত কাজের কথা তুললেই সংগঠনের কথা বলতে হয়; আর কর্তৃত্ব ছাড়া কি সংগঠন সম্ভব?

ধরা যাক, যে পুঁজিপতিরা আজ সম্পদের উৎপাদন ও সঞ্চালনের উপর কর্তৃত্ব করছে, তারা এক সমাজ-বিপ্লবের ফলে গদিচ্যুত হল। কর্তৃত্ববিরোধীদের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ধরে নেওয়া যাক যে জমি ও শ্রমের হাতিয়ারপত্র ব্যবহারকারী শ্রমিকদেরই যৌথ সম্পত্তি হয়ে গেল। তাহলেই কি কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে, না, শুধু তার রূপেরই কেবল পরিবর্তন ঘটবে? কথাটা আলোচনা করে দেখা যাক।

উদাহরণ হিসেবে একটা সুতো-কাটার মিলের কথা ধরা যাক। সুতোয় পরিণত হওয়ার আগে তুলোকে অন্ততঃপক্ষে ছটি ক্রমিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আর প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াই প্রধানত হচ্ছে আলাদা আলাদা ঘরে। তাছাড়া যন্ত্রপাতি চালু রাখার জন্য একজন ইঞ্জিনিয়র প্রয়োজন যে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের দেখাশোনা করবে, কয়েকজন মিস্ত্রী প্রয়োজন যারা করবে চলতি মেরামতের কাজ, আরও অনেক শ্রমিক প্রয়োজন যাদের কাজ হবে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি। এইসব শ্রমিকদের, পুরুষ নারী ও শিশু নির্বিশেষে, কাজ শুরু ও শেষ করতে হবে বাষ্পের কর্তৃত্ব অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে; সে কর্তৃত্ব কোনো ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। সুতরাং শ্রমিকদের প্রথমেই কাজের ঘণ্টা সম্পর্কে একটা সমঝোতায় আসতে হবে; আর একবার ঘণ্টা নির্ধারিত হয়ে গেলে পর প্রত্যেককেই তা মেনে চলতে হবে বিনা ব্যতিক্রমে। তারপর প্রতি ঘরে প্রতি মুহূর্তেই উৎপাদন-পদ্ধতি, মালমশলার বণ্টন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন ওঠে; সেসব প্রশ্নের সমাধান অবিলম্বে করতে হয় নইলে সমস্ত উৎপাদন তখনই বন্ধ হয়ে যাবে। শ্রমের প্রতিটি শাখার শীর্ষে অধিষ্ঠিত একজন প্রতিনিধির সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই সে সমাধান হোক, বা সম্ভব হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট অনুসারেই সমাধান হোক, ব্যক্তিবিশেষের মতকে সর্বদাই মাথা নত করতে হয়। তার মানেই হল প্রশ্নগুলির সমাধান হচ্ছে কর্তৃত্বের

জোরে। শ্রমিক-নিয়োগকারী ছোট পুঁজিপতিরা যতটা স্বেচ্ছাচারী হতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি স্বেচ্ছাচারী হল বড় কারখানার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি। অন্ততঃপক্ষে কাজের ঘণ্টা সম্পর্কে এইসব কারখানার প্রবেশপথে লিখে রাখা যায়: Lasciate ogni autonomia, voi che entrate!* মানুষ যদি নিজের জ্ঞান ও উদ্ভাবনী প্রতিভার সাহায্যে প্রকৃতির শক্তিকে জয় করে থাকে, তাহলে সে শক্তি মানুষের উপর এইভাবে প্রতিশোধ নেয় যে মানুষ যেখানে তাকে নিয়োগ করে সেখানে সে মানুষকে এমনই এক খাঁটি স্বেচ্ছাচারের অধীন করে ফেলে যা সকল সামাজিক সংগঠনের ঊর্ধ্বে। বৃহদায়তন শিল্পে কর্তৃত্ব লোপ করতে চাওয়ার মানে হল শিল্পকেই বিলুপ্ত করার ইচ্ছা, সুতোকাটার চরকায় ফিরে যাওয়ার জন্য বাষ্পচালিত তাঁতযন্ত্র ভেঙে ফেলার ইচ্ছা।

আরেকটা উদাহরণ নেওয়া যাক — রেলপথ। এখানেও অসংখ্য ব্যক্তির সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন, আর যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য এই সহযোগিতা চালাতে হয় কাঁটায়-কাঁটায় নির্ধারিত সময়ে। এখানেও কাজের প্রথম শর্ত হল এমন এক অধিপতি ইচ্ছা যা সব অধস্তন প্রশ্নের সমাধান করে দেয় — তা সে ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব একজনমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিই করুক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করার ভারপ্রাপ্ত একটি কমিটিই করুক। উভয় ক্ষেত্রেই কর্তৃত্বের অস্তিত্বটা খুবই স্পষ্ট। উপরন্তু, মহামান্য যাত্রীদের উপর রেলকর্মীদের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হলে প্রথম যে ট্রেন ছাড়া হবে তার অবস্থা কী দাঁড়াবে?

কিন্তু কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা, এমনকি উদ্ধত কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা, উত্তাল সমুদ্রে জাহাজের উপরে যতটা স্পষ্ট ততটা আর কোথাও নয়। সেখানে বিপদের মুহূর্তে সকলের জীবন নির্ভর করে একজনের ইচ্ছা অবিলম্বে ও পুরোপুরিভাবে প্রত্যেকে মেনে নেওয়ার উপর।

যখনই উগ্রতম কর্তৃত্ববিরোধীদের সামনে আমি এই ধরনের যুক্তি পেশ করি, তখন তাঁরা একমাত্র নিম্নোক্ত উত্তরই দিতে পারেন: 'হ্যাঁ, এসব সত্যি, কিন্তু আমাদের প্রতিনিধিদের উপর এখানে আমরা যা অর্পণ করছি তা

---

* 'যাঁরা এখানে প্রবেশ করছ তারা পিছনে ফেলে এসো সব স্বাতন্ত্র্য!' (দান্তে, 'ডিভাইন কমেডি', 'নরক-দর্শন', তৃতীয় সঙ্গীত, তৃতীয় শ্লোকের সংক্ষিপ্ত রূপ)। — সম্পাঃ

কর্তৃত্ব নয়, সে হল **অর্পিত কাজের ভার মাত্র।'** এইসব ভদ্রমহোদয় মনে করেন যে নাম বদলেই তাঁরা আসল জিনিসটাও বদলে ফেলেছেন। এ ধরনের মহা-মনীষীরা সমগ্র পৃথিবীকে এইভাবেই ব্যঙ্গ করে থাকেন।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে একদিকে কিছুটা কর্তৃত্ব, তা সে যেভাবেই অর্পিত হোক না কেন, আর অন্যদিকে কিছুটা বশ্যতা হল এমন জিনিস যা সকল সামাজিক সংগঠন-নির্বিশেষে আমাদের উপর চাপানো থাকে যে বাস্তব অবস্থায় আমরা উৎপাদন আর উৎপন্ন দ্রব্যের সঞ্চালন করি তার সঙ্গে সঙ্গেই।

আমরা এটাও দেখেছি যে বৃহদায়তন শিল্প ও বিপুলাকার কৃষির সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে উৎপাদন ও সঞ্চালনের বৈষয়িক অবস্থারও বিকাশ ঘটে, এবং তার ঝোঁক ক্রমশ এই কর্তৃত্বের পরিসর বাড়িয়ে দেবার দিকে। সুতরাং কর্তৃত্বের নীতিকে পুরোপুরিভাবে খারাপ আর স্বাতন্ত্র্যের নীতিকে পুরোপুরিভাবে ভালো বলাটা অর্থহীন। কর্তৃত্ব ও স্বাতন্ত্র্য হল আপেক্ষিক বস্তু, সমাজের বিকাশের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সঙ্গে এদের আওতার পার্থক্য ঘটে। স্বাতন্ত্র্যবাদীরা যদি শুধু এইটুকুই বলে সন্তুষ্ট থাকতেন যে উৎপাদনের শর্তাবলীর ফলে যতটা অনিবার্য হয়ে ওঠে শুধু সেই সীমার মধ্যেই কর্তৃত্বকে সীমিত করে রাখবে ভবিষ্যতের সামাজিক সংগঠন, তাহলে আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারতাম। কিন্তু যেসব ঘটনার দরুন কর্তৃত্ব জিনিসটা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ অন্ধ, অথচ শব্দটার বিরুদ্ধে তাঁরা তীব্র আবেগের সঙ্গে লড়ে চলেন।

কর্তৃত্ববিরোধীরা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোয় সীমাবদ্ধ থাকেন না কেন? সব সমাজতন্ত্রী এ বিষয়ে একমত যে আগামী সমাজ-বিপ্লবের ফলে রাজনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, আর তার সঙ্গে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে; অর্থাৎ সরকারী কার্যকলাপের রাজনৈতিক চরিত্র বিলুপ্ত হবে আর তা পরিণত হবে সমাজের প্রকৃত স্বার্থ দেখাশোনা করার সরল ব্যবস্থাপনায়। কিন্তু কর্তৃত্ববিরোধীরা দাবি করেন যে, যে-সামাজিক পরিস্থিতির ফলে কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল তার বিলোপ সাধনের আগেই এক আঘাতেই সেই রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করতে হবে। তাঁরা দাবি করেন যে সমাজ-বিপ্লবের প্রথম কাজই হবে কর্তৃত্বের

বিলোপসাধন। এই ভদ্রমহোদয়রা কি কখনও কোনো বিপ্লব দেখেছেন? কর্তৃত্বমূলক যত ব্যাপার আছে তার মধ্যে নিশ্চয়ই সবচেয়ে কর্তৃত্বপ্রধান হল বিপ্লব। বিপ্লব হল এমন এক কর্ম যাতে জনসংখ্যার এক অংশ কর্তৃত্বাশ্রয়ী উপায় আদৌ যা আছে সেই বন্দুক, বেয়নেট ও কামানের মাধ্যমে জনসংখ্যার অপর অংশের উপর নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়। আর বিজয়ী দল যদি নিজেদের সংগ্রাম ব্যর্থ হতে দিতে না চায়, তাহলে তাদের নিজেদের শাসন বজায় রাখতে হবে অস্ত্রের সাহায্যে প্রতিক্রিয়াশীলদের মনে ভীতির সঞ্চার করেই। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনগণের এমন কর্তৃত্ব কাজে না লাগালে কি প্যারিস কমিউন একদিনও টিকতে পারত? বরং সে কর্তৃত্ব যথেষ্ট অসংকোচে প্রয়োগ না করার জন্যই কি তাকে আমাদের তিরস্কার করা উচিত না?

সুতরাং দুটোর একটা: হয় কর্তৃত্ববিরোধীরা জানেন না তাঁরা কী বলছেন, সে ক্ষেত্রে তাঁরা সৃষ্টি করছেন শুধু বিভ্রান্তি; নয়তো তাঁরা কী বলছেন জানেন, আর সে ক্ষেত্রে তাঁরা প্রলেতারিয়েতের আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য তাঁরা সাহায্য করছেন প্রতিক্রিয়াকেই।

১৮৭২ সালের অক্টোবর
থেকে ১৮৭৩ সালের মার্চ
মাসে এঙ্গেলসের লেখা

১৮৭৪ সালের 'Almanacco
Repubblicano' সংকলনে
প্রকাশিত

স্বাক্ষর: **ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস**

ইতালীয় থেকে
ইংরেজি তরজমার ভাষান্তর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

ব্লাঙ্কিপন্থী কমিউনার্ড দেশান্তরীদের কর্মসূচি (৩২)

('Flüchtlingsliteratur' থেকে দ্বিতীয় সংখ্যক প্রবন্ধ)

প্রতিটি অসফল বিপ্লব অথবা প্রতিবিপ্লবের পর বিদেশে পলাতক দেশান্তরীদের মধ্যে প্রবল কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়ে থাকে। তখন গড়ে ওঠে বহুবিচিত্র মতাবলম্বী নানা পার্টি-গোষ্ঠী আর এই গোষ্ঠীগুলি চলন্ত গাড়িকে কাদায় ফেলা, বিশ্বাসঘাতকতা আর যতরকম মারাত্মক অপরাধ হতে পারে সেই সবরকম অপরাধের দায়ে পরস্পরকে দোষী সাব্যস্ত করে থাকে। এরা জন্মভূমির সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রাখে, সংগঠন গড়ে, ষড়যন্ত্র পাকায়, পুস্তিকা আর সংবাদপত্র ছেপে বের করে, শপথ নিয়ে বলে যে সবকিছু ফিরেফিরতি শুরু হতে যাচ্ছে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ও এই আগামী সংঘর্ষে জয় অবশ্যম্ভাবী এবং এরই প্রত্যাশায় সরকারি পদ বিতরণ পর্যন্ত শুরু করে দেয় এরা। স্বভাবতই এর ফলে আসে ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা এবং সেজন্য এরা ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে দায়ী করে না, ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বুঝতেই চায় না এরা, উলটে দোষারোপ করে ব্যক্তিবিশেষদের আকস্মিক ভুলভ্রান্তির ওপর। ফলত দেখা দেয় অভিযোগ-পালটা অভিযোগ এবং তার পরিণতি ঘটে সর্বব্যাপী কলহ-বিবাদে। ১৭৯২ সালের রাজভক্ত (৩৩) দেশান্তরীদের থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত সকল শরণার্থী গোষ্ঠীর ইতিহাস হল এই-ই। তাই দেখা যায় শরণার্থীদের মধ্যে যাঁদের সাধারণ বুদ্ধি আর কান্ডজ্ঞান আছে তাঁরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই নিষ্ফল ঝগড়াঝাঁটি বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় কাজে মনোনিবেশ করেন।

কমিউন পরাস্ত হবার পর ফরাসি দেশান্তরীদের দলবলও ভাগ্যের এই অমোঘ পরিহাস এড়াতে পারে নি। সর্ব-ইউরোপীয় নিন্দাবাদের অভিযান সবক'টি গোষ্ঠীকে সমানভাবে আক্রমণ করায় এবং বিশেষ করে লণ্ডনে

আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদে ফরাসী দেশান্তরীরা সাধারণভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় কিছুকালের জন্য ওই দেশান্তরীরা অন্তত বহির্জগতের কাছ থেকে তাঁদের অভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদ গোপন করে রাখতে বাধ্য হন। তবে গত দু'বছরে দেশান্তরীদের ওই দলবলের মধ্যে দ্রুত ভাঙনের প্রক্রিয়াটিকে আর গোপন করে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে নি এবং এখন সর্বত্র শুরু হয়ে গেছে প্রকাশ্য ঝগড়াঝাঁটি। সুইজারল্যান্ডে দেশান্তরীদের একটা অংশ বিশেষ করে গোপন মৈত্রীজোটের (৩৪) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা **মালোঁ-র** প্রভাবে পড়ে বাকুনিনপন্থীদের সঙ্গে যোগ দেয়। অতঃপর লণ্ডনে তথাকথিত ব্লাঙ্কিপন্থীরা আন্তর্জাতিক থেকে বেরিয়ে এসে পৃথক একটি গোষ্ঠী গড়ে আর তার নাম দেয় 'বিপ্লবী কমিউন'। এরও পরে অপর কয়েকটি গোষ্ঠীও তৈরি হয়, কিন্তু এগুলি অনবরত পরস্পরের সঙ্গে মিশে যেতে ও ফের নতুন করে তৈরি হতে লেগেছে, তাছাড়া এমনকি ঘোষণাপত্র রচনার মতোও উল্লেখ্য কোনোকিছু এগুলি করে উঠতে পারে নি। তবে ব্লাঙ্কিপন্থীরা সবেমাত্র 'Communeux'-এর* উদ্দেশে লিখিত এক ঘোষণাপত্র প্রচার করে তাদের কর্মসূচির প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পেয়েছে।

এই গোষ্ঠীটিকে ব্লাঙ্কিপন্থী বলা হয় এটি ব্লাঙ্কির প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠী বলে নয় (কর্মসূচিটির তেত্রিশজন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে হয়তো হাতে-গোনা অল্প কয়েকজন ব্লাঙ্কির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে থাকতে পারেন), এর কারণ এই ব্লাঙ্কিপন্থীরা ব্লাঙ্কির আদর্শ ও তাঁর ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলতে চান, এইমাত্র। ব্লাঙ্কি হচ্ছেন মূলত একজন রাজনৈতিক বিপ্লবী, জনসাধারণের দুঃখকষ্টে সহানুভূতি থাকার দরুন নিছক ভাবাবেগের বিচারে সমাজতন্ত্রী তিনি, কিন্তু তাঁর না আছে কোনো সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বে ব্যুৎপত্তি, না সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট কার্যকর প্রস্তাবাদি। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিচারে ব্লাঙ্কি ছিলেন মূলত একজন 'কেজো লোক', তাঁর এই বিশ্বাস ছিল যে জনসাধারণের সু-সংগঠিত ছোট্ট একটি সংখ্যালঘু অংশ যদি উপযুক্ত সময়ে একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটানোর প্রয়াস পায়, তাহলে প্রাথমিক কয়েকটি সাফল্য লাভ করার পর তা জনসংখ্যার

---

* 'কমিউনার্ড'দের। — সম্পাঃ

বিপুল এক অংশকে দলে টানতে সমর্থ হতে পারে আর তাহলেই তা সমাধা করতে পারে সাফল্যমণ্ডিত এক বিপ্লব। স্বভাবতই লুই ফিলিপের রাজত্বকালে ব্লাঙ্কি তাঁর এই বিপ্লবী গোষ্ঠীটিকে সংগঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন কেবলমাত্র একটি গুপ্ত সমিতির আকারে, আর সাধারণত গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কপালে যা ঘটে থাকে এই সমিতির কপালেও তাই ঘটল: বড়রকমের কিছু এখনই ঘটতে চলেছে অনবরত এমন এক সম্ভাবনার শূন্যময় আশায়-আশায় থেকে অনুসারকরা শেষপর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে বিদ্রোহ করল আর তখন সমিতির সামনে একমাত্র এই বিকল্পটি খোলা রইল যে হয় ষড়যন্ত্রকে বিনষ্ট হতে দেয়া আর নয়তো বাহ্য কোনো কারণ ছাড়াই শত্রুকে আঘাত হানা। ফলে সমিতি শেষের পথ বেছে নিয়ে আঘাত হানল (১৮৩৯ সালের ১২ মে তারিখে), কিন্তু সেই অভ্যুত্থান দমন করা হল সঙ্গে সঙ্গেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ব্লাঙ্কির এই ষড়যন্ত্র ছিল এমন এক গুপ্ত কার্যকলাপ যার মধ্যে পুলিশ কখনও মাথা গলাতে পারে নি; ফলে অন্তত পুলিশের কাছে অভ্যুত্থানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিনামেঘে বজ্রপাতের মতোই। ব্লাঙ্কি যেহেতু প্রতিটি বিপ্লবকেই মুষ্টিমেয় এক বিপ্লবী সংখ্যালঘুর coup de* হিসেবে গণ্য করে থাকেন, সেইহেতু এটা স্বতঃসিদ্ধ যে এ ধরনের আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা; তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই একনায়কত্ব সমগ্রভাবে বিপ্লবী শ্রেণীর বা প্রলেতারিয়েতের নয়, এ হল অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে যে-মুষ্টিমেয় কয়েকজন এবং যারা গোড়ার দিকে একজন বা একাধিক লোকের একনায়কত্বের অধীনে সংগঠিত হয়েছে — তাদের কয়েকজনের একনায়কত্ব মাত্র।

স্পষ্টতই ব্লাঙ্কি প্রাক্তন পুরুষের সেকেলে একজন বিপ্লবী। বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর ধারা সম্পর্কে এহেন দৃষ্টিভঙ্গি — অন্ততপক্ষে জার্মান শ্রমিক পার্টি ও ফ্রান্সের ঘটনাবলীরও পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বলতে হয় — একমাত্র অপেক্ষাকৃত কম পরিণত ও বেশি অসহিষ্ণু শ্রমিকদেরই সমর্থন পেতে পারে। আলোচনাসূত্রে পরে আমরা এ-ও দেখতে পাব যে আলোচ্য কর্মসূচিটিতে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিটিকেও সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ

* আকস্মিক ও প্রচণ্ড আক্রমণ। — সম্পাঃ

রাখা হয়েছে। আর আমাদের লন্ডনের ব্লাঙ্কিপন্থীরাও এই নীতির অনুসারী যে বিপ্লব আপনা থেকে ঘটে না, তা ঘটাতে হয়; আর তা ঘটায় জনসংখ্যার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি সংখ্যালঘু অংশ, আগে থেকে ছকে-রাখা এক পরিকল্পনা অনুসারে; আর পরিশেষে যে-কোনো সময়ে এটা 'শিগগিরই শুরু হতে' পারে। বলা বাহুল্য, এই ধরনের নীতির অনুসারী লোকজন স্বভাবতই আমাদের দেশান্তরীদের মতো সর্বপ্রকার আত্মপ্রবঞ্চনার সংশোধনের অতীত শিকার হয়ে দাঁড়ায় এবং একের-পর-এক অন্ধ মূঢ়তার অকূল পাথারে ঝাঁপ দিতে হয় তাদের। সবচেয়ে বেশি করে তারা চায় ব্লাঙ্কির, না 'কেজো লোক'-এর ভূমিকায় নামতে। কিন্তু শুধুমাত্র সদিচ্ছা নিয়ে এক্ষেত্রে প্রায় ভালো কিছুই করে ওঠা যায় না। হায় রে, সব মানুষের তো আর ব্লাঙ্কির মতো বৈপ্লবিক সহজপ্রবৃত্তি, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে তাঁর মতো যোগ্যতা থাকে না, আর তাছাড়া স্বভাবে যে হ্যামলেট (৩৫) সে যতই সক্রিয় হবার বাসনা প্রকাশ করুক না কেন, হ্যামলেট তবু হ্যামলেটই রয়ে যায়। তদুপরি যখন আমাদের এই তেত্রিশজন কেজো লোক দেখলেন যে তাঁরা যাকে কাজ আখ্যা দিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে বস্তুত একেবারেই কিছু করার নেই, তখন আমাদের এই তেত্রিশজন 'ব্রুটাস' এমন এক স্ববিরোধিতার মধ্যে পড়ে গেলেন যে তাঁদের অবস্থা দাঁড়াল যত-না করুণ তার চেয়ে বেশি হাস্যকর। যেন একদল 'গুপ্তঘাতক ম্যোরো' (৩৬) এমনভাবে গোমড়া মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সত্ত্বেও তাঁদের এই স্ববিরোধিতা-সঞ্জাত বিয়োগান্ত পরিস্থিতিটি কিছুতেই জোরালো হয়ে উঠছে না, আর তা যে হচ্ছে না এটা এমনকি তাঁদের মাথায়ও ঢুকছে না। কাজেই তাঁরা আর কী করতে পারেন? ভবিষ্যতের জন্য কয়েক দফা ব্যবস্থা-পত্র লিখে তাঁরা শুধু তৈরি হচ্ছেন পরবর্তী 'বিস্ফোরণের' অপেক্ষায়, যাতে প্যারিস কমিউনে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের দলবলের একটা অংশের শুদ্ধিকরণ (épuré) নিষ্পন্ন করতে পারেন তাঁরা। এ-কারণে অন্য সব দেশান্তরী এ'দের নামকরণ করেছেন 'বিশুদ্ধ' (les purs)। এ'রা নিজেরাই এই খেতাব নিয়েছেন কিনা তা অবশ্য আমার জানা নেই, তবে খেতাবটি যে এ'দের কয়েকজনকে মানাচ্ছে না তা-ও ঠিক। এ'দের সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হয় গোপনে এবং সেসব সভার সিদ্ধান্তগুলিও গোপন রাখা হয়, তবে তাসত্ত্বেও পরদিন সকাল হতে-না-

হতেই গোটা ফরাসী মহল্লা জুড়ে সেইসব প্রস্তাবের প্রতিধ্বনি শোনার পথেও কোনো বাধা হয় না। যখন কিছুই করার থাকে না তখন এমনধারা গুরুগম্ভীর কেজো লোকেদের বেলায় যেমন সর্বদাই ঘটে থাকে তেমনই ঘটেছে এক্ষেত্রেও: অর্থাৎ এঁরা ইতিমধ্যেই প্রথমে ব্যক্তিগত ও পরে সাহিত্যিক ঝগড়া পাকিয়ে তুলেছেন এক উপযুক্ত প্রতিপক্ষের সঙ্গে। এই প্রতিপক্ষটি হলেন প্যারিসের ছোট সংবাদপত্র-জগতের ভেরমের্শ নামে এক অতি কুখ্যাত ব্যক্তি, কমিউনের আমলে যিনি ১৭৯৩ সালের হিবের-এর সংবাদপত্রের ব্যর্থ ও হাস্যকর অনুকরণে *Le Père Duchêne* (৩৭) নামের একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। লন্ডনের ব্লাঙ্কিপন্থীদের নৈতিক ক্রোধ প্রকাশের প্রতিবাদে এই শেষোক্ত ভদ্রলোক একখানি পুস্তিকা ছাপিয়ে পূর্বোক্তদের অভিহিত করেছেন 'দুর্বৃত্ত অথবা দুর্বৃত্তদের সহযোগী' বলে এবং তাঁদের উদ্দেশে সত্যিসত্যিই গালাগালির বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। আর এমনই তা নোংরা গালাগালি যে

> প্রতিটি শব্দই যেন পায়খানার পাত্র
> তা-ও আবার সাফ নয় তা কিছুমাত্র।*

আর আমাদের তেত্রিশজন ব্রুটাস এমন একজন প্রতিপক্ষের সঙ্গেও কিনা প্রকাশ্য ঝগড়ায় মেতে উঠতে কুণ্ঠিত হলেন না!

এর মধ্যে ধ্রুব সত্য বলে যদি কোনো ব্যাপার থাকে তবে তা হল এই যে শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ, প্যারিসের বুভুক্ষা এবং বিশেষ করে ১৮৭১ সালের মে-মাসের দিনগুলির ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ের পর প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের পক্ষে প্রয়োজন আবার শক্তিসঞ্চয়ের জন্য দীর্ঘ সময়ের বিশ্রাম এবং তাদের পক্ষে অভ্যুত্থান ঘটানোর ব্যাপারে প্রতিটি অকালপ্রয়াসের পরিণতি ঘটতে পারে একমাত্র নতুন একেকটি — সম্ভবত আরও ভয়ঙ্কর — পরাজয়ে। কিন্তু আমাদের ব্লাঙ্কিপন্থীরা দেখা যাচ্ছে এ-ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। ভার্সাইতে রাজতন্ত্রী সংখ্যাধিকের মধ্যে ভাঙন তাঁদের মতে সূচনা ঘটাচ্ছে:

'কমিউনের তরফে প্রতিশোধ গ্রহণের বা ভার্সাইয়ের পতনের। এটা ঘটছে এই কারণে যে এখন আমরা এক মহৎ ঐতিহাসিক মুহূর্তের সম্মুখীন হতে চলেছি,

---

* হাইনে, 'বাদানুবাদ'। — সম্পাঃ

মুখোমুখি হতে চলেছি এমন এক বিরাট সংকটের যখন আপাতদৃষ্টিতে দুঃখদুর্দশায় অভিভূত ও মৃত্যুপথের যাত্রী মানুষ নতুন শক্তি সংগ্রহ করে তাদের বৈপ্লবিক অগ্রগতি শুরু করেছে।'

অর্থাৎ, অন্যভাবে বলতে গেলে, অভ্যুত্থান আবার শুরু হতে যাচ্ছে আর তা হতে চলেছে অবিলম্বেই। 'কমিউনের তরফে' অবিলম্বে এই 'প্রতিশোধ গ্রহণের' আশা নিছক দেশান্তরীদেরই মিথ্যা মোহ মাত্র নয়, মূলত এ হল সেইসব মানুষের বদ্ধমূল বিশ্বাস যাঁদের মাথায় এই খেয়াল চেপেছে যে 'কেজো লোকের' ভূমিকা পালন করতেই হবে আর তা এমন একটা সময়ে যখন তাঁরা যে-অর্থে মনে করছেন — অর্থাৎ বিপ্লব পাকিয়ে তোলার অর্থে — একেবারে কোনোকিছুই করা সম্ভব নয়। তবু, সব সত্ত্বেও, যেহেতু বিপ্লব শুরু হতে চলেছে সেইহেতু ব্লাঙ্কিপন্থীরা মনে করছেন যে 'যাঁদের মধ্যে জীবনের স্পন্দন কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে সেই সকল দেশান্তরীর পক্ষেই এখন সময় এসেছে নিজ-নিজ অবস্থান স্পষ্ট করে তোলার'। আর এই যুক্তি অনুসারেই উপরোক্ত ওই তেত্রিশজন আমাদের জানাচ্ছেন যে তাঁরা হলেন — ১) নিরীশ্বরবাদী, ২) কমিউনিস্ট, এবং ৩) বিপ্লবী।

বাকুনিনপন্থীদের সঙ্গে আমাদের ব্লাঙ্কিপন্থীদের একটা মূলগত ব্যাপারে মিল আছে, আর তা হল এই যে উভয় পন্থার অনুসারীরাই সবচেয়ে দূরপ্রসারী, সর্বচেয়ে চরম পন্থার প্রতিনিধিত্ব করতে ইচ্ছুক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ঠিক এই কারণেই লক্ষ্যের ব্যাপারে ব্লাঙ্কিপন্থীরা বাকুনিন-পন্থীদের বিরোধী হলেও অবলম্বনীয় উপায়ের ব্যাপারে প্রায়ই শেষোক্তদের সঙ্গে একমত হয়ে থাকেন। অতএব ব্যাপারটা হল এইরকম যে নিরীশ্বরবাদের ক্ষেত্রে অন্য সকলের চেয়ে বেশি উগ্র হতে হবে। ভাগ্যক্রমে আজকালকার দিনে নিরীশ্বরবাদী হওয়াটা যথেষ্ট সহজ এই যা রক্ষা। ইউরোপীয় শ্রমিক পার্টিগুলির মধ্যে নিরীশ্বরবাদ কমবেশি স্বতঃসিদ্ধ একটা ব্যাপার, যদিও কিছু-কিছু ইউরোপীয় দেশে এই তত্ত্বাশ্রয়ী হওয়াটা খানিকটা স্পেনের বাকুনিনপন্থীদের তত্ত্বাশ্রয়ের মতো ব্যাপার। স্পেনের বাকুনিনপন্থীদের মতে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটা সকল ধরনের সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী, তবে কুমারী মেরিতে বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ব্যাপার, তাই প্রতিটি ভদ্র সমাজতন্ত্রীর উচিত স্বভাবতই মেরিমাতায় বিশ্বাস রাখা। অপরপক্ষে জার্মান সোশ্যাল-

ডেমোক্রাটিক শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা বলতে গেলে, তাদের কাছে নিরীশ্বরবাদের তত্ত্বগত প্রয়োজনীয়তা ইতিমধ্যেই ফুরিয়ে গেছে; এই বিশুদ্ধ নঞর্থক মনোভাব তাদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়, কেননা তারা তত্ত্বের ক্ষেত্রে নয় কেবলমাত্র বাস্তব কার্যক্ষেত্রেই ঈশ্বর-বিষয়ে সকল প্রকার বিশ্বাসের বিরোধী: ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের **আরকিছু ভাবনাচিন্তা করার নেই,** বাস্তব জগতে বাস করে ও তা নিয়ে মাথা ঘামায় তারা, কাজেই তারা হল বস্তুবাদী। সম্ভবত এ কথাটা ফ্রান্সের পক্ষেও প্রযোজ্য। তা যদি না হয় তাহলে সেখানকার শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে গত শতকের চমৎকার ফরাসী বস্তুবাদী সাহিত্য বিলির কাজটা সংগঠিত করার চেয়ে সহজ ব্যাপার আর কিছু নেই। কেননা গত শতকের ওই ফরাসী বস্তুবাদী সাহিত্যে ফরাসী জাতির মর্মবাণীটি কি রচনা-আঙ্গিক ও কি বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকেই মহত্তম রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, আর তৎকাল-প্রচলিত বিজ্ঞানচর্চার মানের বিচারে বলতে হয় যে বিষয়বস্তুর দিক থেকে এমনকি আজকের দিনেও তা অত্যন্ত উঁচু মানের এবং রচনা-আঙ্গিকের বিচারে তা এখনও রয়ে গেছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে। তবে আমাদের ব্লাঙ্কিপন্থীদের কাছে এর কোনোকিছুই কাজে লাগার মতো নয়। তাঁরা যে সবচেয়ে উগ্র, সবচেয়ে চরমপন্থী তা প্রমাণ করার জন্য ১৭৯৩ সালের মতো তাঁরাও ঈশ্বরকে সৃষ্টিছাড়া করার পরোয়ানা জারি করেছেন:

> 'মানবসমাজকে কমিউন চিরকালের মতো সেকেলে দুঃখকষ্টের এই অপদেবতার' (অর্থাৎ ঈশ্বরের), 'এই স্রষ্টার' (অস্তিত্বহীন ঈশ্বরই নাকি স্রষ্টা!) 'হাত থেকে উদ্ধার করবে, উদ্ধার করবে তাকে বর্তমান দুঃখকষ্ট থেকেও। — কমিউনে পুরোহিত-পাদ্রির কোনো স্থান নেই; প্রতিটি ধর্মীয় পূজা-আরাধনার প্রচলন, প্রতিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ করতেই হবে।'

জনসাধারণকে par ordre du mufti* নিরীশ্বরবাদীতে রূপান্তরিত করার এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন কমিউনের দু'জন সদস্য। এঁদের নিশ্চয়ই স্বাক্ষরদানের আগে যথেষ্ট সুযোগ ঘটেছে এটা জানার যে — প্রথমত, যে-কোনো হুকুমই কাগজপত্রে জারি করা যায় কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে

---

* মুফ্তি বা মুসলিম ধর্মগুরুর হুকুমে। — সম্পাঃ

সে-হুকুম কেউ মেনে চলবে, এবং দ্বিতীয়ত, অবাঞ্ছিত ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদিকে দৃঢ়তর করে তোলার পক্ষে সবচেয়ে ভালো উপায় হল দমনপীড়নের প্রয়োগ! এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আজ পর্যন্ত ঈশ্বরের সেবায় লাগার একমাত্র রাস্তা হল নিরীশ্বরবাদকে বাধ্যতামূলক একটি অন্ধ মতবাদে পরিণত করা এবং সাধারণভাবে ধর্মচর্চা নিষিদ্ধ করে বিসমার্কের যাজকসম্প্রদায়-বিরোধী Kulturkampf (৩৮) সম্পর্কিত আইনকানুনকেও ছাড়িয়ে যাওয়া।

উপরোক্ত তেত্রিশজনের কর্মসূচির দ্বিতীয় দফা হল, কমিউনিজম। এখানে অন্তত আমরা অপেক্ষাকৃত পরিচিত জমিতে রয়েছি, কারণ যে-জাহাজে এখানে আমরা পাল তুলেছি তা হল ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'*। ১৮৭২ সালের হেমন্তকালে যে-পাঁচজন ব্লাঙ্কিপন্থী আন্তর্জাতিক ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা এমন এক সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন সবক'টি মূল বক্তব্যের বিচারে যা ছিল বর্তমান দিনের জার্মান কমিউনিজমের কর্মসূচির মতোই, তাঁরা কেবল নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এই কারণে যে আন্তর্জাতিক তাঁদের পাঁচজনের খেয়ালখুশি অনুযায়ী বিপ্লব নিয়ে খেলা করতে অস্বীকার করেছিল। এখন ওই তেত্রিশজনের পরিষদ ইতিহাস সম্পর্কে তার গোটা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সহ এই কর্মসূচিটি গ্রহণ করেছে, যদিও ব্লাঙ্কিপন্থীদের ফরাসী ভাষায় কর্মসূচিটির তর্জমায় ত্রুটিবিচ্যুতি রয়ে গেছে অঢেল, 'ইশতেহার'-এর কথাগুলিকে প্রায় আক্ষরিক অর্থে তর্জমা করা হয় নি। যেমন, নিচের এই বাক্যটি ফরাসী ভাষায় দাঁড়িয়েছে এইরকম:

'বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমের শোষণের ওপর থেকে সেই অতীন্দ্রিয় আবরণটি সরিয়ে নিয়েছে আগে যে-আবরণে ঢাকা থাকত সকল ধরনের দাসত্বের মধ্যে সর্বশেষ দাসত্বের এই রূপটি। অতীত ও বর্তমান উভয় কালের সকল ধরনের গভর্নমেণ্ট, ধর্ম, পরিবার, আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠান শেষপর্যন্ত পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে সরাসরি বিরোধিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই সমাজে নগ্নরূপে প্রকটিত হয়েছে উৎপীড়নের বহুবিধ হাতিয়ার হিসেবে, আর এগুলির সাহায্যেই বুর্জোয়া শ্রেণী তার শাসন অক্ষুণ্ণ রাখছে ও প্রলেতারিয়েতকে দমন করে রাখছে।'

* এই সংস্করণের ১ম খণ্ডের ১৪১-১৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

এই বাক্যটির সঙ্গে এবার মিলিয়ে দেখা যাক 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর প্রথম অংশটি। সেখানে বলা হচ্ছে: 'এক কথায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মোহে আবৃত শোষণের জায়গায় এ আমদানি করেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, প্রত্যক্ষ ও পাশবিক শোষণের। এ-পর্যন্ত যে-সমস্ত বৃত্তিকে সম্মানজনক বলে মনে করা হোত ও দেখা হোত সভক্তি ভয়ের চোখে বুর্জোয়া শ্রেণী তেমন প্রতিটি বৃত্তির মহিমার জ্যোতিশ্চক্র কেড়ে নিয়েছে। চিকিৎসক, আইনজীবী, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী, ইত্যাদিকে নিজের বেতনভুক্ মজুরি-শ্রমিকে পরিণত করেছে বুর্জোয়া শ্রেণী। পরিবারকে ঘিরে আবেগ-উচ্ছ্বাসের যে-পরদা ছিল এই শ্রেণী তা-ও ছিঁড়ে দিয়েছে এবং পারিবারিক সম্পর্ককে পরিণত করেছে নিছক আর্থিক সম্পর্কে', ইত্যাদি।*

কিন্তু যেই আমরা তত্ত্বকথা ছেড়ে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে নামি অমনই এই তেত্রিশজনের অদ্ভুত আচার-আচরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

'আমরা কমিউনিস্ট, কারণ আমরা লক্ষ্যে পেঁছিতে চাই মধ্যবর্তী কোনো বিরতির জায়গায় না-থেমে, কোনোরকম আপসের মধ্যে না-গিয়ে—যা নাকি বিজয়ের দিনটি পিছিয়ে দেয় ও দাসত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করে।'

জার্মান কমিউনিস্টরাও কমিউনিস্ট, কারণ তাঁদের নিজেদের নয় ঐতিহাসিক বিকাশের ফলে সৃষ্ট সকল ধরনের মধ্যবর্তী বিরতির জায়গা ও আপসের পথ পার হয়ে তবেই তাঁরা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করেন চূড়ান্ত লক্ষ্যটিকে: শ্রেণীসমূহের বিলোপসাধন ও এমন এক সমাজের উদ্বোধনকে যেখানে জমিতে ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না। আবার আমাদের পূর্বোক্ত তেত্রিশজনও কমিউনিস্ট, কেননা **তাঁরা** স্বপ্ন দেখেন যে মধ্যবর্তী বিরতির জায়গা ও আপসগুলি উল্লম্ফনে পার হবার মতো সদিচ্ছা যে-মুহূর্তে তাঁরা অর্জন করবেন সেই মুহূর্তে সবকিছু নির্ধারিত হয়ে যাবে এবং তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস অনুযায়ী যদি আসল ব্যাপারটা 'শুরু হয়' দু'একদিনের মধ্যে ও তাঁরা তার হাল ধরেন, তাহলে আগামী কাল বাদে পরশুই 'কমিউনিজম প্রবর্তিত হতে পারবে'।

* এই সংস্করণের ১ম খণ্ডের ১৪৪-১৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

আর এটা যদি অবিলম্বে তাঁরা না-ঘটাতে পারেন তাহলে তাঁরা কমিউনিস্টই নন। অধৈর্যকে প্রত্যয়যোগ্য তত্ত্বগত যুক্তি হিসেবে খাড়া করার ব্যাপারে কী শিশুসুলভ হাস্যকর সারল্যই-না এটা!

পরিশেষে, আমাদের তেত্রিশজন হলেন যাকে বলে 'বিপ্লবী'। লম্বা-লম্বা কথার ফুলঝুরি ঝরানোর ব্যাপারে মানুষের পক্ষে যতখানি যা করা সম্ভব বাকুনিনপন্থীরা তাই করেছেন, কিন্তু আমাদের ব্লাঙ্কিপন্থীরা তাঁদেরও টেক্কা দিতে মনস্থ করেছেন। কিন্তু কীভাবে? শুনুন তবে। সকলেরই মনে পড়বে নিশ্চয়ই যে লিস্‌বন আর নিউ ইয়র্ক থেকে বুদাপেস্ট আর বেল্‌গ্রেড পর্যন্ত সমগ্র পাশ্চাত্যের গোটা সমাজতন্ত্রী প্রলেতারিয়েত একযোগে প্যারিস কমিউনের কার্যকলাপের en bloc* দায়িত্ব অবিলম্বে নিজের কাঁধে নিয়েছিল। কিন্তু আমাদের ব্লাঙ্কিপন্থীদের কাছে এ ব্যাপারটি যথেষ্ট বলে মনে হয় নি। তাঁরা বলছেন:

'আমাদের কথা বলতে গেলে, জনগণের শত্রুদের প্রাণদণ্ড-বিধানের' (কমিউনের শাসনাধীনে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের একটি তালিকা এখানে দেয়া হয়েছে) 'দায়িত্বের একটা অংশ আমাদের বলে দাবি জানাচ্ছি, আমরা দাবি করছি যে যে-সমস্ত অগ্নিকাণ্ডের ফলে রাজতন্ত্রী অথবা বুর্জোয়া উৎপীড়নের হাতিয়ারগুলি ধ্বংস হয়েছিল কিংবা সংগ্রামে নিরত ছিলেন যাঁরা তাঁরা রক্ষা পেয়েছিলেন সেগুলির দায়িত্বের একটা অংশও আমাদের।'

বস্তুত যেমন অন্যান্য সময়ে তেমনই বিপ্লবের সময়েও, প্রতিটি বিপ্লবেই অজস্র অপরিহার্য ভুলচুক ঘটে, এবং যখন অবশেষে সমগ্র ঘটনাবলী সমালোচনার দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করার মতো যথেষ্ট পরিমাণে শান্ত-সংযত হয়ে ওঠে জনসাধারণ তখন তারা অবশ্যম্ভাবীরূপে এই সিদ্ধান্তেই পেণছয় যে, আমরা অনেককিছু করেছি যা না-করলেই হয়তো ভালো ছিল এবং অনেককিছু আবার করে উঠতে পারি নি যা করতে পারলেই বুঝি ছিল ভালো — আর এ-কারণেই গোটা অবস্থাটা খারাপ দিকে মোড় নিয়েছিল। কিন্তু ভাবুন, সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির কতখানি অভাব ঘটলে তবেই

---

* পুরো। — সম্পাঃ

লোকে কমিউনকে সম্পূর্ণ নিখুঁত ও **অভ্রান্ত** বলে ঘোষণা করতে পারে এবং দাবি করতে পারে যে যখনই কোনো একখানি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে কিংবা একজন জামিন-বন্দীকে গুলি করে মারা হয়েছে তখনই তা করা হয়েছে একেবারে অকাট্য প্রতিশোধমূলক ন্যায়বিচারের নমুনা হিসেবে। এ কথা বলার অর্থ কি এই নয় যে মে-মাসের ওই সপ্তাহটিতে জনসাধারণ ঠিক সেই লোক ক'টিকেই (তার কমও নয় বেশিও নয়!) গুলী করে মেরেছে যাদের এইভাবে মারার দরকার ছিল, বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে ঠিক সেই ক'খানাই যে-ক'খানা বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার দরকার ছিল? এর অর্থ কি প্রথম ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে এ কথাই বলা নয় যে প্রতিটি শিরশ্ছেদই দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাপ্য উপযুক্ত শাস্তিমাত্র — তা সমানভাবে প্রথমে রবেস্‌পিয়ের যাদের মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলেন তাদের এবং পরে স্বয়ং রবেস্‌পিয়েরের পক্ষেও প্রযোজ্য? যখন মূলত রীতিমতো ভালোমানুষ লোকজন বর্বরোচিত পাশবিক ভাবভঙ্গি প্রকাশের তাগিদের কাছে আত্মসমর্পণ করে তখনই শোনা যায় এই ধরনের শিশুসুলভ আবোলতাবোল বুকনি।

যাক, যথেষ্ট বলা হয়েছে। দেশান্তরীদের সর্বপ্রকার অবিবেচনাপ্রসূত হঠকারী কাজকর্ম সত্ত্বেও এবং দোস্ত কার্ল (নাকি এদুয়ার?)*-কে ভয়ংকর রাগী লোক বলে প্রচার করার হাস্যকর প্রয়াস সত্ত্বেও আলোচ্য এই কর্মসূচিটিতে কিছু-কিছু সুনির্দিষ্ট অগ্রগতির লক্ষণ স্পষ্ট। এটি হল এমন একটি প্রথম ঘোষণাপত্র যাতে **ফরাসী শ্রমিকরা বর্তমান দিনের জার্মান কমিউনিজমের ঘোষিত লক্ষ্যে সমবেত হয়েছে।** শুধু তা-ই নয়, এই শ্রমিকরা আবার সেই মতের সমর্থক যে-মত অনুযায়ী ফরাসী জাতি বিপ্লব সংঘটনের জন্য ভাগ্য-নির্ধারিত জাতি ও প্যারিস শহর বিপ্লবের জেরুসালেম বলে গণ্য। ফরাসী শ্রমিকদের এই পথে এতদূর অগ্রসর করিয়ে আনা এই ঘোষণাপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী **ভাইয়াঁর** তর্কাতীত বাহাদুরির ফল। সকলেই জানেন যে জার্মান ভাষা ও জার্মান সমাজতন্ত্রীদের রচনাবলী সম্পর্কে ভালোরকম জ্ঞান আছে ভাইয়াঁর। যে-জার্মান সমাজতন্ত্রী শ্রমিকরা ১৮৭০ সালে প্রমাণ করেছিলেন যে-কোনো ধরনের উগ্রজাতীয়তাবাদ তাঁদের

* এটি এদুয়ার ভাইয়াঁ সম্বন্ধে একটি উল্লেখ। — সম্পাঃ

পক্ষে সম্পূর্ণত পরক, তাঁরা এই ব্যাপারটিকে একটি শুভ লক্ষণ বলে গণ্য করতে পারেন যে ফরাসী শ্রমিকরা সঠিক তত্ত্বগত নীতিসমূহ ক্রমশ আত্মস্থ করে নিচ্ছেন, যদিও ওইসব নীতির আমদানি ঘটেছে জার্মানি থেকে।

১৮৭৪ সালের
জুন মাসে এঙ্গেলসের
লেখা

১৮৭৪ সালের ২৬ জুন
তারিখে *Der Volksstaat*
পত্রিকার ৭৩ তম সংখ্যায়
ও পরে পুস্তকাকারে
ফ. এঙ্গেলস,
'Internationales aus
dem *Volksstaat*
(১৮৭১-১৮৭৫)' গ্রন্থে
বার্লিন থেকে ১৮৯৪
সালে প্রকাশিত

স্বাক্ষর: **ফ. এঙ্গেলস**

জার্মান থেকে ইংরেজি
তরজমার ভাষান্তর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

রাশিয়ার সমাজ-সম্পর্কসমূহ প্রসঙ্গে (৩৯)

('Flüchtlingsliteratur' **থেকে পঞ্চম সংখ্যক প্রবন্ধ**)

আলোচ্য এই বিষয়টির ব্যাপারে শ্রীযুক্ত ত্‌কাচোভ জার্মান শ্রমিকদের জানিয়েছেন যে অন্তত রাশিয়ার ব্যাপারে আমার এমনকি 'সামান্যমাত্রও জ্ঞান' নেই, বস্তুত 'অজ্ঞতা' ছাড়া আর কিছুই নেই আমার; আর তাই তিনি তাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে বাধ্য হচ্ছেন সেদেশের সত্যিকার পরিস্থিতি এবং বিশেষ করে সেই কারণগুলি যে কেন ঠিক বর্তমান সময়েই সবচেয়ে সহজে, এমনকি পশ্চিম ইউরোপের চেয়েও অনেক বেশি সহজে, রাশিয়ায় একটি সমাজ-বিপ্লব সমাধা করা সম্ভব।

'আমাদের দেশে কোনো শহরবাসী প্রলেতারিয়েত নেই, এ কথা নিঃসন্দেহে সত্যি; আবার ঠিক তেমনই আমাদের কোনো বুর্জোয়া শ্রেণীও নেই... আমাদের শ্রমিকদের লড়াই করতে হবে শুধুমাত্র **রাজনৈতিক শাসনের** বিরুদ্ধে — কেননা **পুঁজির শাসন** এখনও আমাদের দেশে আছে ভ্রূণাবস্থায়। আর আপনি, মশাই, নিঃসন্দেহে এ-বিষয়ে অবগত আছেন যে ওই প্রথমোক্তের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা শেষোক্তের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেয়ে অনেক সহজ।' (৪০)

আধুনিক সমাজতন্ত্র যে-বিপ্লব সমাধা করার প্রয়াস পাচ্ছে সংক্ষেপে বলতে গেলে তা বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের জয়লাভে নিহিত এবং এর ফলে সকল শ্রেণী-বৈষম্যের বিলোপসাধন নতুন এক সমাজ-সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ঘটবে। এর জন্য প্রয়োজন এই বিপ্লব সমাধা করতে সমর্থ কেবলমাত্র এক প্রলেতারিয়েত শ্রেণীই নয়, একটি বুর্জোয়া শ্রেণীও — যার হাতে সমাজের উৎপাদনী শক্তিসমূহ এতদূর বিকশিত হয়ে উঠেছে যে শ্রেণী-বৈষম্যসমূহ চিরকালের মতো বিলোপ করার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আদিম অসভ্য ও আধা-অসভ্য সমাজেও একইরকমভাবে

প্রায়শই শ্রেণী-বৈষম্যের কোনো অস্তিত্ব দেখা যায় না, আর আজকের প্রতিটি জাতিকেই একদিন-না-একদিন এমন একটা অবস্থা পার হয়ে আসতে হয়েছে। কাজেই আমরা এমন একটা সমাজ-ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই চাইতে পারি না, আর তার সহজ কারণটা এই যে সমাজের উৎপাদনী শক্তিসমূহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা সমাজে আবশ্যিকভাবেই শ্রেণী-বৈষম্য দেখা দেয়। একমাত্র সমাজের উৎপাদনী শক্তিসমূহের বিকাশের নির্দিষ্ট একটি স্তরে, এমনকি আমাদের আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থারও অত্যন্ত উঁচু একটি স্তরেই, উৎপাদনের মাত্রা এতখানি বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হয় যে তার ফলে শ্রেণী-বৈষম্যের বিলোপ সত্যিকার অগ্রগতির সূচক হয়ে দেখা দিতে পারে, সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিশ্চলতা বা এমনকি অবক্ষয়ের সূত্রপাত না ঘটিয়ে স্থায়ী হতে পারে তা। কিন্তু উৎপাদনী শক্তিসমূহ উন্নতির এই উঁচু স্তরে পৌঁছেছে কেবলমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতেই। অতএব এই বিচারে বুর্জোয়া শ্রেণীও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার পক্ষে ঠিক ততখানিই প্রয়োজনীয় একটি পূর্বশর্ত, যতখানি প্রলেতারিয়েত স্বয়ং। কাজেই যে-ব্যক্তি এমন কথা বলেন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিশেষ একটি দেশে অপেক্ষাকৃত সহজে সম্পন্ন করা যেতে পারে যেহেতু সেদেশে **যেমন** প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্ব নেই **তেমনই** অস্তিত্ব নেই বুর্জোয়া শ্রেণীরও, তখন তিনি খালি এই ব্যাপারটিই স্পষ্ট করে তোলেন যে এখনও তাঁর সমাজতন্ত্রের অ-আ-ক-খ শেখা বাকি আছে।

তাহলে রুশদেশের শ্রমজীবীরা (এবং শ্রীযুক্ত ত্কাচোভ নিজেই বলছেন যে এই শ্রমজীবীরা হল 'জমির চাষবাসে নিযুক্ত কৃষক, ফলত তারা প্রলেতারিয়ান নয়, **জমির মালিক**') নাকি বিপ্লবের কাজ সমাধা করতে পারে অপেক্ষাকৃত সহজে, কারণ তাদের পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে না, লড়তে হচ্ছে 'শুধুমাত্র রাজনৈতিক শাসনের বিরুদ্ধে', অর্থাৎ রুশদেশের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। আর এই রুশরাষ্ট্রকে —

'একমাত্র দূর থেকেই একটা রাষ্ট্রক্ষমতা বলে টের পাওয়া যায়... জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনে এর কোনো শিকড় নেই; কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থের এ বাহক নয়... আপনাদের দেশে রাষ্ট্র কোনো কাল্পনিক শক্তি নয়। পুঁজির ওপর দৃঢ় ভিত্তি করে সে দাঁড়িয়ে আছে; নিজেই সে' (!!) 'কিছু-কিছু অর্থনৈতিক স্বার্থের ধারক-বাহক... আমাদের দেশে কিন্তু পরিস্থিতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত — আমাদের

'উয়েজ্‌দ্‌'এর (৪১) তরফে ধার্য-করা নানারকম শুল্কও দিতে হয়। এই 'সংস্কার'সাধনের সবচেয়ে মৌল ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই যে কৃষকের ঘাড়ে চেপেছে নতুন-নতুন করের বোঝা। রাষ্ট্র তার আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ এতটুকু না-কমিয়ে পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ রেখেছে, কিন্তু তার খরচখরচার বড় একটি অংশ চাপিয়ে দিয়েছে 'গুবের্নিয়া' ও 'উয়েজ্‌দ্‌' প্রশাসনগুলির স্কন্ধে আর এই শেষোক্ত প্রশাসনগুলি এই অতিরিক্ত খরচ মেটানোর জন্য নতুন-নতুন রাজকর জারি করেছে। তাছাড়া রাশিয়ায় এটা একটা নিয়ম যে বড়-বড় তালুক প্রায় সম্পূর্ণতই করমুক্ত এবং প্রায় সবকিছু কর, খাজনা, ইত্যাদি বাবদ অর্থ দিয়ে থাকে কৃষকরা।

এ রকম একটা পরিস্থিতি যেন বিশেষ করেই সৃষ্টি করা হয়েছে কুশীদজীবী মহাজনের জন্য; আর নিচু স্তরে ব্যাবসা-বাণিজ্য চালানোর ও অনুকূল ব্যবসায়িক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের ব্যাপারে এবং এর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত লোক-ঠকানোয় রুশীদের প্রায় অতুলনীয় প্রতিভা নিয়ে (বহুপূর্বেই জার প্রথম পিটার বলেছিলেন যে এ-ব্যাপারে একজন রুশী তিনজন ইহুদীকে ঘায়েল করার ক্ষমতা রাখে) দেশের সর্বত্রই গজিয়ে উঠেছে কুশীদজীবীরা। যখনই কৃষকের রাজকর দেয়ার সময় আসে তখনই কোনো-না-কোনো কুশীদজীবী বা 'কুলাক' (প্রায়শই ওই একই গ্রামীণ সমাজের কোনো ধনী কৃষক) নগদ অর্থ দেয়ার প্রস্তাব নিয়ে তার কাছে এসে হাজির হয়। আর যেহেতু কৃষকের যে-কোনো প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করা দরকার হয়ে পড়ে তাই সে মুখটি বুঁজে কুশীদজীবীর যাবতীয় শর্তাদি মেনে নেয়। কিন্তু এর ফলে সে পড়ে যায় আরও গভীর প্যাঁচে, আর ক্রমশই বেশি-বেশি নগদ অর্থের প্রয়োজন পড়ে তার। এছাড়া ফসল তোলার সময় এসে হাজির হয় শস্য-ব্যবসায়ী; আর অর্থের প্রয়োজনে কৃষক বাধ্য হয় তার ফসলের একাংশ বিক্রি করতে — যা নাকি তার ও তার পরিবারের জীবনধারণের জন্য দরকার। এদিকে শস্য-ব্যবসায়ী গ্রামে এমন সব গুজব রটিয়ে দেয় যার ফলে ফসলের দর যায় পড়ে, ফলে সে ফসলের দাম দেয় কম করে আর প্রায়শই তার একাংশ দেয় আবার অর্থের বদলে নানা ধরনের দুর্মূল্য জিনিসপত্রে। এর কারণ রুশদেশে অর্থের বদলে পণ্য দিয়ে পণ্যের দাম শোধ করার এই ব্যবস্থা বহুল প্রচলিত। ফলত এটা অতি স্পষ্ট যে রাশিয়ার বিপুল শস্য-রপ্তানির ব্যাবসার

সম্পর্কের কথা না-ই বা বললাম। আর যখন শ্রীযুক্ত ত্কাচোভ আমাদের এই বলে আশ্বস্ত করেন যে রুশদেশী রাষ্ট্রের 'জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনে... কোনো শিকড় নেই', 'কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থের এ বাহক নয়' এবং এটি 'ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলে আছে', তখন আমার মনে হয় রুশদেশী রাষ্ট্র নয়, বরং শ্রীযুক্ত ত্কাচোভই ঝুলে আছেন শূন্যে।

এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ভূমিদাস-প্রথা থেকে মুক্তিলাভের পর রুশ কৃষকদের অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠেছে এবং এ-অবস্থা আর খুব বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যাবে না — তাই অন্য কোনো কারণে না হলেও অন্তত এই কারণেও রাশিয়ায় অদূর-ভবিষ্যতে বিপ্লব আসন্ন। কেবল প্রশ্ন এই: আসন্ন এই বিপ্লবের ফলাফল কী হতে পারে, কী হবে? শ্রীযুক্ত ত্কাচোভ বলছেন, এটা হবে সামাজিক বিপ্লব। কিন্তু এ তো নিছক অনুলাপ বা পুনরুক্তিমাত্র। কেননা প্রতিটি সত্যিকার বিপ্লবই সামাজিক বিপ্লব, এবং তা এইদিক থেকে যে এই বিপ্লবের ফলে নতুন একটি শ্রেণী ক্ষমতায় আসীন হয় ও তার নিজের প্রতিচ্ছায়া অনুযায়ী সমাজকে পুনর্গঠিত করে নেয় তা। কিন্তু শ্রীযুক্ত ত্কাচোভ আসলে যা বলতে চান তা হল এই যে এ-বিপ্লব হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এ-বিপ্লব রাশিয়ায় এমন এক ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে যে-সমাজের প্রতিষ্ঠা পশ্চিম-ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য এবং রুশদেশে তা প্রতিষ্ঠিত হবে এমনকি পাশ্চাত্যে আমরা তার প্রতিষ্ঠা করে উঠতে পারার আগেই। আর সেদেশে এ-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে এমন এক সামাজিক পরিবেশে যেখানে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া উভয় শ্রেণীই দেখা দিয়েছে এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে আর তা-ও আছে তারা বিকাশের এক নিচু স্তরে। আর এ-ব্যাপারটি সেদেশেই নাকি সম্ভব, কেননা রুশীরা হল যাকে বলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভাগ্য-নির্ধারিত এক জাতি, তাছাড়া তাদের আছে যৌথ সংস্থা বা 'আর্তেল' এবং জমিতে যৌথ মালিকানা।

শ্রীযুক্ত ত্কাচোভ নিছক প্রসঙ্গক্রমে যে-আর্তেলের কথা উল্লেখ করেছেন আমরা তাকে আমাদের এই প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করলাম এই কারণে যে গের্ৎসেনের আমল থেকেই এই আর্তেল-বস্তুটি বহু রুশীকে রহস্যপূর্ণভাবে উদ্বেল করে তুলেছে। রুশদেশের এই আর্তেল হল সংঘ বা সমিতির এক বহুপ্রচলিত রূপ, স্বাধীন সহযোগিতার সরলতম একটি ধরন, যেমন ধরনটি

৩) স্থায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের, যথার্থ অর্থে, কল-কারখানাগুলির জন্য। এগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় সকল সদস্যের স্বাক্ষর-করা একটি চুক্তিপত্রের বলে। এখন, এই সমস্ত সদস্য যদি প্রয়োজনীয় পুঁজির যোগান দিতে না-পারে, উদাহরণস্বরূপ যেমনটা প্রায়শই ঘটে থাকে পনির তৈরির ও মৎস্যচাষের শিল্পে (মাছধরার জাল, নৌকো ইত্যাদি কেনা বা তৈরি করার জন্য), তাহলে সেই বিশেষ আর্তেল তখন কুশীদজীবীর খপ্পরে পড়ে যায়। আর কুশীদজীবী চড়া সুদে কম-পড়ে-যাওয়া অর্থের যোগান দিয়ে কাজটি থেকে যা আয় হয় তার বেশির ভাগটাই নিজের পকেটে পোরে। তবে এর চেয়ে আরও শোচনীয়ভাবে শোষণের শিকার হয় সেই সমস্ত আর্তেল যেগুলির সদস্যরা মজুরি-শ্রমিক হিসেবে কোনো কর্মদাতার অধীনে সদলবলে ঠিকা কাজে ব্যাপৃত থাকে। এরা কারখানার কাজকর্ম নিজেরাই পরিচালনা করে, ফলে পুঁজিপতিকে তদারকির কাজে অতিরিক্ত লোক নিয়োগবাবদ অর্থব্যয় করতে হয় না। পুঁজিপতি এই ধরনের আর্তেলের সদস্যদের থাকার জন্য কুঁড়ে ভাড়া দেয় এবং তাদের জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য ও দ্রব্যসামগ্রীও আগাম হিসেবে দেয়, ফলে উদ্ভব ঘটে শ্রমের সঙ্গে খাদ্য ইত্যাদি বিনিময়ের অত্যন্ত লজ্জাকর এক ব্যবস্থার। আর্খাঙ্গেলস্ক-প্রদেশে করাতি ও আলকাতরা-চোলাইয়ের শ্রমিকদের এবং সাইবেরিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে বহুবিধ পেশার ব্যাপারী আর্তেল-সদস্যদের অবস্থা হল এই। (ফ্লেরোভ্স্কির বই 'Polozenie rabočago klassa v Rossiji' ['রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা'], সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, ১৮৬৯ সাল, দ্রষ্টব্য।) এখানে তাহলে দেখা যাচ্ছে পুঁজিপতির হাতে মজুরি-শ্রমিকের শোষণের পথ বহুগুণে **প্রশস্ত করে দিচ্ছে** আর্তেলগুলি। অপরদিকে আবার এমনও কিছু-কিছু আর্তেল আছে যেগুলি নিজেরাই সঙ্ঘের সদস্য নয় এমন সব লোকজনকে মজুরি-শ্রমিক হিসেবে কাজে নিযুক্ত করে থাকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আর্তেল হল গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে-ওঠা এক ধরনের সমবায় সমিতি, আর তাই এখনও পর্যন্ত এই সংগঠন অত্যন্ত অবিকশিত বা নিম্ন স্তরে আছে। তাছাড়া বর্তমান রূপে এটি না-বিশিষ্টভাবে রুশদেশী না-এমনকি স্লাভীয়ও। যেখানে এদের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেখানেই গড়ে উঠেছে এমন ধরনের সমিতি। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, এমন

যদি এই সংগঠনের আকার-প্রকার আরও বিকশিত হয়ে না-ওঠে তাহলে বড় শিল্প-কারখানার হাতে এমনকি এর অপমৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী।

১৮৪৫ সাল নাগাদ প্রাশিয়ান গভর্নমেন্টের উপদেষ্টা হাক্স্টহাউজেন রুশদেশের কৃষকদের মধ্যে যৌথভাবে ভূ-সম্পত্তির মালিকানার ব্যাপারটি আবিষ্কার করেন এবং ব্যাপারটি একেবারেই আশ্চর্য ও অভিনব বলে সারা জগতে ঢাক পিটিয়ে বেড়ান। অথচ হাক্স্টহাউজেন একটু চেষ্টা করলেই তাঁর নিজের জন্মভূমি ভেস্ট্ফালিয়াতেই জায়গায়-জায়গায় এই ব্যবস্থার অস্তিত্বের অবশেষ খুঁজে বের করতে পারতেন, আর সরকারি কর্মচারি হিসেবে তাঁর তো কর্তব্যের অংশই ছিল এই ব্যবস্থাগুলিকে খুঁটিয়ে জানা (৪২)। আর নিজেই যিনি ছিলেন রুশ ভূস্বামী সেই গের্ৎসেন এই হাক্স্টহাউজেনের রচনা থেকেই প্রথম জানতে প্যারেন যে তাঁর জমিদারিতে কৃষকরা যৌথভাবে জমির স্বত্ব ভোগ করে থাকে। আর এই ঘটনাটির ওপর ভিত্তি করেই তিনি রুশ কৃষকদের বর্ণনা দেন সমাজতন্ত্রের সত্যিকার বাহন ও জন্মসূত্রে কমিউনিস্ট বলে এবং এর প্রতিতুলনায় উপস্থাপিত করেন বুড়ো-হয়ে-যাওয়া, অবক্ষয়ী ইউরোপীয় পাশ্চাত্যের শ্রমিকদের — যাদের নাকি প্রথমেই কৃত্রিম উপায়ে সমাজতন্ত্র কায়েম করার ঝুটঝামেলা পোহাতে হবে। অতঃপর গের্ৎসেনের কাছ থেকে এই দিব্যজ্ঞানটি আহরণ করেন বাকুনিন ও বাকুনিনের কাছ থেকে আমাদের শ্রীযুক্ত ত্কাচোভ। এখন শোনা যাক এই শেষোক্ত ব্যক্তিটির এ-ব্যাপারে কী বলার আছে:

'আমাদের জনসাধারণ... তার এক বিপুল সংখ্যাধিক অংশ... যৌথ মালিকানার নীতিতে অভিষিক্ত; বিশেষ পরিভাষাটি ব্যবহার করার পক্ষে যদি বাধা না-থাকে তাহলে বলতে হয়, এই জনসাধারণ সহজপ্রবৃত্তিবশেই, ঐতিহ্যগতভাবেই কমিউনিস্ট। যৌথ সম্পত্তির এই ধারণা রুশ জনগণের গোটা বিশ্বদৃষ্টির' (এখনই আমরা দেখতে পাব রুশ কৃষকের এই বিশ্ব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত) 'সঙ্গে এমনই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে আজকের দিনে যখন গভর্নমেন্ট এ কথা বুঝতে শুরু করেছে যে এই ধারণাটি তাদের 'সু-নিয়ন্ত্রিত' সমাজের নীতিসমূহের সঙ্গে খাপ খায় না এবং যখন তারা ওই শেষোক্ত নীতিসমূহের দোহাই দিয়ে জনগণের চেতনা ও জীবনযাত্রার ওপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাটি মুদ্রিত করে দিতে চাইছে, তখন তাদের পক্ষে সাফল্যলাভের একটিমাত্র রাস্তা হচ্ছে বেপরোয়াভাবে বেঅনেট চালানো ও চাবুক হাঁকড়ানো। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে অশিক্ষা ও অজ্ঞতা সত্ত্বেও আমাদের জনসাধারণ পশ্চিম ইউরোপের জনসাধারণের চেয়ে

অস্তিত্ব আছে ততদূর পর্যন্ত যতদূর সেই বহির্জগৎ তার গ্রামীণ সমাজের ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করে। এটা এতখানিই সত্যি যে রাশিয়ায় একই 'mir' শব্দের অর্থ যেমন 'বিশ্বজগৎ' তেমনই 'গ্রামীণ সমাজ'ও। Ves' mir বা সমগ্র জগৎ বলতে কৃষক বোঝে গ্রামীণ সমাজের সদস্যদের সভাকে। অতএব বোঝাই যাচ্ছে, শ্রীযুক্ত ত্‌কাচোভ যখন রুশ কৃষকদের **'বিশ্বদৃষ্টির'** কথা বলেন, তখন স্পষ্টতই তিনি রুশ ভাষার 'mir' শব্দটি ভুলভাবে তর্জমা করেন। প্রতিটি গ্রামীণ সমাজের পরস্পরের থেকে এই ধরনের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা — যা নাকি সারা দেশ জুড়ে একই রকম অথচ একদম যৌথ স্বার্থের পরিপোষক নয় এমন একেকটি কেন্দ্র গড়ে তোলে — তাই-ই হয়ে দাঁড়ায় **প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরশাসনের** স্বাভাবিক ভিত্তি; এবং ভারত থেকে রাশিয়া পর্যন্ত যেখানেই এই ধরনের সমাজের অস্তিত্ব থেকেছে সেখানেই তা সর্বদা ওই স্বৈরশাসনের জন্ম দিয়েছে ও সর্বদাই ওই শাসনের মধ্যে নিজের পূরক-অংশ খুঁজে পেয়েছে। কেবলমাত্র সাধারণভাবেই রুশদেশী রাষ্ট্র নয়, এমনকি তার সুনির্দিষ্ট একটি ধরন বা জারতন্ত্রী স্বৈরশাসনও, ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলে থাকার বদলে তা রাশিয়ার সামাজিক পরিবেশেরই অবশ্যম্ভাবী ও যুক্তিগ্রাহ্য একটি উৎপাদ, যদিও শ্রীযুক্ত ত্‌কাচোভের মত অনুযায়ী এই সমাজ-পরিস্থিতির সঙ্গে এই রাষ্ট্রের নাকি 'কোনো দিক থেকেই কোনো মিল নেই'! **বুর্জোয়া**-ব্যবস্থার রাস্তায় রাশিয়ার আরও বিকাশ ঘটলে তা সেদেশেও যৌথ সম্পত্তির বনিয়াদকে ধসিয়ে দেবে একটু-একটু করে, আর তা ঘটবে রুশ গভর্নমেন্টের তরফে 'বেঅনেট ও চাবুক' নিয়ে হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজনীয়তা ব্যতিরেকেই। এটা আরও বেশি করে ঘটবে এই কারণে যে রাশিয়ায় যৌথ মালিকানার অধীন জমিজায়গা কৃষকরা মিলিতভাবে চাষ করে না যাতে খেতের উৎপন্ন ফসল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়া যায় — যেমনটা নাকি এখনও পর্যন্ত হয়ে থাকে ভারতের কোনো-কোনো অঞ্চলে। এর বিপরীতে রুশদেশে জমি থেকে-থেকে ভাগ করে দেয়া হয় বিভিন্ন পরিবারের কর্তাদের মধ্যে আর সেই কৃষক-কর্তাদের প্রত্যেকে নিজ ভাগের জমি পৃথকভাবে চাষ করে থাকে। ফলত সেখানে গ্রামীণ সমাজের সদস্যদের মধ্যেই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের গুরুতর তারতম্য ঘটা সম্ভব, আর তা কার্যত ঘটেও থাকে। প্রায় সর্বত্রই সেখানে গ্রামীণ সমাজের মধ্যেই

বোঝা ও মহাজনের উৎপীড়নের চাপে জমিতে যৌথ মালিকানার ব্যবস্থা এখন আর কৃষকের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ নয়, এখন তা শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দেখা যায়, কৃষকরা একা-একা কিংবা পরিবার সহ প্রায়ই গ্রাম ও গ্রামীণ সমাজ ছেড়ে ভবঘুরে মজুর হিসেবে জীবিকা-অর্জনের জন্য অন্যত্র পালিয়ে যাচ্ছে, আর নিজ-নিজ জমিটুকুও ফেলে যাচ্ছে পেছনে।*

এটা স্পষ্ট যে রাশিয়ায় জমিতে যৌথ মালিকানা-প্রথার বিকাশের কাল বহুদিন গত হয়েছে এবং সর্ববিধ বিবেচনায় মনে হচ্ছে যে তা অবক্ষয়ের পথে চলেছে। তৎসত্ত্বেও সমাজের এই বিশেষ ধরনটিকে উচ্চতর একটি স্তরে উন্নীত করার সম্ভাবনাটিও থেকে যাচ্ছে নিঃসন্দেহে, অবশ্য যদি এ-ব্যবস্থা টিকে থাকে এই উন্নয়ন সংঘটনের উপযোগী পরিস্থিতি পরিপক্ক হয়ে ওঠা পর্যন্ত এবং যদি এ-ব্যবস্থা এমনভাবে বিকশিত হয়ে ওঠার যোগ্যতা রাখে যাতে কৃষকরা আর পৃথকভাবে জমিচাষ না-করে তা করে যৌথভাবে**; যদি এ যোগ্যতা রাখে রুশ কৃষকদের ছোট-ছোট জোতজমির বুর্জোয়া মালিকানার অন্তর্বর্তী স্তরের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা না-ঘটিয়ে নিজেকে ওই উন্নততর সমাজ-রূপে উত্তরণের। অবশ্য এ-ব্যাপার ঘটতে পারে একমাত্র যদি এই যৌথ মালিকানা-প্রথা সম্পূর্ণত ভেঙে যাওয়ার আগেই পশ্চিম ইউরোপে

---

* রুশ কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য অন্যান্য বিবরণ ছাড়াও কৃষি-উৎপাদন বিষয়ে গভর্নমেণ্ট-নিয়োজিত কমিশনের সরকারি রিপোর্টটি (১৮৭৩ সালে প্রকাশিত) পড়ুন এবং আরও পড়ুন জনেক উদারনীতিক রক্ষণশীল স্কাল্‌দিনের লেখা ও সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে ১৮৭০ সালে প্রকাশিত 'W Zacholusti i w Stolice' ('পল্লী-পশ্চাতে ও রাজধানীতে')। (এঙ্গেলসের টীকা।)

** পোল্যাণ্ডে, বিশেষ করে গ্রদ্‌নো প্রদেশে, ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহের (৪৪) ফলে অভিজাত-সম্প্রদায়ের অধিকাংশই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ায় কৃষকরা এখন প্রায়ই অভিজাতদের তালুকগুলি কিনে নিচ্ছে কিংবা ইজারায় ভাড়া নিচ্ছে এবং ভাগ-বাঁটোয়ারা না-করেই সার্বজনীন স্বার্থে মিলিতভাবে সেগুলির চাষ-আবাদ করছে। অথচ এই কৃষকদের কয়েক শতাব্দী ধরেই কোনো যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তি নেই এবং এরা বড় রুশজাতিও (৪৫) নয়, এরা হল পোল, লিথুয়ানীয় ও বেলোরুশ জাতির লোক। (এঙ্গেলসের টীকা।)

একেবারে আপনা থেকে ঘটিয়ে তুলবে 'প্রতিবাদমুখর গ্রামীণ সমাজগুলির মধ্যে দৃঢ় ও অচ্ছেদ্য এক মৈত্রীবন্ধন'।

এর চেয়ে সহজতর ও বেশি মনোহর শর্তে কোনো বিপ্লব সংঘটনের কথা চিন্তা করা অসম্ভব। কেবল একসঙ্গে তিন-চারটে জায়গায় গুলিগোলা ছোড়া শুরু করার যা ওয়াস্তা, তাহলেই বাকি কাজ 'আপনা থেকে' সমাধা করবে 'সহজপ্রবৃত্তিবশে বিপ্লবপন্থী', 'বাস্তব প্রয়োজন' আর 'আত্মরক্ষার সহজপ্রবৃত্তি'। কিন্তু ব্যাপারটা যখন এতই জলের মতো সোজা, তখন কেন-যে অনেক আগেই সেদেশে বিপ্লব সংঘটিত হয় নি, মুক্ত হয় নি জনসাধারণ এবং রাশিয়া পরিণত হয় নি আদর্শ এক সমাজতান্ত্রিক দেশে তা বোঝা সত্যিই ভারি দুরূহ।

আসলে ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এটা সত্যি যে 'সহজপ্রবৃত্তিবশে বিপ্লবপন্থী' রুশ জনসাধারণ **অভিজাত-সম্প্রদায়** ও ব্যক্তিগত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিদের বিরুদ্ধে বহুতরো বিচ্ছিন্ন কৃষক-বিদ্রোহ ঘটিয়েছে, কিন্তু **কখনোই জারের বিরুদ্ধে** বিদ্রোহ করে নি তারা, একমাত্র সেই ঘটনাটি ছাড়া যখন **একজন নকল জার** জনসাধারণের নেতৃপদ দাবি করেছে ও দাবি জানিয়েছে সিংহাসনের। দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলে শেষ যে-বিপুল কৃষক-অভ্যুত্থানটি ঘটে তা সম্ভব হয় একমাত্র এই কারণে যে ইয়েমেলিয়ান পুগাচোভ নিজেকে রানী ক্যাথারিনের স্বামী বা তৃতীয় পিটার বলে দাবি করেন এবং বলেন যে যেমন শোনা যায় তেমনটি স্ত্রীর হাতে তিনি নিহত হন নি, সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী হয়েছিলেন মাত্র ও এখন তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছেন। জার হচ্ছেন রুশ কৃষকের কাছে ঈশ্বরের অবতার: প্রয়োজনের মুহূর্তে ওই কৃষকের ব্যাকুল আবেদন হল Bog vysok, Car daljok — মাথার ওপর ঈশ্বর ও বহুদূরবর্তী জারের কাছে। অবশ্য এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে বিশেষ করে বেগার-প্রথা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে কৃষক-সাধারণের এক বিপুল অংশ এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছে যা তাদের গভর্নমেণ্ট ও জারের বিরুদ্ধে ক্রমশ বেশি-বেশি লড়াই করতে বাধ্য করছে। তৎসত্ত্বেও শ্রীযুক্ত ত্কাচোভকে তাঁর 'সহজপ্রবৃত্তিবশে বিপ্লবপন্থীর' রূপকথার গল্প ফাঁদতে বলি অন্য কোথাও, আমাদের কাছে নয়।

সমগ্রভাবে ও সম্পূর্ণত ১৮৬১ সালের মুক্তিপণের বিনিময়ে দায়মোচন-ব্যবস্থার ফলে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। বড়-বড় ভূস্বামীদের অধীনে এখন যথেষ্ট পরিমাণে মজুর নেই আর করের চাপে উৎপীড়িত ও মহাজনদের শোষণে ছিবড়ে-হয়ে-যাওয়া কৃষকদের নেই যথেষ্ট পরিমাণে জমি, ফলে কৃষির উৎপাদন বছরে-বছরে হ্রাস পেয়ে চলেছে। আর এই গোটা ব্যবস্থাটা বহু কষ্টে ও কেবলমাত্র বাহ্যতই জোড়াতাড়া দিয়ে রেখেছে এক প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্র, যার খেয়ালখুশির মাত্রা পাশ্চাত্যের আমরা এমনকি কল্পনাতেও আনতে পারি না। এই স্বৈরতন্ত্র কেবল-যে দিনের-পর-দিন সেদেশের শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রেণীগুলির এবং বিশেষ করে রাজধানীর দ্রুত-বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীর মানুষের ধ্যানধারণার তীব্র বিরোধী হয়ে উঠছে তা-ই নয়, এই স্বৈরতন্ত্রের বর্তমান ধারক-বাহকের মতিগতির বিচারে দেখা যাচ্ছে তার মাথাও গেছে বিগড়ে, কেননা উদারনীতির কাছে একদিন জমি ছেড়ে তা যতটুকু যা সুযোগসুবিধা দিচ্ছে পরদিনই ভয় পেয়ে গিয়ে তার সবটাই দিচ্ছে ফের বাতিল করে আর এইভাবে ক্রমশ বেশি-বেশি লোকচক্ষে তা নিন্দিত হচ্ছে। এই সবকিছুর ফলে রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত জাতির শিক্ষাপ্রাপ্ত স্তরগুলির মধ্যে এমন একটা ধারণা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে যে এ-অবস্থা আর চলতে পারে না, একটা বিপ্লব আসন্ন আর সেইসঙ্গে এই মিথ্যা মোহ যে আসন্ন ওই বিপ্লবকে একটা মসৃণ, সাংবিধানিক খাতে চালনা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে একটি বিপ্লবের সবক'টি শর্ত একত্র সংযুক্ত হয়েছে, আর তা এমন একটি বিপ্লবের যা রাজধানীর উচ্চতর শ্রেণীগুলির, এমনকি সম্ভবত গভর্নমেণ্টের নিজেরই, সক্রিয় সহযোগে শুরু হয়ে কৃষকদের সাহায্যে অবশ্যই গোড়ার দিককার সাংবিধানিক স্তর ছাড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে যাবে; এটি হবে এমনই এক বিপ্লব যা সমগ্র ইউরোপের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে, আর তা অন্য কিছুর জন্য হোক বা না-হোক একমাত্র এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ হবে যে এই বিপ্লব একটিমাত্র আঘাতে সমগ্র ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার শেষতম ও এখনও পর্যন্ত অটুট দুর্গটিকে দেবে ধূলিসাৎ করে। নিশ্চিতই ঘনিয়ে আসছে এই বিপ্লব। একমাত্র দুটো ঘটনাই একে এখনও বিলম্বিত করে তুলতে পারে, আর তা হল: হয় তুরস্ক কিংবা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এক সফল যুদ্ধের পরিচালনা — যার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা ও দৃঢ় এক মৈত্রীজোট গড়ে তোলা

করে একখানি পুস্তিকা (৪৬) লিখেছিলেন তিনি এবং এমনভাবে এই পক্ষসমর্থনের কাজটি নিষ্পন্ন করেছিলেন যাতে মনে হতে পারত যেন আমার সমালোচনা ছিল ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিরুদ্ধেই।

আমার সঙ্গে এই বিতর্কে রুশ কমিউনিস্ট গ্রামীণ সমাজের সপক্ষে যে-মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তিনি তা ছিল মূলত গেৎর্সেন-এরই মতামত। সর্ব-স্লাভ ঐক্যের সমর্থক জনেক লেখক ও প্রচারের ঢক্কানিনাদে বিপ্লবীতে পরিণত এই শেষোক্ত ব্যক্তিটি একদা হাক্স্টহাউজেনের **'রাশিয়া-সম্বন্ধীয় গবেষণাদি'** গ্রন্থপাঠে জেনেছিলেন যে তাঁর জমিদারি-তালুকের ভূমিদাস-প্রজাদের জমিতে কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই এবং থেকে-থেকে নিজেদের মধ্যেই তারা আবাদী জমি ও চারণক্ষেত্রগুলির পুনর্বণ্টন সম্পন্ন করে থাকে। তবে মনগড়া গল্প-উপন্যাসের লেখক ছিলেন বলে এ-নিয়ে আরও খোঁজখবর করা বা অধ্যয়ন করার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন নি তিনি। অথচ অল্পদিনের মধ্যেই এটা একটা সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যে জমিতে যৌথ মালিকানা হচ্ছে ভূমিস্বত্বের এমন একটা ধরন যা আদিম কালে জার্মান, কেল্ট ও ভারতীয়দের মধ্যে, এক কথায় ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীভুক্ত সকল জাতির মধ্যেই, বহুপ্রচলিত ছিল এবং ভারতে এখনও এই প্রথার অস্তিত্ব আছে, আয়ার্ল্যান্ডে ও স্কটল্যান্ডে মাত্র এই সেদিন বলপ্রয়োগে এটির বিলোপ ঘটানো হয়েছে ও এমনকি আজকের দিনেও এখানে-সেখানে এর অস্তিত্ব দেখা যায় জার্মানিতে। এটাও ইতিমধ্যে সকলে জেনে গেছে যে জমিতে যৌথ মালিকানার এই প্রথাটি ভূমিস্বত্বের একটি ক্রমবিলীয়মান ধরন এবং বস্তুত সমাজ-বিকাশের একটি সুনির্দিষ্ট স্তরে এই প্রথা সকল জাতির মানুষের মধ্যেই প্রচলিত একটি সাধারণ ধরনমাত্র। কিন্তু বড়জোর সমাজতন্ত্রী বলে আত্মপ্রচারকারী ও আসলে সর্ব-স্লাভ ঐক্যের সমর্থক এই গেৎর্সেন গ্রামীণ সমাজকে একটা নতুন অজুহাত হিসেবে পেয়ে গেলেন যা দিয়ে পচাগলা পাশ্চাত্যকে তিনি আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন যে তাঁর 'পবিত্র' রাশিয়া ও তার আদর্শ হচ্ছে এই সম্পূর্ণত দুর্নীতিগ্রস্ত ও সেকেলে পাশ্চাত্যকে পুনরুজ্জীবিত করা, তার পুনর্নবায়ন সম্ভব করে তোলা আর যদি এমনও দরকার পড়ে, তাহলে তা করা এমনকি অস্ত্রের সাহায্যেও। তাদের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও জরাজীর্ণ,

দিয়ে যাঁর মন্থর বিনষ্টিসাধন তথাকথিত 'মুক্তিদাতা' দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের স্মৃতিতে চিরকালের মতো কলঙ্কলেপন করে রাখবে।

রাশিয়াকে পশ্চিম ইউরোপের থেকে পৃথক করে রেখেছে বুদ্ধিজীবিকার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধের যে-বেড়াজাল সেই বাধা চের্নিশেভ্‌স্কির পক্ষে মার্কসের রচনাবলী পড়ার সুযোগ ঘটতে দেয় নি, আর যখন 'পুঁজি' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তার বহুদিন আগে থেকেই তিনি নির্বাসনে রয়ে গিয়েছিলেন স্রেদ্‌নে-ভিলিউইস্কে, ইয়াকুতদের মধ্যে। বুদ্ধিজীবিকার ক্ষেত্রে উপরোক্ত ওই বিধি-নিষেধের বেড়াজালের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতেই চের্নিশেভ্‌স্কিকে সমগ্রভাবে তাঁর আত্মিক বিকাশ ঘটাতে হয়েছিল। জারতন্ত্রী সেন্সর-বিভাগ যা-কিছু দেশে আমদানি করতে দেয় নি কার্যত কিংবা সম্পূর্ণত তারই অস্তিত্ব ছিল না রাশিয়ায়। অতএব চের্নিশেভ্‌স্কির রচনাবলীতে এখানে-সেখানে যদি আমরা এক-আধটা দুর্বল জায়গা দেখি, যদি তাঁর চিন্তার দিগন্তে লক্ষ্য করি এক-আধটুকু সংকীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা, তাহলে আমরা কিছুতেই এ কথা মনে না ভেবে পারি না যে এই অঘটন, আশ্চর্য ব্যাপারটি সম্ভব হল কী করে, কী করেই-বা তাঁর রচনা আরও অনেক অধিক পরিমাণে দুর্বলতা ও সংকীর্ণতায় আক্রান্ত না-হয়ে তা এড়িয়ে যেতে পারল?

চের্নিশেভ্‌স্কিও রুশদেশের গ্রামীণ সমাজকে সমকালবর্তী সমাজ-ব্যবস্থা থেকে বিকাশের নতুন এক স্তরে উত্তরণের উপায় হিসেবে দেখেছিলেন — যে-নতুন স্তরটি হবে একদিকে রুশদেশী গ্রামীণ সমাজ থেকে উন্নততর ও অপরদিকে তা হবে উন্নততর শ্রেণী-বিরোধে খণ্ড-ছিন্ন পশ্চিম-ইউরোপীয় পুঁজিতন্ত্রী সমাজ-ব্যবস্থা থেকেও। চের্নিশেভ্‌স্কির মতে, রাশিয়ার এমন একটি উপায় আয়ত্তে থাকা ও পাশ্চাত্যের তা না-থাকাটা রাশিয়ার পক্ষে একটি বড় সুবিধে।

'পশ্চিম ইউরোপে অপেক্ষাকৃত ভালো এক সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তনা প্রচণ্ডরকম বাধা পাচ্ছে ব্যক্তির অধিকারের মাত্রা সীমাহীনভাবে প্রসারিত হওয়ায়... ব্যক্তিবিশেষ যে-সমস্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করে আসছে তার এমনকি একটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ অংশও বাতিল করা বড় সহজ কাজ নয়, কেননা পাশ্চাত্যে ব্যক্তিবিশেষ সীমাহীন ব্যক্তিগত অধিকারাদি ভোগ করতে অভ্যস্ত। পরস্পরের জন্য ত্যাগস্বীকারের কার্যকরতা ও প্রয়োজনীয়তা মানুষ শিখতে পারে একমাত্র তিক্ত অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘ চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে। পাশ্চাত্যে অপেক্ষাকৃত ভালো অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি ব্যবস্থার প্রবর্তনা নানা

থেকে মুনাফা কুড়াবে ওই কসাকরা নয়, তারা যার আজ্ঞাবহ দাস সেই রুশ সামরিক অর্থভাণ্ডার।

মোট কথা, ব্যাপারটা হল গিয়ে এই: পশ্চিম ইউরোপে যেখানে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ তার নিজস্ব বিকাশের অপরিহার্য অন্তর্বিরোধের ফলে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে ও বিনষ্টির সম্মুখীন হয়েছে, সেখানে রাশিয়ায় প্রায় অর্ধেক আবাদী জমিই যৌথ সম্পত্তি হিসেবে রয়ে গেছে গ্রামীণ সমাজগুলির হাতে। এখন যদি পাশ্চাত্যে নতুন এক সমাজ সংগঠিত হওয়ার ফলে সকল অন্তর্বিরোধের সমাধানের পক্ষে প্রয়োজনীয় শর্তের অর্থ দাঁড়ায় এই যে উৎপাদনের সকল উপায়-উপকরণের, এবং ফলত জমিরও, মালিকানার সামগ্রিকভাবে সমাজের হাতে হস্তান্তর, তাহলে পাশ্চাত্যে ভবিষ্যতে কোনো-একদিন যা স্থাপিত হবে সেই যৌথ সম্পত্তির সঙ্গে রাশিয়ায় এখনই — অথবা, বলতে গেলে — এখনও পর্যন্ত যে গ্রামীণ যৌথ সম্পত্তি টিকে গেছে তার সম্পর্কটি কীরকম দাঁড়াবে? তাহলে পাশ্চাত্যের ওই রূপান্তর কি রাশিয়ায় এমন এক গণ-আন্দোলনের সূচনা-বিন্দু হিসেবে কাজ করবে যা সমগ্র পুঁজিতন্ত্রী যুগটাকে একলাফে পার হয়ে এসে সেই মুহূর্তে রুশদেশী কৃষক-কমিউনিজমকে উৎপাদনের সকল উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রেই আধুনিক সমাজতান্ত্রিক যৌথ সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করবে ও তাকে সমৃদ্ধ করে তুলবে পুঁজিতান্ত্রিক যুগের সকল প্রযুক্তিবিদ্যাগত সাফল্যের নিদর্শন দিয়ে। অথবা, অন্যভাবে বলতে গেলে, চের্নিশেভ্স্কির একটি ধারণাকে নিচে উদ্ধৃত একখানি চিঠিতে মার্কস যেভাবে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে সেইরকম*: 'রাশিয়ার উদারনীতিপন্থী অর্থনীতিবিদরা যেমনটি চান রাশিয়া কি সেইভাবে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য গ্রামীণ সমাজগুলির ধ্বংসসাধনের মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু করবে, নাকি সেদেশ উপরোক্ত ব্যবস্থার দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে না-গিয়ে তার নিজস্ব ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মস্থ করে নিতে পারবে পুঁজিতান্ত্রিক যুগের সকল উন্নতির ফসল?'

প্রশ্নটির নিরাভরণ ভাষাই ইঙ্গিত দিচ্ছে এর উত্তর কোন বিকল্পটিতে নিহিত। শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে রুশদেশের গ্রামীণ সমাজ টিকে আছে,

---

* এই খণ্ডের ১৬৭-১৬৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

কৃষিভিত্তিক কমিউনিজম নিজের গর্ভ থেকে একমাত্র নিজের ভাঙন ছাড়া অন্য কোনো-কিছুর জন্ম দিতে পারে নি। ১৮৬১ সাল নাগাদ রুশ গ্রামীণ সমাজ নিজেই এই ধরনের কমিউনিজমের অপেক্ষাকৃত দুর্বল একটি ধরন হয়ে দাঁড়িয়েছিল; ভারতের কোনো-কোনো অঞ্চলে এবং রুশ গ্রামীণ সমাজের যা সম্ভাব্য উৎস সেই দক্ষিণ-অঞ্চলীয় স্লাভ পারিবারিক সমাজে (zadruga-য়) যৌথভাবে জমি চাষ-আবাদ করার যে-প্রথা এখনও প্রচলিত আছে তাকেও জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে পৃথক-পৃথক পরিবারভিত্তিক খামারের কাছে এবং সে সব জায়গায় যৌথ সম্পত্তির চিহ্ন এখনও টিকে আছে একমাত্র বিভিন্ন অঞ্চলে জমি-জায়গার বারংবার পুনর্বণ্টনের মধ্যে আর তা-ও আবার একেক জায়গায় একেক রকমের, অর্থাৎ বহুবিচিত্র সময়ের ব্যবধানে। আর একবার এই জমির পুনর্বণ্টন-ব্যবস্থা আপনা থেকে কিংবা কোনো বিশেষ ডিক্রিজারির ফলে লোপ পেয়ে গেলে যা থাকে তা হল ছোট-ছোট জোতজমির মালিক কৃষকদের একেকটি সাধারণ গ্রাম।

কিন্তু বর্তমানে রুশ গ্রামীণ সমাজের অস্তিত্বের পাশাপাশি পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা যে তার মৃত্যুর সম্মুখীন হতে চলেছে এবং নিজে থেকেই-যে তা ইঙ্গিত দিচ্ছে এমন এক নতুন ধরনের উৎপাদন-ব্যবস্থার যার আওতায় উৎপাদনের উপায়-উপকরণসমূহকে সমাজের যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত করে সেগুলিকে পরিচালনা করতে হবে একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী — শুধুমাত্র এই ঘটনাটিই রুশ গ্রামীণ সমাজকে এমন যথেষ্ট শক্তি ও কর্মোদ্যোগের প্রেরণা যোগাবে না যার সাহায্যে ওই সমাজ নতুন এক সামাজিক স্তরে উন্নীত হয়ে উঠতে পারে। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ নিজেই উপরোক্ত ওই বিপ্লব সম্পন্ন করার আগে রুশ গ্রামীণ সমাজ কী উপায়ে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের বিপুল উৎপাদনী শক্তিসমূহকে হস্তগত করে সামাজিক যৌথ সম্পত্তি ও সামাজিক হাতিয়ারে পরিণত করতে পারে সেগুলিকে? কী করেই-বা রুশ গ্রামীণ সমাজ বড়-বড় কলকারখানাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে রেখে পরিচালনা করার কায়দাকৌশল দেখাবে বিশ্ব-দুনিয়াকে, যখন সেই সমাজ নিজেই ভুলে গেছে যৌথ নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে কীভাবে তার নিজের জমি-জায়গা চাষ-আবাদ করতে হয়?

এটা অবশ্য সত্যি যে রাশিয়ায় এমন বহু লোক আছেন পাশ্চাত্যের

ও সম্পূর্ণ পরক কোনো সমাজ-সংগঠনের কর্তব্য ইত্যাদি পূরণের চেষ্টা তার পক্ষে হাস্যকর অবাস্তব প্রয়াস ছাড়া কিছু নয়। এই ব্যাপারটি সমানভাবে সত্যি যেমন রুশ গ্রামীণ সমাজ তেমনই দক্ষিণ-অঞ্চলের স্লাভ zadruga- র ক্ষেত্রে, উৎপাদনের উপায়াদির যৌথ মালিকানার অধিকারী যেমন ভারতীয় উপজাতি-সমাজ তেমনই আদিম বন্য কিংবা বর্বর যুগের অন্য যে-কোনো সমাজ-কাঠামো সম্বন্ধেই এটা সত্যি।

অবশ্য এটা শুধু সম্ভবই নয় অবশ্যম্ভাবীও যে একবার পশ্চিম-ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে প্রলেতারিয়েত বিজয়ী হলে এবং উৎপাদনের উপায়-উপকরণাদি যৌথ সামাজিক মালিকানার অধীনে এসে গেলে, অপরাপর যে-সমস্ত দেশ তখন সবেমাত্র পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের পথে পা বাড়িয়েছে এবং যেসব দেশে উপজাতিক সমাজ-প্রতিষ্ঠানগুলি কিংবা তাদের অবশেষমাত্র তখনও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আছে, সেই দেশগুলি এই সমস্ত যৌথ মালিকানার অবশেষ ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাধারণ্যে প্রচলিত রীতিপ্রথাগুলিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে ওই দেশগুলির উত্তরণের পথকে বহুল পরিমাণে সংক্ষিপ্ত করে তোলার পক্ষে শক্তিশালী এক উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে সমর্থ হবে এবং পশ্চিম ইউরোপে আমাদের এই উত্তরণের পথে যে-সমস্ত দুঃখযন্ত্রণা ও সংগ্রামের স্তর পার হয়ে যেতে হবে ওইসব দেশ তা এড়িয়ে যেতে পারবে বহুলাংশে। তবে ওই দেশগুলির এ-পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে অপরিহার্য একটি শর্ত হবে তার-আগে-পর্যন্ত পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের আওতায় থেকে-যাওয়া পাশ্চাত্যের পথ-পরিক্রমার উদাহরণ ও তার সহায়তা। একমাত্র যখন মূল ঘাঁটিগুলিতে ও সদ্য পুঁজিতান্ত্রিক পথে পা-বাড়ানো দেশগুলিতে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব হবে, যখন একমাত্র পশ্চাৎপদ দেশগুলি পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির প্রদর্শিত উদাহরণ দেখে শিখবে 'কীভাবে কাজটা করতে হয়', কীভাবে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের উৎপাদনী শক্তিগুলিকে সামাজিক সম্পত্তি হিসেবে সমগ্রভাবে সমাজের স্বার্থে কাজে লাগানো হয় — কেবল তখনই পশ্চাৎপদ দেশগুলি সক্ষম হবে বিকাশের এই সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে অগ্রসর হতে। একমাত্র তাহলেই তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত হবে। আর এটা কেবল রাশিয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, এটা প্রযোজ্য সমাজ-বিকাশের প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক স্তরে অবস্থিত

ছাড়া ব্যাপকহারে রেলপথ-নির্মাণ সম্ভব ছিল না। আর এই যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত ছিল কৃষকদের তথাকথিত মুক্তিবিধান; এর ফলে রাশিয়া পুঁজিতান্ত্রিক যুগে প্রথম পদক্ষেপ করল, আর তার ফলে পদক্ষেপ করল জমিতে যৌথ মালিকানার দ্রুত অবক্ষয়ের এক যুগে। মুক্তিপণবাবদ অর্থদান ও উঁচু-থেকে-উঁচু হারে রাজকর প্রদানের চাপে পড়ায়, আবার নিকৃষ্টতর ও অপেক্ষাকৃত ছোট-ছোট জমি তাদের জন্য বরাদ্দ হওয়ায় কৃষকরা অবধারিতভাবে কুশীদজীবী মহাজনদের খপ্পরে গিয়ে পড়ল। এই মহাজনদের বেশির ভাগই ছিল আবার ধনী-হয়ে-ওঠা গ্রামীণ সমাজেরই লোকজন। একদা-অগম্য বহু এলাকাতেই সদ্য-নির্মিত রেলপথ যেমন কৃষকদের ফসল বিক্রির বাজার খুলে দিল, তেমনই ওই এক রেলপথ বড়-বড় শিল্পের তৈরি শস্তা পণ্যদ্রব্যে দিল বাজার ছেয়ে এবং এইসব পণ্যদ্রব্য কৃষকদের কুটির-শিল্প দিল বিপর্যস্ত করে। এর আগে পর্যন্ত কৃষকরা ওই একই ধরনের জিনিসপত্র তৈরি করত কুটিরে-কুটিরে, যার একটা অংশ তাদের নিজেদের প্রয়োজন মেটাত ও অপর অংশ কৃষকরা বিক্রি করত বাজারে। এইভাবে প্রাচীন অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি বিপর্যস্ত হয়ে গেল, স্বাভাবিক থেকে অর্থ-লেনদেনভিত্তিক অর্থনীতিতে উত্তরণের সময়ে সর্বদাই যেমনটা ঘটে থাকে সেইরকম একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল চতুর্দিকে, গ্রামীণ সমাজের সদস্যদের মধ্যেই বিপুল সম্পত্তিগত বৈষম্য দেখা দিল — গরিবরা গিয়ে পড়ল ধনীদের খপ্পরে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, অর্থের লেনদেনভিত্তিক অর্থনীতির অনুপ্রবেশের ফলে সলোন-এর আমলের অল্প আগে এথেন্সে একদা যেমন একই পিতৃপুরুষ থেকে উদ্ভূত উপজাতি-গোষ্ঠীগুলি (gens) ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল*, তেমনই সেই একই প্রক্রিয়ায় রুশ গ্রামীণ সমাজেও ভাঙন শুরু হল। অবশ্য সলোন ঋণগ্রহীতা অধমর্ণদের ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির তখনও-পর্যন্ত-অপরিণত অধিকারে বৈপ্লবিক হস্তক্ষেপ ঘটিয়ে অধমর্ণদের ঋণের বোঝা সরাসরি নাকচ করে দিয়ে। কিন্তু তিনি প্রাচীন এথেনীয় উপজাতি-গোষ্ঠী

* ফ. এঙ্গেলস, 'The Origin of the Family, etc', পঞ্চম সংস্করণ স্টুটগার্ট, ১৮৯২ সাল, ১০৯-১১৩ পৃঃ (এই সংস্করণের ১১শ খণ্ড দ্রষ্টব্য)। — সম্পাঃ

বলা হয় যে রুশদেশের উদারনীতিকদের মতো মার্কসও বিশ্বাস করেন যে রাশিয়ার পক্ষে সবচেয়ে জরুরী কর্তব্য হল কৃষকদের জমিতে যৌথ সম্পত্তির বিলোপ ঘটানো ও সরাসরি পুঁজিতন্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়া। 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্ট-অংশে গের্ৎসেন সম্পর্কে তাঁর সংক্ষিপ্ত উল্লেখে আসলে কিছুই প্রমাণ হয় না। আলোচ্য পরিশিষ্টে মার্কস লিখেছিলেন: 'মানবজাতির যা ক্ষতি করছে সেই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রভাব ইউরোপীয় মহাদেশে যেমন এখনও পর্যন্ত বিকশিত হয়ে চলেছে তেমনই যদি তা হয়ে চলে আর ইউরোপীয় দেশগুলি পরস্পর হাতে হাত মিলিয়ে যদি প্রতিযোগিতা চালিয়ে যায় জাতীয় সেনাবাহিনী, জাতীয় ঋণ, রাজকর, যুদ্ধশিল্পের মার্জিতকরণ, ইত্যাদির মাত্রাবৃদ্ধির, তাহলে আধা-রুশী কিন্তু নৈকষ্য-কুলীন মস্কোবাসী গের্ৎসেন এ-পর্যন্ত অতি-উৎসাহে যে-বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছেন (প্রসঙ্গত বলা দরকার যে এই ঔপন্যাসিক ব্যক্তিটি 'রুশ কমিউনিজম' সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কারগুলির সন্ধান পেয়েছেন খোদ রুশদেশে নয়, প্রাশিয়ান Regierungsrat হাক্স্টহাউজেনের রচনাবলীতে) সেটিই হয়তো শেষপর্যন্ত অক্ষরে-অক্ষরে ফলে যাবে, অর্থাৎ ইউরোপকে নতুন করে যৌবন ফিরে পেতে হবে চাবুকের ঘা খেয়ে ও বাধ্যতামূলকভাবে কালমিক-রক্তের সংমিশ্রণ মেনে নিয়ে' ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড, প্রথম জার্মান সংস্করণ, ৭৬৩ পৃষ্ঠা) (৫০)। সেইসঙ্গে মার্কস আরও লিখছেন: ওপরের এই অনুচ্ছেদটিকে 'কোনোমতেই' (মূল রচনায় এর পরের উদ্ধৃতিটি আছে রুশ ভাষায়) 'পশ্চিম ইউরোপ এ-পর্যন্ত বিকাশের যে-পথ অনুসরণ করে চলেছে রুশ জনসাধারণ তাদের দেশের বিকাশের জন্য তা থেকে স্বতন্ত্র পথ-সন্ধানের' (এরপর ফের জার্মান ভাষায়) 'যে-প্রয়াস চালাচ্ছে সে-সম্পর্কে আমার মতামতের চাবিকাঠি বলে গণ্য করা চলে না', ইত্যাদি। ''পুঁজি' গ্রন্থের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের অনুচিন্তনের অংশে আমি 'মহৎ রুশ পণ্ডিত ও সমালোচক'' (চের্নিশেভ্স্কি)*-এর 'কথা বলেছি তাঁর প্রাপ্য যোগ্য মর্যাদা দিয়েই। তাঁর অসামান্য প্রবন্ধগুলিতে এই পণ্ডিত ব্যক্তি নিচের এই সমস্যাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। সমস্যাটি হল — রাশিয়ার উদারনীতিক অর্থনীতিবিদরা যেমনটি চান সেদেশ কি সে-অনুযায়ী গ্রামীণ

* এই খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠা দেখুন। — সম্পাঃ

ব্যবস্থার খপ্পরে গিয়ে পড়লে সেদেশ অপর সকল ধর্মহীন বর্বর জাতির মতো পুঁজিতন্ত্রের অপ্রতিরোধনীয় আইনকানুনের অধীন হয়ে পড়বে। এই হল গিয়ে ব্যাপার।'

এইসব কথা মার্কস লিখেছিলেন ১৮৭৭ সালে। ওই সময়ে রুশদেশে চালু ছিল দুটো গভর্নমেণ্ট: একটি জারের গভর্নমেণ্ট ও অপরটি সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রীদের গোপন কার্যকরী কমিটি (ispolnitel'nyj komitet)- র গভর্নমেণ্ট (৫১)। আর এই গোপন প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্নমেণ্টের ক্ষমতা তখন বেড়ে চলেছিল শনৈঃ শনৈঃ। জারতন্ত্রের উচ্ছেদ যেন আসন্ন এমন মনে হচ্ছিল; রাশিয়ায় তখন এক বিপ্লব ঘটলে তা গোটা ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার শক্তির দৃঢ় পাদপীঠ, তার বিপুল সংরক্ষিত বাহিনীর সমর্থন কেড়ে নিত, যার ফলে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক আন্দোলনে সঞ্চারিত হোত ফের একবার প্রচণ্ড প্রেরণা ও তার সংগ্রামের পক্ষে অনেক বেশি অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হোত। কাজেই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে তখন ওই চিঠিতে মার্কস রুশীদের পরামর্শ দেবেন পুঁজিতন্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য খুব বেশি তাড়াহুড়ো না-করতে।

কিন্তু দেখা গেল রাশিয়ায় কোনো বিপ্লব হল না। জারতন্ত্র বিজয়ী হল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, আর সন্ত্রাসবাদ অন্তত সেই সময়কার মতো এমনকি সকল 'শান্তি ও সুস্থিতি-প্রিয়' সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণীকে ঠেলে দিল জারতন্ত্রের আলিঙ্গনে। মার্কসের ওই চিঠিখানি লেখার পর গত ১৭ বছরের মধ্যে রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ও গ্রামীণ সমাজের ভাঙন এই উভয় ব্যাপারই এগিয়ে গেছে বিপুল পদক্ষেপে। তাহলে আজ, ১৮৯৪ সালে, সেখানকার ব্যাপারস্যাপার কী রকম?

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়বরণ ও সম্রাট প্রথম নিকোলাইয়ের আত্মহত্যার পরও পুরনো জারতন্ত্রী স্বৈরশাসন অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে যাওয়ায় রাশিয়ার কাছে তখন একটিই পথ খোলা ছিল: তা হল, পুঁজিতান্ত্রিক যন্ত্রশিল্প-বিস্তারে যত দ্রুত সম্ভব হাত লাগানো। সাম্রাজ্যের অতিকায়ত্বের চাপে ও রণক্ষেত্রগুলিতে যাওয়ার জন্য অনবরত দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হওয়ায় সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল; তাই দরকার হয়ে পড়ল ওইসব দূর-অঞ্চলকে সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ রেলপথের

করা যায় না যে রাশিয়া তার গ্রামীণ সমাজকে ভিত্তি হিসেবে ধরে তখন রাষ্ট্রীয়-সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সোজাসুজি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। উপরোক্ত ওই পরিস্থিতিতে কিছু-একটা ঘটতই। আর ওই পরিস্থিতিতে ঠিক যা ঘটা সম্ভব ছিল তা-ই ঘটেছে। আর এই পরিবর্তনের সংঘটক মানুষেরা কাজ করে গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিছক অর্ধ-চেতনভাবে, সব মিলিয়ে যান্ত্রিকভাবেই, কী-যে তারা করতে যাচ্ছে সে-সম্বন্ধে অনবহিত থেকেই — পণ্য-উৎপাদনকারী দেশগুলিতে সর্বদাই ও সর্বত্র ঠিক যেমনটি ঘটে থাকে তেমনিভাবেই।

কিন্তু এরপর এল নতুন এক যুগ। জার্মানি উদ্বোধন ঘটাল এই যুগের। এ-যুগ হল ওপর থেকে বিপ্লব সংঘটনের এক পর্যায়। আর এর সঙ্গে এল ইউরোপের সকল দেশেই দ্রুত সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা বৃদ্ধির এক যুগ। এই সর্বব্যাপী আন্দোলনে রাশিয়াও যোগ দিল। আর যেমন আশা করা গিয়েছিল সেদেশে তেমনটিই ঘটল। রাশিয়ার আন্দোলন রূপ নিল জারতন্ত্রী স্বৈরশাসনকে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে আঘাত হানার এবং জাতির বুদ্ধিবৃত্তিগত ও রাজনৈতিক বিকাশ ঘটানোর জন্য স্বাধীনতালাভের। গ্রামীণ সমাজ, যার গর্ভ থেকে দেশের সামাজিক পুনর্জন্ম ঘটবে বলে সেদেশের বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাস, তার ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে আস্থা — আমরা আগেই দেখেছি যে-গভীর আস্থা থেকে স্বয়ং চের্নিশেভ্স্কিও সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না — সেই আস্থার ব্যাপারটি রাশিয়ায় বীর অগ্রগামীদের উদ্বোধিত ও প্রাণচঞ্চল করে তোলার ব্যাপারে তার ভূমিকা পালন করল। সংখ্যায় যাঁরা মাত্র কয়েক শো'র বেশি নন, যাঁদের সাহস ও আত্মত্যাগ জারতন্ত্রী একচ্ছত্র শাসনকে এমন একটা পর্যায়ে এনে উপস্থিত করেছিল যখন জারতন্ত্রকে আত্মসমর্পণের সম্ভাবনা ও তার শর্তাদি নিয়ে পর্যন্ত বিবেচনা করতে হয়েছিল। সেই বীর অগ্রগামীরা তাঁদের রাশিয়ার জনসাধারণ সমাজ-বিপ্লব সংঘটনের জন্য ভাগ্য-নির্ধারিত এক জাতি এটা বিশ্বাস করেন বলে তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। তবে নিশ্চয়ই আমাদের প্রয়োজন নেই তাঁদের এই মিথ্যা মোহের অংশীদার হওয়ার। কেননা ভাগ্য-নির্ধারিত জাতির কাল চিরকালের মতো গত হয়ে গেছে।

যখন উপরোক্ত এই সংগ্রাম চলেছে তখন রুশদেশে পুঁজিতন্ত্র দুর্বার

এই সোনার বেশির ভাগটাই সংগৃহীত হওয়া উচিত বিদেশী শিল্পজাত পণ্য-আমদানির ওপর রুশদেশের কাঁচামাল রপ্তানির অতিরিক্ত পরিমাণ থেকে; কিন্তু বিদেশ থেকে কিনে ও সমপরিমাণ মূল্যের বিদেশে-কাটা হুণ্ডির ভিত্তিতে কাগজের নোটে তা পরিশোধ করে রুশ গভর্নমেণ্ট এই সোনা সংগ্রহ করে থাকে। ফলে গভর্নমেণ্ট যদি তার বৈদেশিক ঋণের ওপরে সুদ-পরিশোধবাবদ ফের নতুন করে বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহ করতে না-চায়, তাহলে তাকে এদিকে নজর দিতেই হয় যাতে রুশদেশের শিল্প-কারখানা এত দ্রুত শক্তিশালী হয়ে বেড়ে ওঠে যে তা দেশের অভ্যন্তরীণ সকল চাহিদাই মেটাতে সমর্থ হয়। এইজন্যই সেদেশে এই মর্মে দাবি উঠেছে যে বিদেশ থেকে অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপারে জোর না-দিয়ে রাশিয়ার উচিত স্বনির্ভর শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে গড়ে ওঠা। আর এ-কারণেই সেদেশের গভর্নমেণ্ট প্রাণপণ প্রয়াস চালাচ্ছে যাতে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই রাশিয়ার পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ একেবারে চরমে পেঁছিতে পারে। কিন্তু এটা যদি সম্ভব না-হয় তাহলে একমাত্র পথ যা খোলা থাকবে তা হল, হয় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের জন্য সঞ্চিত স্বর্ণ-তহবিলে হাত দেয়া আর নয়তো রাষ্ট্রকে দেউলিয়া বলে স্বীকার করা। আর এই উভয় ক্ষেত্রেই এর অর্থ দাঁড়াবে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির মূলোচ্ছেদ।

এ থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার: এই পরিস্থিতিতে সেদেশে রাষ্ট্রের ওপর নবজাত বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রবল প্রতিপত্তি বর্তমান। সবরকম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রকে ওই শ্রেণীর হুকুমমাফিক চলতেই হবে। ওদেশের এই বুর্জোয়া শ্রেণী এখনও পর্যন্ত হয়তো জার ও তার আমলাতন্ত্রের স্বৈর-একনায়কতন্ত্রকে সহ্য করে চলেছে, কিন্তু তা করছে একমাত্র এই কারণেই যে ওই স্বৈরতন্ত্র-তার আমলাতন্ত্রের বহুব্যাপক দুর্নীতির ফলে কিছুটা অক্ষম ও সহনীয় হয়ে পড়া ছাড়াও তা অন্য যে-কোনো ধরনের পরিবর্তনের চেয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর সুযোগসুবিধাকে বেশি পরিমাণে নিশ্চিত করছে। কেননা উপরোক্ত ওই পরিবর্তনের ফলে, এমনকি বুর্জোয়া-উদারনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী যে-কোনো গভর্নমেণ্ট ক্ষমতায় আসুক-না কেন, তার ফলাফল রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে-যে শেষপর্যন্ত কী দাঁড়াবে তা কেউ বলতে পারে না। অতএব রাশিয়ায় যা চলেছে তা হল শিল্পপতি-পুঁজিতান্ত্রিক

কার্ল মার্কস

বাকুনিনের গ্রন্থ 'রাষ্ট্রশাসন ও নৈরাজ্য'-সম্পর্কিত মন্তব্যাদি থেকে (৫২)

'যেমন, উদাহরণস্বরূপ, «Крестьянская чернь» বা স্থূলরুচি কৃষককুল বা কৃষক-জনতা, যাদের প্রতি মার্কসবাদীরা প্রসন্ন [নন] বলে সকলেরই জানা আছে এবং যাদের অবস্থান সংস্কৃতির সর্বনিম্ন স্তরে, সম্ভবত তাদের ওপর শাসন কায়েম করবে শহুরে ও ফ্যাক্টরির প্রলেতারিয়েত।'

এর অর্থ, ব্যক্তিগত জমির মালিক হিসেবে বিপুল সংখ্যায় যেখানে কৃষককুলের অস্তিত্ব আছে, পশ্চিম ইউরোপীয় মহাদেশের সকল দেশেই যেমন তেমনই যেখানে তারা এমনকি কমবেশি সংখ্যায় রীতিমতো সংখ্যাধিক বলে গণ্য, ইংলন্ডের মতো যেখানে তাদের অস্তিত্বলোপ ঘটে নি আর তার জায়গায় কৃষিজীবী দিন-মজুরের আবির্ভাব ঘটে নি সেখানেই এই নিচের ব্যাপারটি ঘটতে পারে: হয় কৃষকরা এপর্যন্ত ফ্রান্সে যা করে এসেছে তেমন শ্রমিকদের প্রতিটি বিপ্লব সংঘটনে বাধা দেবে ও তা নষ্ট করে দেবে, আর নয়তো শাসনকার্য পরিচালনার সময় প্রলেতারিয়েত (কেননা কৃষক-মালিক প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, এমনকি যখন তার আর্থিক অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে সে প্রলেতারিয়েতের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য হয় তখনও সে মনে করে যে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীতে তার স্থান নয়) অর্থাৎ এমন সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে যার ফলে সরাসরি কৃষকের অবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং যার ফলাফলস্বরূপ বিপ্লবের সপক্ষে জয় করে আনা যাবে তাকে। তবে ওই সমস্ত ব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাতে একেবারে গোড়া থেকেই সেগুলি ব্যক্তিগত থেকে যৌথ ভূস্বামিত্বে উত্তরণের পথ প্রশস্ত করতে পারে, যাতে কৃষক নিজেই অর্থনৈতিক উপায়াদির মধ্যে দিয়ে যৌথ মালিকানায় উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়। তবে এ-বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যাতে এই উত্তরণ

এক করে দেখা আচ্ছা মজার ধারণা বটে! তবে এই ব্যাপারটিতেই শ্রীযুক্ত বাকুনিনের অন্তরের অন্তস্তলে লুকোনো চিন্তাটি ফাঁস হয়ে পড়েছে। আসলে সমাজ-বিপ্লবসাধনের কোনো ধারণাই তাঁর মাথায় নেই, তিনি শুধু জানেন ওই বিপ্লবের রাজনৈতিক বুলির কচকচিমাত্র; বিপ্লবের পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কোনো অর্থ নেই তাঁর কাছে। যেহেতু সেগুলি বিকশিত হোক বা না-হোক পূর্ববর্তী সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধরনের সঙ্গে শ্রমিকের দাসত্বস্বীকারের ব্যাপারটি (তা সে মজুরি-শ্রমিক, কৃষক, ইত্যাদি যে-কোনো আকারেই হোক-না কেন) জড়িত, সেইহেতু তিনি বিশ্বাস করেন যে ওই সকল ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার আওতায়ই **সমানভাবে মূলগত এক বিপ্লব** ঘটা সম্ভব। বিশ্বাস স্থাপনের এই অপরিসীম শক্তিতে এমনকি তিনি আরও এগিয়ে গেছেন। তিনি চান, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা যার অর্থনৈতিক ভিত্তি সেই ইউরোপীয় সমাজ-বিপ্লবকে রুশ কিংবা স্লাভ কৃষিজীবী ও পশু-প্রজনজীবী জাতিসমূহের বর্তমান স্তরেই প্রতিষ্ঠা করতে এবং এই বিপ্লব ওই স্তরকে যাতে উন্নত করে না-তোলে তা-ই দেখতে। যদিও তিনি এটা জানেন যে **নৌচালন-চর্চা** ভাইয়ে-ভাইয়ে পার্থক্য সৃষ্টি করে থাকে, তবু তিনি এটা চান। কেননা তিনি মনে করেন যে এই পার্থক্য সৃষ্টি করে শুধুমাত্রই **নৌচালন-চর্চা** এবং যেহেতু পার্থক্য সৃষ্টির এই কারণটি সকল রাজনীতিবিদেরই জানা, তা-ই! বাকুনিনের এই সমাজ-বিপ্লবের ভিত্তি হল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নয়, **মানুষের ইচ্ছামাত্র।**

প্রবন্ধটি মার্ক্‌স লেখেন
১৮৭৪ সালের শেষ ও
১৮৭৫ সালের গোড়ায়

এটি প্রথম প্রকাশিত
হয় ১৯২৬ সালে
Letopisi Marksizma
('মার্ক্‌সবাদের ধারাবিবরণী')
নামের পত্রিকার ১১শ
সংখ্যায়

জার্মান থেকে
ইংরেজি তরজমার ভাষান্তর

টীকা

(১) *Der Volksstaat* ('জনগণের রাষ্ট্র') — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি (আইজেনাখপন্থী)-র কেন্দ্রীয় মুখপত্র। লাইপ্‌জিগ থেকে ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর থেকে ১৮৭৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এটি প্রকাশিত হয়। পৃঃ ৭

(২) এখানে সেই ৫০০ কোটি ফ্রাঙ্ক ক্ষতিপূরণের কথা বলা হচ্ছে, যা কিনা ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের পরে ১৮৭১ সালের ফ্রাঙ্কফুর্ট শান্তিচুক্তি অনুসারে ফ্রান্সের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পৃঃ ৭

(৩) মুলবের্গার-এর 'Die Wohnungsfrage' ('বাসস্থান-সম্পর্কিত সমস্যা') শীর্ষক ছ'টি পর্যায়ক্রমিক প্রবন্ধ লেখকের নাম ছাড়াই *Der Volksstaat* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালের ৩, ৭, ১০, ১৪ ও ২১ ফেব্রুয়ারি এবং ৬ মার্চ তারিখে। পৃঃ ৮

(৪) ১৮৭২ সালের জুলাই মাসে আন্তর্জাতিকের সদস্যরা এবং স্পেনের গুপ্ত সোশ্যালিস্ট ডেমোক্রাসির মৈত্রীজোটের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করে দেয়ার কারণে মাদ্রিদীয় ফেডারেশনের সংখ্যাধিক নৈরাজ্যবাদী অংশ *La Emancipacion* পত্রিকার যে-সম্পাদক-মণ্ডলীকে ফেডারেশন থেকে বহিষ্কৃত করে দেয় তাঁরা মিলিতভাবে 'মাদ্রিদীয় নতুন ফেডারেশনের' প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'মাদ্রিদীয় নতুন ফেডারেশন' স্পেনে নৈরাজ্যবাদী প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করে, বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ প্রচার করতে থাকে, স্পেনে স্বাধীন শ্রমিক পার্টি গড়ে তোলার জন্যে শুরু করে সংগ্রাম। এই শেষোক্ত ফেডারেশনের মুখপত্র *La Emancipacion* পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লেখেন এঙ্গেলস। 'মাদ্রিদীয় নতুন ফেডারেশনের' কয়েকজন সদস্য ১৮৭৯ সালে স্পেনে সোশ্যালিস্ট শ্রমিক পার্টি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। পৃঃ ১০

শান্তিচুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটে, কিন্তু এর ফলে জার্মানির বহুতর রাজনৈতিক বিভাজনও পাকাপোক্ত রূপ লাভ করে। পৃঃ ১৩

(৯) এখানে 'বিপ্লব' বলতে বোঝাচ্ছে ১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধ এবং ১৮৭০-১৮৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ, যার ফলে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে 'উপর থেকে' জার্মানির মিলন সাধিত হয়েছিল। পৃঃ ১৫

(১০) মার্কা — প্রাচীন জার্মানির গোষ্ঠীবিশেষ পৃঃ ১৭

(১১) এখানে ১৮৪৮ সালের ২৩-২৬ জুনের প্যারিসের মেহনতীদের অভ্যুত্থান ও ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৭

(১২) ১১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৩) বাইবেলে-কথিত কাহিনী অনুসারে, মিশর থেকে বন্দী ইস্রাইলীয়দের দলবদ্ধ নিষ্ক্রমণের সময়ে দীর্ঘ পথযাত্রা ও ক্ষুধার কষ্টে অস্থির হয়ে ইস্রাইলীয়দের মধ্যে দুর্বলচিত্ত মানুষেরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তাদের প্রাক্তন বন্দিজীবনে ফের ফিরে যেতে, কেননা সেখানে তারা অন্তত পেট ভরে খেতে পেত। পৃঃ ২৯

(১৪) শ্রমের উৎপাদসমূহের মধ্যে ন্যায্য বিনিময়-ব্যবস্থা চালু করার জন্যে ওয়েনপন্থী শ্রমিকদের সমবায়-সমিতিগুলি ইংলণ্ডের বিভিন্ন শহরে তথাকথিত যে-সমস্ত বাজারের পত্তন করেছিল এঙ্গেলস এখানে সেগুলির কথা উল্লেখ করছেন। ওইসব বাজারে শ্রমের উৎপাদগুলির মধ্যে বিনিময় নিষ্পন্ন হোত শ্রম-নোটের মাধ্যমে, আর এইসব নোটের মূল্যের একক-মাত্রা ছিল একেক ঘণ্টার শ্রম। এই বাজারগুলি অবশ্য শিগ্‌গিরই দেউলিয়া হয়ে যায়। পৃঃ ৩৫

(১৫) *La Emancipacion* ('মুক্তি') — ১৮৭১ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত মাদ্রিদ থেকে প্রকাশিত স্প্যানিশ শ্রমিকদের সাপ্তাহিক পত্রিকা; ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৭২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত পত্রিকাটি স্প্যানিশ ফেডেরাল পরিষদের মুখপত্র; স্পেনে নৈরাজ্যবাদী প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালায় পত্রিকাটি। ১৮৭২ ও ১৮৭৩ সালে পত্রিকাটিতে মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনাদি ছাপা হয়। পৃঃ ৩৬

(১৬) *Illustrated London News* — ব্রিটিশ সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮৪২ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

Ueber Land und Meer ('স্থলে ও সমুদ্রে') — সচিত্র জার্মান সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১৮৫৮ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত স্টুট্‌গার্ট থেকে প্রকাশিত হয়।

Gartenlaube ('কুঞ্জবন') — সাহিত্য-বিষয়ক জার্মান পেটি-বুর্জোয়া

সেপ্টেম্বর মাসে জাল্‌জ্‌বুর্গে অনুষ্ঠিত জার্মান ও অস্ট্রিয়ান সম্রাটদের ও তাঁদের চ্যান্সেলরদের মধ্যে আপস-মীমাংসার আলোচনা সম্বন্ধে। এই সমস্ত সম্মেলনকে এঙ্গেলস প্রাশিয়ার রাজনৈতিক পুলিসের প্রধান স্টিবারের নাম-অনুযায়ী স্টিবারীয় আখ্যা দিচ্ছেন সেগুলির প্রতিক্রিয়াশীল পুলিসী চরিত্রকে স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্যে। পৃঃ ৮৩

(২৫) **ব্লাঙ্কিপন্থীরা** — ফরাসি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি ধারার সমর্থকরা, যার নেতৃত্বে ছিলেন ফরাসি ইউটোপীয় কমিউনিজমের প্রতিনিধি, বিখ্যাত বিপ্লবী লুই অগুস্ত ব্লাঙ্কি। ব্লাঙ্কিপন্থীদের দুর্বল দিকটি ছিল এই যে, তাঁরা বিশ্বাস করতেন চক্রান্তকারীদের ছোটখাটো একটা দলের সাহায্যেই বিপ্লব সমাধা করা সম্ভব, বৈপ্লবিক আন্দোলনে শ্রমিক জনগণকে আকর্ষণ করার প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা বুঝতেন না। পৃঃ ৯০

(২৬) হেগেলের 'যুক্তিবিজ্ঞান'-এর প্রথম পাঠ, দ্বিতীয় অংশ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯০

(২৭) **ম্যালথাসবাদ** — প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা, যার মূলকথা হল জনসংখ্যার চরম 'স্বাভাবিক' নিয়মের বলে পুঁজিতন্ত্রে মেহনতী জনগণ নিঃস্ব হয়ে পড়বে। এই নামকরণটি হয় বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ টি. পি. ম্যালথাসের নামানুসারে; ১৭৯৮ সালে তিনি তাঁর গ্রন্থে 'An Essay on the Principle of Population' ('জনসংখ্যা বিষয়ক নিয়মকানুনের মূলকথা')এ প্রমাণ করেন যে, বুঝিবা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় গুণোত্তর শ্রেণী অনুসারে আর অস্তিত্বের মাধ্যমসমূহ — পাটীগাণিতিক শ্রেণী অনুসারে। ম্যালথাসপন্থীরা জন্মনিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানায়। মহামারী, যুদ্ধ ও দৈবদুর্বিপাককে হিতকর হিসেবে মনে করে, কারণ এরই ফলে জনসংখ্যা ও অস্তিত্বের প্রয়োজনীয় মাধ্যমসমূহের মধ্যে সমতা রক্ষিত হয়।

কার্ল মার্কস ম্যালথাসবাদের অমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি দেখিয়ে প্রমাণ করেন যে, মানবসমাজের বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ের জন্যে জনসংখ্যাসূচক অখণ্ড কোনো আইন নেই, সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিটি পর্যায়ে জনসংখ্যার নিজস্ব আইন বর্তমান। পুঁজিতন্ত্রে মেহনতী জনগণের নিঃস্ব হয়ে যাবার কারণ হল উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতি, যার ফলে সৃষ্ট হয় বিপুল হারে বেকারি ও অন্যান্য সামাজিক দুর্বিপাক। মার্কস বলেন যে, উৎপাদনের কমিউনিস্ট পদ্ধতিতে উৎক্রমণের ফলে শ্রম-উৎপাদনশীলতার পর্যায় এত উচ্চ হবে ও প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন এত বৃদ্ধি পাবে যে, এই ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষ পরিপূর্ণভাবে তার প্রয়োজনগুলি মেটাতে সক্ষম হবে। পৃঃ ১০২

(২৮) **ব্রেজিগ চাচা** — জার্মান লেখক ফ্রিট্‌স রাইটারের হাস্যরসাত্মক গল্পের নায়ক। পৃঃ ১০২

(৩৩) **রাজভক্ত** — রাজতন্ত্রের সমর্থকরা। পৃঃ ১২৪

(৩৪) এখানে ১৮৬৮ সালে ম. বাকুনিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী মৈত্রীজোট' নামক সংগঠনের কথা বলা হচ্ছে। জোটের কর্মসূচির মূলকথা ছিল নিরীশ্বরবাদ, শ্রেণীসমূহের সমতাবিধান ও রাষ্ট্রের বিলোপসাধন। শ্রমিক শ্রেণীর জন্যে রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অস্বীকার করতেন। শিল্পের ক্ষেত্রে অনুন্নত ইতালি, সুইজারল্যান্ড ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে জোটের এই পেটি-বুর্জোয়া নৈরাজ্যমূলক কর্মসূচি সমর্থন লাভ করে। ১৮৬৯ সালে এই জোটকে আন্তর্জাতিকে গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে জোটের সদস্যরা 'সাধারণ পরিষদের' দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জোটটিকে স্বাধীন সংগঠন রূপে ভেঙে দেওয়ার শর্তে তাকে 'সাধারণ পরিষদ' গ্রহণ করতে রাজি হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আন্তর্জাতিকে যোগদান করে জোটের সদস্যরা 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি'-র অভ্যন্তরে নিজেদের গোপন সংগঠন বজায় রেখেছিলেন এবং বাকুনিনের নেতৃত্বে 'সাধারণ পরিষদের' বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন। প্যারিস কমিউনের পতনের পর আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে জোটের সংগ্রাম আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল, যখন বাকুনিন ও তাঁর সমর্থকরা বিশেষ তীব্রভাবে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের নীতির এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির উপর ভিত্তি ক'রে শ্রমিক শ্রেণীর এক স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টি মজবুতির বিরুদ্ধাচারণ করেন। ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বরে হেগে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিকের কংগ্রেস অধিকাংশের ভোটে জোটের দুই হোতা বাকুনিন ও গিলমকে আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। পৃঃ ১২৫

(৩৫) **হ্যামলেট** — উই. শেক্সপিয়রের একই নামের বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক। পৃঃ ১২৭

(৩৬) **ম্যোরো** — শিলারের 'জামানত' নামক কবিতার একটি চরিত্র। পৃঃ ১২৭

(৩৭) *Le Père Duchêne* — ১৭৯০-১৭৯৪ সালে প্যারিসে জাক হিবের-এর পরিচালনায় প্রকাশিত ফরাসি সংবাদপত্র। পত্রিকাটি শহরের আধা-প্রলেতারীয় জনসাধারণের মতামত প্রতিফলিত করত।

Le Père Duchêne — ১৮৭১ সালের ৬ মার্চ থেকে ২১ মে'র মধ্যে প্যারিসে ইউজেন ভেরমের্শ-এর প্রকাশিত ফরাসি দৈনিক পত্রিকা। পত্রিকাটি ব্লাঙ্কিপন্থী পত্রিকাগুলির মতামতের সদৃশ মতামত প্রকাশ করছিল। পৃঃ ১২৮

(৩৮) *'Kulturkampf'* ('সংস্কৃতির জন্যে সংগ্রাম') — ১৮৭০'এর দশকে বিসমার্কের গভর্নমেন্ট ধর্ম-নিরপেক্ষ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম আখ্যা দিয়ে যে-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাদি কার্যকর করছিল সেগুলি সম্পর্কে বুর্জোয়া উদারনীতিকদের দেয়া নাম।

(৪৪) জারের রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত পোলিশ ভূমিতে ১৮৬৩-১৮৬৪ সালে জাতীয় মুক্তি-অভ্যুত্থানের কথা বলা হচ্ছে। পোল্যান্ডের জাতীয় মুক্তির জন্যে বিদ্রোহীরা ১৮৬৩ সালের জানুয়ারিতে এক কর্মসূচি, এবং তৎসহ কৃষি-গণতান্ত্রিক ধরনের বহু দাবিদাওয়া উত্থাপন করে। কিন্তু বিদ্রোহী সরকারের অসংলগ্নতা ও টলায়মানতার ফলে এবং বড় জমিদার গোষ্ঠীর বিশেষ সুযোগসুবিধার বিরুদ্ধে আক্রমণ হানতে না পারার ফলে কৃষককুলের প্রধান অংশটি বিদ্রোহে যোগ দেয় নি; এর পরাজয়ের এটি ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। পৃঃ ১৫০

(৪৫) **বড় রুশ** — রুশ কথাটিরই সমার্থক। পৃঃ ১৫০

(৪৬) ৪০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৪৭) **ক্রিমিয়ার যুদ্ধ** (অথবা প্রাচ্য যুদ্ধ) ১৮৫৩-১৮৫৬ — রাশিয়া এবং চতুঃশক্তির জোটের — তুরস্ক, ইংলন্ড, ফ্রান্স ও সার্ডিনিয়ার — মধ্যে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হয়। পৃঃ ১৬৫

(৪৮) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে 'ইউরোপীয় বার্তাবহ' পত্রিকার ১৮৭৭ সালের ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত ইউ. গ. জুকোভ্স্কির 'কার্ল মার্ক্স ও পুঁজি-সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থ' শীর্ষক প্রবন্ধটির এবং 'পিতৃভূমি-সম্পর্কিত মন্তব্যাদি' পত্রিকার ১৮৭৭ সালের ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত ন. ক. মিখাইলভ্স্কির দেয়া 'ইউ. গ. জুকোভ্স্কি-কৃত কার্ল মার্ক্সের বিচার-বিশ্লেষণ' নামের তার উত্তরটির।

'ইউরোপীয় বার্তাবহ' — ইতিহাস রাজনীতি ও সাহিত্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা; ১৮৬৬ থেকে ১৯১৮ সাল অবধি পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয়।

'পিতৃভূমি-সম্পর্কিত মন্তব্যাদি' — ১৮২০ সাল থেকে সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত একখানি সাহিত্য ও রাজনীতি-বিষয়ক পত্রিকা। প্রগতিশীল মতামত প্রকাশ করার জন্যে পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে সরকারি সেন্সরের হস্তক্ষেপে উৎপীড়িত হয় এবং ১৮৮৪ সালের এপ্রিল মাসে শেষপর্যন্ত জারতন্ত্রী গভর্নমেণ্ট পত্রিকাটির প্রকাশ দেয় বন্ধ করে। পৃঃ ১৬৭

(৪৯) **'জনগণের ইচ্ছার বার্তাবহ'** — রুশদেশ থেকে বহিষ্কৃত দেশান্তরীদের 'জনগণের ইচ্ছা' নামের বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী কমিটির সদস্যরা ১৮৮৩-১৮৮৬ সালের মধ্যে জেনেভা থেকে এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন।

মার্ক্সের পাঠানো চিঠিখানি রুশদেশের আপনসম্মত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সালের অক্টোবর মাসে। চিঠিখানি প্রকাশ করে 'আইন-বিষয়ক বার্তাবহ' নামের পত্রিকাটি। পৃঃ ১৬৭

(৫০) রচনার আলোচ্য অংশটি মার্ক্স 'পুঁজি' গ্রন্থের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণ ও পরবর্তী সংস্করণগুলি থেকে বাদ দিয়ে দেন। পৃঃ ১৬৮

নামের সূচি

অ

আ

এ

ও

ক

গ

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন,
১৭, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union